নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

গর্ভোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাচ্চিদানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

গর্ভোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ ॥ পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্ত্তমানং ষড়াশ্রয়ং ষড়্‌গুণযোগযুক্তম্। তং সপ্তধাতুং ত্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় গর্ভোপনিষদোদীপিকা।

ওঁ গর্ভসংখ্যা নিরূপ্যাত্র গর্ভোপনিষদিত্যপি।
পঞ্চখণ্ডাষ্টমান্মুণ্ডাৎ পৈপ্পলাদভিধা তথা ॥

গর্ভবাসান্মুচ্যত ইত্যুক্তম্ তত্র কো গর্ভঃ কথঞ্চ তদ্বাসঃ ইত্যপেক্ষায়াং সংসারবৈরাগ্যার্থঞ্চ জন্মমরণাদিদুঃখং নিরূপণীয়মিতি গর্ভোপনিষদারভ্যতে। তত্র গর্ভস্য মাতাপিতৃ-শরীরাপেক্ষত্বাৎ প্রথমং শরীরস্বরূপমাহ

গর্ভবাস হইতে মুক্ত হয়, এইবাক্যে উক্ত আছে। এইক্ষণ গর্ভ কি? এবং কিরূপেই বা তাহার বাস হয়, এই আকাঙ্ক্ষায় সংসারবৈরাগ্যের নিমিত্ত জন্মমরণাদিদুঃখ নিরূপণ আবশ্যক, এইহেতু গর্ভোপনিষদের আরম্ভ হয়। গর্ভ মাতৃ-পিতৃসাপেক্ষ; অতএব প্রথমে শরীরের স্বরূপ বলিতেছেন।—মানবের শরীর পঞ্চভূতময় এবং ইহাতে পঞ্চধারণাদি ও

কমিতি কস্মাৎ পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিত্যস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে কা পৃথিবী কা আপঃ কিং

পঞ্চাত্মকমিতি পঞ্চাত্মকং পঞ্চভূতাত্মকং পঞ্চসু ধারণাদিষু আনন্দাদিষু বর্ত্তমানং প্রবর্ত্তমানং পঞ্চস্বিত্যত্র বীপ্সা দ্রষ্টব্যা প্রশ্নোত্তরে পঞ্চকানাং ত্রিত্বাৎ ষড়াশ্রয়ং ষণ্ণাং মধুরাদিরসানাম্ আশ্রয়তীতি আশ্রয়ং ভোগায়তনমিত্যর্থঃ। ষড়্গুণযোগযুক্তং গানাদিকলাকুশলত্বাৎ সপ্ত ধাতবঃ রসাদয়ো যস্মিন্ তৎ সপ্তধাতু কত্বাভাবো বহুব্রীহৌ অগ্রে তু কপিসপ্তধাতুকমিতি নির্দ্দেশঃ শেষাদ্বিভাষেতি। ত্রিমলং ত্রয়ো মলা নখলোমকেশা যত্র তৎ মূত্রাদীনান্তু অশিত পীত-মলত্বাৎ ন দেহমলত্বম্। অথবা কফাদীনাং শ্লেষ্মাদিরূপাণাং মলত্বম্। দ্বিযোনিং দ্বয়োঃ মাতাপিত্রোঃ যোনিঃ উৎপত্তির্যস্য। চতুর্ব্বিধাহারময়ং লেহ্যপেয়খাদ্যচোষ্যলক্ষচেতুর্ব্বিধাহারবিকার ইত্যর্থঃ॥১॥

গুরুণা প্রতিজ্ঞাতে শিষ্যো বিশেষজ্ঞানায় পৃচ্ছতি পঞ্চাত্মকং কস্মাদিতি অত্র পঞ্চসু বর্ত্তমানং কথম্ ইতি প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ উত্তরানুরোধাৎ। ইতি

আনন্দাদি বর্ত্তমান আছে। ঐ শরীর মধুরাদি ষড়্গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ শরীরেই মধুর, তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল ও লবণ এই ষড়্গুণের ভোগ হইয়া থাকে, উহা গানাদি কলাকুশল; সুতরাং শরীরই ষড়্গুণ যোগযুক্ত। ঐ শরীরে রস, রক্ত, মাংস, মজ্জা, শুক্র, মেদ ও অস্থি এই সপ্তধাতু বিদ্যমান আছে, ঐ শরীর নখ, লোম ও কেশ এই ত্রিবিধ মলযুক্ত। মল ও মূত্র ইহারা ভক্ষিত ও পীত বস্তুর মল, উহারা শরীরের মল নহে। বরং বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদিগকে শরীরমল বলা যাইতে পারে। আর এই শরীর, দ্বিযোনি, অর্থাৎ মাতা ও পিতা, এই দুই হইতেই শরীরের উৎপত্তি হয় এবং ঐ শরীর চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারের বিকারভূত। ১।

গুরু পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শরীরের পঞ্চভূতাত্মকত্ব উপদেশ করিলে। শিষ্য বিশেষ জ্ঞানার্থ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন।—শরীরকে যে পঞ্চাত্মক, অর্থাৎ পঞ্চভূতময় বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, সেই পঞ্চভূত কি? এই আশঙ্কায় উত্তর

তেজঃ কো বায়ুঃ কিমাকাশম্। তত্র পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্দ্রবং তা আপঃ যদুষ্ণং তত্তেজঃ যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ যচ্ছুষিরং তদাকাশম্। তত্র পৃথিবী ধারণে আপঃ পিণ্ডীকরণে তেজঃ প্রকাশনে বায়ুর্ব্যূহনে আকাশমবকাশপ্রদানে। পৃথক্ শ্রোত্রে শব্দোপলব্ধৌ ত্বক্ স্পর্শে চক্ষুষী রূপে জিহ্বা রসনে নাসিকা ঘ্রাণে উপস্থ আনন্দনে অপানমুৎসর্গে বুদ্ধ্যা বুধ্যতি মনসা সঙ্কল্প-

---

শব্দান্তমুত্তরে। পৃথিবীপ্রভৃতীনাং কিং লিঙ্গম্ ইতি প্রচ্ছতি কা পৃথিবীতি। কাঠিন্যাদিষু পৃথিব্যাদিলিঙ্গমিত্যুত্তরয়তি তত্র যদিতি। শরীরে তেষামুপযোগং দর্শয়ন্ পঞ্চসু কথং বর্ত্তমানমিত্যস্যোত্তরমাহ তত্রেতি। ব্যূহনং মেলনম্। নন্বু মা ভূদবকাশপ্রদানম্ ইত্যত আহ পৃথুস্বিতি। পৃথুঃ এষঃ শরীরং যদর্থঃ। অবকাশং বিনা পার্থিবং ন স্যাদিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়পঞ্চকমাহ শ্রোত্রে ইতি। শ্রোত্রে দ্বে শব্দোপলব্ধৌ বর্ত্তেতে। তৃতীয়পঞ্চকমাহ উপস্থ ইতি। ষড়াশ্রয়ং কস্মাদিত্যত্র ষড়্গুণযোগযুক্তং কস্মাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্। আদ্যস্যোত্তরমাহ মধুরেতি। বিন্দতি লভতে

এই যে, পৃথিবী, জল, তেজ,বায়ু ও আকাশ ইহারাই পঞ্চভূত। এই শরীর পঞ্চভূতময়, এই নিমিত্ত শরীরকে পঞ্চাত্মক বলা যায়। এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে পৃথিবী কি ? জল কি ? তেজ কি ? বায়ু কি ও আকাশ কি ? এই প্রশ্নে বক্তব্য এই যে, এই পঞ্চাত্মকশরীরে যে কঠিন পদার্থ, তাহাই পৃথিবী, যাহা দ্রবপদার্থ, তাহা জল, যাহা উষ্ণ, তাহাই তেজ, যাহা সঞ্চরণ করে, তাহা বায়ু এবং যে সকল ছিদ্র আছে, তাহাই আকাশ। এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী ধারণ, জল পিণ্ডীকরণ, তেজ প্রকাশ, বায়ু মিলন এবং আকাশ অবকাশ প্রদান করে। এই শরীরে যে কর্ণদ্বয় আছে, তাহাদ্বারা শব্দগ্রহণ হয়, চর্ম্মে স্পর্শবোধ হইয়া থাকে, চক্ষুদ্বারা রূপজ্ঞান হয়, জিহ্বাতে রস পরিজ্ঞান এবং নাসিকাতে গন্ধবোধ হইয়া থাকে। উপস্থদ্বারা আনন্দানুভব হয়, অপান বায়ু উৎসর্গ, অর্থাৎ বহির্নিঃসারণ করে, বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান জন্মে, মনেতে

য়ন্তি বাচা বদতি। ষড়াশ্রয়মিতি কস্মাৎ মধুরাম্ল-লবণ-তিক্ত-কটু-কষায়-রসান্ বিন্দতীতি ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাশ্চেতীষ্টানিষ্ট-শব্দসংজ্ঞাঃ প্রণিধানাদ্দশবিধা ভবন্তি ॥ ২ ॥

জ্ঞানাতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্যোত্তরং ষড়্জেতি। এতে গায়নেষু প্রসিদ্ধাঃ এতৎ সপ্তস্বরগ্রহণং ষড্রাগোপলক্ষণার্থং ষড়্গুণেত্যুক্তত্বাৎ। তে চ—শ্রী রাগোঽথ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরবস্তথা। মেঘনাদশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ ষষ্ঠো নদনরায়ণঃ। ইতি তেষাং প্রত্যেকং সপ্ত স্বরা ভবন্তি ষট্ চ ষট্ চ রাগিণ্যো দেশ্যঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তীতি ষট্‌ত্রিংশৎ জ্ঞেয়াঃ তা যথা—গৌড়ী কোলাহসী ধালী দ্রবিড়ী মালব কৌশিকা। ষষ্ঠী স্যাদেব গান্ধারী শ্রীরাগাচ্চ বিনির্গতা ॥ আন্দোলী কৌশিকী চৈব রামগরী পুটমঞ্জরী। গুঞ্জরী চৈব দেশাখ্যা বসন্তস্য প্রিয়াস্ত্বিমাঃ ॥ ভৈরবী গুর্জ্জরী চৈব ভাষা বেলীবতী তথা।

ইচ্ছা হয় এবং বাগিন্দ্রিয়দ্বারা কথা কহিতে পারে। শরীর ষড়াশ্রয় কিরূপে হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতেছেন,—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্গুণের আশ্রয় বলিয়াই শরীরকে ষড়াশ্রয় বলা যায়, অর্থাৎ শরীরে উক্ত ষড়্গুণের লাভ হইয়া থাকে। আর শরীর ষড়্গুণযোগযুক্ত কিরূপে হইল? এই প্রশ্নে কহিতেছেন,—ষড়্জ, (খরজ) ঋষভ, (ঋখব) গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ (নিখাদ) এই সপ্তস্বরপ্রযুক্তই শরীর ষড়্গুণযোগযুক্ত হয়। উক্ত সপ্তস্বরই ষড়্গুণনামে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘনাদ ও নদনরায়ণ (নটনারায়ণ) ইহারাই ছয় রাগ। ইহাদিগের প্রত্যেকের সপ্ত স্বর আছে, আর উক্ত রাগের মধ্যে সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ ছয় রাগিণী আছে। সাকল্যে ষট্‌ত্রিংশৎ রাগিণীকে উক্ত ছয় রাগের স্ত্রী বলিয়া জানিবে। এইক্ষণ কোন কোন রাগ হইতে কোন রাগিণী বিনির্গত হইয়াছে? তাহার প্রকাশ করিতেছেন।—শ্রীরাগ হইতে গৌড়ী কোলাহসী, ধানী, দ্রাবিড়ী, কৌশিকা ও গান্ধারী এই ছয় রাগিণী বহির্গত হইয়াছে। আন্দোলী, কৌশিকী, রামগরী, পুটমঞ্জরী,

কর্ণাটী রক্তসিংহা চ পঞ্চমাত্তা বিনির্গতাঃ॥ ত্রিগুণা স্তম্ভতীর্থা চ আভীরী ককুভা তথা। বিরাড়ী চৈব সাকেরী ভৈরবাচ্চ বিনির্গতা॥ বঙ্গালা মধুরা চৈব কামদা চোকমাদিকা। কম্বুগ্রীবা চ দেবালা মেঘরাগাদ্বিনির্গতা। নাটিকাচাথ ভূপালীরামকেলীগড়া তথা। কামদা চাপি কল্যাণী জাতা নদনরায়ণাৎ। ইতি তেষাং মিথুনানাং যোগোঽস্মিন্ শরীরে ভবতীতি ষড়্গুণযোগযুক্তমিত্যর্থঃ ইতি শব্দ এতদর্থবিবক্ষার্থঃ। নম্ন পৃথিব্যাদীনাং বৃত্তয়ো ধারণাদয়স্ত্রয়ঃ পঞ্চকা উক্তাঃ তে কিং সর্ব্বে পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরুপযুজ্যন্তে আহোস্বিৎ কতিপয়ে ইতি সংশয়ে নির্ণয়মাহ ইষ্টানিষ্টানীতি। ধারণাদিষু ইষ্টানিষ্টানি প্রবৃত্তিহেতুভূতানি দশবিধা দশবিধানি ভবন্তি। ভূতবৃত্তানাং ধারণাদীনাং পঞ্চানাং ইষ্টানিষ্টস্বাভাবেন প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যজনকত্বাৎ শব্দাদীন্যেব দশ ইষ্টানিষ্টানি ভবন্তীতি ভাব। ইষ্টানিষ্টত্বে দ্বারমুক্তম্। শব্দেতি শব্দপ্রণিধানং শব্দপ্রয়োগজনকত্বং সংজ্ঞাপ্রণিধানং প্রত্যয়জনকত্বং ব্যবহ্রিয়মাণাঃ প্রতীয়মানাস্ত দশৈব শব্দাদয় ইষ্টানিষ্টত্বেন প্রবৃত্তিনিবৃত্তিজনকা ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র প্রশ্নস্যাপ্যুপলক্ষণম্। সমাধানস্তু তত্র ভবিষ্যতি॥ ২॥

গুঙ্গরী ও দেশাখ্যা ইহারা বসন্তরাগের ভার্য্যা। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটী ও রসসিংহা এই সকল রাগিণী পঞ্চমরাগ হইতে বহির্গত জানিবে। ত্রিগুণা, স্তম্ভতীর্থা, আভীরী, ককুভা, বিরাড়ী ও সাকেরী এই ছয় রাগিণী ভৈরবরাগের অন্তর্গত। বঙ্গালা, মধুরা, কামদা, চোকমাদিকা, কম্বুগ্রীবা ও দেবালা এইছয় রাগিণী মেঘনাদ রাগের ভার্য্যা। নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামদা ও কল্যাণী এইছয় রাগিণী নদনবায়ণ রাগ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ঐ শরীরে এই সকল রাগ ও রাগিণার যোগ আছে, এই নিমিত্তই শরীর ষড়্গুণ-যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর শরীরে পৃথিবীপ্রভৃতি পঞ্চভূতের ধারণাদি পঞ্চবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, ইহারা সকলেই কি পুরুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, কিম্বা কতিপয় বৃত্তিই পুরুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ? এই সংশয় নির্ণয়ে বক্তব্য এই যে, ধারণাদি বৃত্তির মধ্যে প্রবৃত্তির হেতুভূত ইষ্টানিষ্ট দশবিধ বৃত্তি আছে, যদি ধারণাদি পঞ্চ ভূতবৃত্তির ইষ্টানিষ্টস্বভাব না থাকিত, তাহা-

সপ্তধাতুকমিতি কস্মাৎ শুক্লো রক্তঃ কৃষ্ণো ধূম্রঃ পীতঃ কপিলঃ পাণ্ডুর ইতি। যথা দেবদত্তস্য দ্রব্যাদি-বিষয়া জায়ন্তে। পরস্পরং সৌম্যগুণত্বাৎ ষড়্‌বিধো রসঃ রসাচ্ছোণিতং শোণিতান্মাংসং মাংসান্মেদো মেদসঃ স্নায়বঃ স্নায়ুভ্যোঽস্থীনি অস্থিভ্যো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রং

শুক্ল ইত্যাদ্যাব্যবহার্য্যদ্রব্যাণাং প্রকারভেদকথনং নত্বেত এব সপ্ত ধাতবঃ তেষামগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ শুক্লপাণ্ডুরয়োঃ কৃষ্ণধূম্রয়োঃ পীতকপিলয়োশ্চাবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ নীলঞ্চ কৃষ্ণেঽন্তর্ভাব্যম্ চিত্রঞ্চ সর্ব্ববর্ণেষু যথালাভম্। দেবদত্তস্য পুংসো দ্রব্যাণি সপ্তপ্রকারাণি বিষয়াঃ ভোগ্যানি জায়ন্তে সম্পদ্যন্তে। তেষাং পরস্পরম্ অন্যোঽন্যং সৌম্যগুণত্বাৎ অনুকূলগুণত্বাৎ যথা ওদনাদীনাং ব্যঞ্জনাদয়োঽনুকূলাঃ তেষাং পরিণামে ষড়্‌-বিধো রসঃ বর্ণতঃ শুক্লাদিরূপঃ স্বাদনো মধুরাদিরূপো ভবতি। চিত্র-রূপস্য চ ষট্‌স্বেবান্তর্ভাবাৎ। শোণিতাদীন্ সপ্ত ধাতূনাহ রসাদিতি রসঃ ধাতুমূলং ন স্বয়ং ধাতুঃ তাদর্থ্যাত্তু কৈশ্চিৎ ধাতুত্বেনোক্তঃ রসধাতুবাদিনাস্তু ভেদঃ স্নায়োরৈক্যং দ্রষ্টব্যম্। মজ্জ ইতি মজ্জন্ শব্দস্য পঞ্চ-

---

হইলে ঐ বৃত্তিসকল প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির জনক হইতে পারিত না; সুতরাং ঐ পঞ্চবৃত্তিই ইষ্ট ও অনিষ্ট ভেদে দশবিধ হয়॥ ২॥

প্রথমে শরীর সপ্তধাতুক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এইক্ষণ শরীর কিরূপে সপ্তধাতু সমন্বিত হইল? তাহা বলিতেছেন।—শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, ধূম্র, পীত, কপিল ও পাণ্ডুর এই সপ্তবিধ দ্রব্যই পুরুষ উপভোগ করে, ইহাদিগের পরস্পর অনুকূল গুণহেতু মধুরাদিরসরূপে পরিণত হয়। যেমন ব্যঞ্জন অন্নাদির অনুকূল, সেইরূপ গুণসকলও পরস্পর অনুকূল জানিবে। ইহারা ভক্ষিত হইলেই শরীর মধ্যে রস উৎপন্ন হয়। এই রসই সপ্তধাতুর মূল, বাস্তবিক রসধাতু নহে। উক্ত রস হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়, শোণিত হইতে মাংস জন্মে, মাংস হইতে মেদের উৎপত্তি হয়, মেদ হইতে স্নায়ু, স্নায়ু হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে। এইরূপে শুক্রশোণি-

শুক্রশোণিতসংযোগাদাবর্ত্ততে গর্ভো হৃদি ব্যবস্থাং নয়তি হৃদয়েঽন্তরাগ্নিঃ অগ্নিস্থানে পিত্তং পিত্তস্থানে বায়ুঃ বায়ুতো হৃদয়ং প্রাজাপত্যাৎ ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥

ম্যেকবচনে অনো লোপঃ। স্তোশ্চ ভিশ্চ আবর্ত্ততে ইতি। শুক্র শোণিত-সংযোগমারভ্য বর্ত্ততে অস্তিত্বং ভজতে ইত্যর্থঃ। ধাতূনাং স্থানমাহ হৃদি ব্যবস্থানীতি। ইত্যেতান্যুক্তানি ধাতুরূপাণি হৃদি ব্যবস্থা যেষাং তানি হৃদি ব্যবস্থানি সপ্তম্যা অলুক্ অতএব ধাতুষু ন্যাসো হৃদয় উক্ত. ধাতুস্ প্রাণেষু হৃৎস্থলে ইতি। পুনর্হৃদয়ে কানি ইত্যত আহ হৃদয়ে ইতি। হৃদয়ে অন্তরাগ্নির্ব্বর্ত্ততে অন্তরশ্চাসাবগ্নিশ্চ অগ্নিঃ ওজঃ তদুক্তং প্রপঞ্চসারে। শুক্রং পরিণতং হি স্যাদোজো নামাষ্টমী দশা ইতি. অগ্নিস্থানে পিত্তমিতি। অগ্নিঃ ওজঃ স এব স্থানম্ আধারঃ তত্র পিত্তম্ অগ্নৌ তেজোরূপে প্রবর্ত্তকং পিত্তমিত্যর্থঃ। পিত্তস্থো বায়ুঃ বাতঃ বায়ুং বিনা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। হৃদয়ান্তরোজঃপিত্তবাতা বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। এতৎ কফস্যাপ্যুপলক্ষণং দোষাণাং বাতপিত্তকফানাং সমানদেশত্বস্যৌচিত্যাৎ। ততঃ কিম্ ইত্যাহ বায়ুত ইতি। বায়ুতো হৃদয়ং লিঙ্গং।

তের সংযোগে গর্ভের আবির্ভাব হয়। এই সকল ধাতুই হৃদয়ে ব্যবস্থিত আছে; অতএব "হৃদয়ে ধাতুন্যাস" এই কথা উক্ত হইয়াছে। হৃদয়ে আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—হৃদয়ে অন্তরাগ্নি বিদ্যমান আছে। এই অগ্নিই আধারস্বরূপ, এই আধারে পিত্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ অগ্নিতে পিত্তই তেজোরূপে প্রবর্ত্তক হয়। এই পিত্তেতে বায়ু অবস্থান করে, যেহেতু বায়ু ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইক্ষণ এই প্রতীতি হইতেছে যে, হৃদয়ের মধ্যে পিত্ত ও বায়ু উভয়ই বিদ্যমান আছে। ইহাদ্বারা হৃদয়ে কফেরও বিদ্যমানতা জানিতে হইবে, যেহেতু বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সমান স্থান উক্ত আছে। প্রাজাপত্যক্রম হইতেই এইরূপ প্রবর্ত্তন হয়। প্রাজাপত্যক্রম এই,—প্রজাপতি আপনাকে দ্বিধা পাতিত করেন, তাহাতেই পতি ও পত্নী হয়। যেমন

ঋতুকালে সম্প্রয়োগাদেক রাত্রোষিতং কললং ভবতি সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্‌বুদং অর্দ্ধমাসাভ্যন্তরে পিণ্ডং মাসা·

প্রাজাপত্যাৎ ক্রমাৎ প্রবর্ত্ততে প্রাজাপত্যঃ ক্রমো যথা স আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ পতিশ্চ পত্নী চ ভবতীতি প্রজাপতির্যথা একঃ সন্ দ্বিধাভূতঃ তথা পিতুর্হৃদয়োপলক্ষিতং লিঙ্গমপি দ্বিধা ভবতি বায়্বাঘাতেন দীপাদিব প্রদীপ কুসুমাদিব গন্ধ ইতি। ন সমূলোৎক্রম আশঙ্কনীয়ঃ তেন শরীরং বাতপিত্তকফাত্মকমুচ্যতে যথা প্রাজাপত্যঃ ক্রমঃ ধূমাদিমার্গঃ অগ্নে সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ ইত্যাদিনা প্রজাপতিব্রতোক্তো দ্রষ্টব্যঃ। স চ আরোহাবরোহক্রমঃ তদ্য ইত্থং বিদুঃ ইত্যাদিনা ছান্দোগ্যে উক্তঃ। গীতায়াঞ্চ "ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।" ইতি প্রাজাপত্যাৎ ক্রমাৎ পঞ্চম্যাহুতৌ ঋতুকালে প্রয়োগাদিত্যন্বয়ঃ। এতেন ত্রিমলং কস্মাৎ ইতি প্রশ্ন উত্তরিতঃ কফাদীনাং শ্লেষ্মাদিমলরূপত্বাৎ॥ ৩॥

ঋতুকালে যোষিদ্ধাতুপোষকং পুংবীজং ভবতি তেন পুংসঃ সম্প্রযোগে স্ত্রিয়াস্তেজোবিশেষো দৃশ্যতে। কললম্ ঈষদ্‌ঘনং বুদ্‌বুদং বর্ত্তুলম্। যাস্কেন তু অন্যথোক্তম্ তদ্‌যথা-একরাত্রোষিতং কলিলং ভবতি পঞ্চরাত্রাদ্-

---

প্রজাপতি এক হইয়াও দ্বিধা বিভক্ত হয়েন, সেইরূপ পিতার হৃদয়োপলক্ষিত লিঙ্গও দ্বিধাভূত হয়। বায়ুর আঘাতে যেমন দীপ হইতে দীপান্তর এবং কুসুম হইতে গন্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে সেই প্রদীপ ও কুসুমের মূলোচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ প্রজাপতি দ্বিধাভূত হয়েন বটে, তাহাতে তিনি স্বয়ং ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়েন না। অথবা ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত ধূমাদিক্রমানুসারে উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শরীরকে বাত, পিত্ত ও কফাত্মক মলত্রয়সমন্বিত বলা যায়। ইহাতে কিরূপে শরীর মলত্রয়ময় হইল? এই প্রশ্নের উত্তর হইল। যেহেতু কফাদিরাই শ্লেষ্মাদি মল স্বরূপ॥ ৩॥

ঋতুকালে স্ত্রীপুরুষপ্রয়োগ, অর্থাৎ ঋতুকালে পুংবীজ স্ত্রীবীজের পোক হয়, এই নিমিত্তই পুরুষ সহযোগে স্ত্রীর তেজের আধিক্য দেখা যায়।

ভ্যন্তরে কঠিনং মাসদ্বয়েন শিরঃ মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ চতুর্থে গুল্ফজঠরকটিপ্রদেশাঃ পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশঃ ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষিশ্রোত্রাণি সপ্তমে জীবেন সংযুক্তঃ অষ্টমে সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ। পিতূরেতোঽতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতূরে-

---

বুদ্‌বুদঃ সপ্তরাত্রাৎ পেশী দ্বিসপ্তরাত্রাদর্ব্বুদঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রাৎ স্বস্থিতো যুক্তো ভবতি মাসমাত্রাৎ কঠিনো ভবতি দ্বিমাসাভ্যন্তরে শিরঃ সম্পদ্যতে মাসত্রয়েণ গ্রীবাব্যাদেশঃ মাসচতুষ্টয়েন ত্বগ্‌ব্যাদেশঃ পঞ্চমে মাসি নখ-রোমব্যাদেশঃ ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষি শ্রোত্রঞ্চ ভবতি সপ্তমে চলনসমর্থো ভবতি অষ্টমে বুদ্ধ্যাধ্যবস্যতি নবমে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতি। জীবেন জীবলিঙ্গেন চলনাদিনা। পিতুরিতি অনেন দ্বিযোনি কস্মাৎ? ইতি পরিহৃতম্। ব্যাকুলিতমনসঃ অঙ্কাদিবিক্ষিপ্তচিত্তান্নিষেকঃ? অন্যোঽন্যস্য

স্ত্রী বীজ পুংবীজের সহিত মিশ্রিত হইয়া একরাত্রি গত হইলে সেই বীজ কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হয়। অনন্তর সপ্ত রাত্রি বিগত হইলে উহা বর্ত্তুলাকার হইয়া উঠে। পরে অর্দ্ধমাসে ঐ বর্ত্তুল পিণ্ড কার হয় এবং একমাসে ঐ পিণ্ড কঠিন হয়। তৎপর মাসদ্বয় অতীত হইলে উহা হইতে শির জন্মে ও মাসত্রয়ে পাদ-দেশ উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মাস গত হইলে গুল্ফ, উদর ও কটিদেশ জন্মে এবং পঞ্চমমাসে পৃষ্ঠ, ষষ্ঠমাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ উৎপন্ন হইয়া সপ্তমমাসে এই দেহেতে জীবের সঞ্চার হয়। অনন্তর অষ্টমমাসে ঐ দেহ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। অন্যমতে অন্য প্রকার কথিত আছে, যথা;—(পিতা মাতার বীর্য্য একরাত্রিতে ঘনীভূত হইয়া পঞ্চরাত্রে উহা বর্ত্তুলাকার হয় এবং সপ্তরাত্রে পেশী, চতুর্দ্দশরাত্রে অর্ব্বুদ জন্মে। অনন্তর পঞ্চবিংশতিরাত্রে উহা অস্থিযুক্ত হয়, একমাসে ঐ শরীর কঠিন হইয়া থাকে, দুইমাসে শির জন্মে, তিনমাসে গ্রীবাদেশ উৎপন্ন হয়, চারিমাসে চর্ম্ম জন্মে, পঞ্চমমাসে নখ ও লোম উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠমাসে মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ জন্মিয়া থাকে। সপ্তমমাসে বুদ্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে, নবমমাসে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, দশমমাসে জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে। তখনই গমনাদি জীবচিহ্ন সমুদায় প্রকাশ পায়।

তোঽতিরেকাৎ স্ত্রী উভয়োর্ব্বীজতুল্যত্বান্নপুংসকং ব্যাকুলিতমনসোঽন্ধাঃ খঞ্জাঃ কুব্জা বামনা ভবন্তি। অন্যোঽন্যবায়ুপরিপীড়িতশুক্রদ্বৈধ্যাদ্দ্বিধা তনুঃস্যাদ্‌যুগ্মাঃ প্রজায়ন্তে। পঞ্চাত্মকঃ সমর্থঃ পঞ্চাত্মিকা চেতসা বুদ্ধির্গন্ধরসাদিজ্ঞানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং চিন্তয়তীতি তদেকাক্ষরং জ্ঞাত্বাষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ শরীরে তস্যৈব দেহিনঃ ॥ ৪ ॥

স্ত্রীপুংসস্য বায়ুনা পরিপীড়িতং যৎ শুক্রং তস্য দ্বৈবিধ্যাৎ তনুঃ শুক্রস্বরূপং দ্বিধা স্যাৎ ততো যুগ্মাঃ প্রজায়ন্তে। পঞ্চাত্মকঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ পিণ্ডঃ সমর্থঃ চিন্তনাদৌ পঞ্চাত্মিকা শব্দাদিবিষয়া চেতসা অন্তঃকরণেন গন্ধরসাদিজ্ঞানা বুদ্ধির্ভবতি সা ক্ষরম্ অনিত্যম্ অক্ষরং নিত্যং মোক্ষঞ্চ চিন্তয়তি তদেকাক্ষরং ব্রহ্ম প্রণবং চিন্তয়তি জ্ঞাত্বা প্রকৃতয়োঽষ্টৌ বিকারাঃ ষোড়শ জায়ন্তে ইতি শেষঃ। তদুক্তম্ "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ

স্ত্রী পুরুষ সহযোগে পুরুষের বীর্য্য অধিক হইলে পুরুষ, স্ত্রীবীর্য্যের আধিক্যে স্ত্রী এবং উভয় বীর্য্যের তুল্যতায় নপুংসক সন্তান জন্মে। এইরূপে স্ত্রী পুরুষের বীর্য্য ব্যবস্থায় সেই সেই গর্ভে পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসকের জন্ম হয়। পিতা মাতার শুক্র শোণিতের বৈকল্য বশতই সন্তান উন্মাদ, অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ ও বামন হইয়া থাকে। নিষেকানন্তর কদাচিৎ স্ত্রী পুরুষের বীর্য্য বায়ু কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়, তাহাতেই গর্ভে যুগ্ম সন্তান জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতাত্মক পিণ্ডই দেহাকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বকার্য্য সমর্থ হয়। এই দেহপিণ্ডে বুদ্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চই বুদ্ধির বিষয়, অন্তঃকরণ দ্বারা উক্ত শব্দাদি পঞ্চের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। এই অনিত্যা বুদ্ধিই নিত্য মোক্ষচিন্তা করে ও একাক্ষর প্রণবরূপীব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকে, ইহাতেই অষ্টপ্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকার হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে

অথ মাত্রাশিত-পীতনাড়ীসূত্রগতেন প্রাণ আপ্যায়তে। অথ নবমে মাসি সর্ব্বলক্ষণজ্ঞানসম্পূর্ণা ভবতি পূর্ব্বজাতিং স্মরতি শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি ॥ ৫ ॥

প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥” ইতি ॥ ৪ ॥

তত্র মুখ্যব্যাপারাভাবেন শিশুঃ কথং বর্দ্ধতে? ইত্যত আহ অথেতি মাত্রা জনন্যা অশিতপীত ইত্যবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ অশিতপীতেন ইত্যর্থঃ বালকস্তু রতিসময়ে পুরুষাসনবন্মাতুঃ সম্মুখো বর্দ্ধতে পিতৃপ্রতিশরীরত্বাৎ তথাচ যা অস্য নাভিসম্বদ্ধা নাড়ী মাতুর্হৃদয়েন সম্বধ্যতে সৈব সূত্রং তদ্‌গতেন অন্নরসেন তস্য প্রাণ আপ্যাযতে অতএব জাতমাত্রস্য শিরসি কর্ণদ্বয়মধ্যদেশে মাতৃহৃদযাস্থিচিহ্নলেখা দৃশ্যতে সা মাতুঃ সম্মুখত্বং ব্যনক্তি। সর্ব্বেতি সর্ব্বৈর্লক্ষণজ্ঞানৈঃ মনুষ্যত্বাদিজাতিব্যঞ্জকৈঃ অবয়বৈঃ অথ চ সর্ব্বেষাং লক্ষণেন জ্ঞানকরণানামিন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানেন দর্শনশ্রবণাদিনা সমাকীর্ণঃ ভবতি সম্পদ্যতে পূর্ব্বজাতীঃ প্রাক্তনজন্মানি বিন্দতি লভতে জানীতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যে, মূল প্রকৃতির বিকৃতি নাই। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারাদি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতিময়। ষোড়শ বিকার প্রকৃতি নহে এবং পুরুষ সর্ব্বদাই অবিকৃত ॥ ৪ ॥

মাতা যাহা কিছু পান ও ভোজন করেন, তাহাতেই তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণধারণ হয় এবং তাহাতেই তাহার শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। বালকের নাভিসংলগ্ন নাড়ী মাতার হৃদয়ে সম্বদ্ধ আছে, সেই নাড়ীদ্বারা মাতার ভক্ষিত অন্নরস গমন করিয়া বালকের শরীরে প্রবেশ করে। বালক যাবৎ গর্ভমধ্যে বাস করে, তাবৎ মাতার সম্মুখভাবে থাকে, এই নিমিত্তই বালকের জন্মমাত্র তাহার মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ের মধ্যদেশে মাতার হৃদয়াস্থির চিহ্ন দেখা যায়।) অনন্তর নবমমাসে সেই গর্ভস্থ বালক মনুষ্যজাতি ব্যঞ্জক সর্ব্বপ্রকার অবয়ব এবং জ্ঞান, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মনুষ্যলক্ষণ সম্পন্ন হয় এবং দর্শন শ্রবণাদি শক্তি জন্মে। এইরূপ

পূর্ব্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ। যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ। অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্। অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে নারায়ণম্। অশুভ-

---

তস্যাভিলাষমাহ আহারা ইতি। বিবিধাঃ শ্বশূকরাদিভোগ্যা অপি এতেন শরীরং কস্মাৎ? ইতি প্রশ্নস্য শীর্য্যতীতি ব্যুৎপত্ত্যা উত্তরং দত্তম্। পীতাশ্চেতি নানাযোনিষু জাতত্বাৎ। জন্ম জন্মেতি জন্মনঃ প্রাদুর্ভাবঃ একজন্মানন্তরং দ্বিতীয়ং জন্ম। পরিজনস্য পুত্রকলত্রাদেঃ। একাকীতি

অবস্থা হইলেই সেই বালক জন্মলাভ করে এবং এই সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে থাকে। ৫॥

গর্ভস্থ বালক জন্মের পূর্ব্বে এইরূপ স্মরণ করিতে থাকে যে, আমি ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছি এবং নানাপ্রকার স্তন পান করিয়াছি। এমন কি শূকর কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শূকর কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বস্তুও ভোজন করিয়াছি। আমি পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মরিয়াছি। আমি পরিজন পালনের নিমিত্ত যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, এইক্ষণ একাকী সেই সকল কর্ম্মফলে দগ্ধ হইতেছি। পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ ফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে, আমি এইক্ষণ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাহইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদ মহেশ্বরের সেবা করিব। আর যদি এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি,

ক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যসে। অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তিপ্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬ ॥

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি ॥ ৭ ॥

কর্ত্তুরেব পাপসম্বন্ধো নার্জ্জিতদ্রব্যভোক্তুরিত্যত্রার্থঃ। ইদং লিঙ্গম্। অভ্যসেৎ অভ্যসেয়ম্ দুঃখেন জন্মমরণানি ন স্মরতীত্যগ্রতনেন সম্বন্ধঃ ॥৬॥

অস্মরণে হেত্বন্তরমাহ জাতমাত্রেতি বায়ুনা মায়ারূপেণ তদুক্তম্—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ইতি বিন্দতি জানাতি ॥ ৭ ॥

তাহাহইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদ নারায়ণের শরণাপন্ন হইব, যদি এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাহইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাংখ্যযোগঅ ভ্যাস করিব। যদি একবার মাত্র এই গর্ভ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহাহইলে মোক্ষফলপ্রদ, সনাতন ব্রহ্মধ্যান করিব। এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে থাকে। ৬।

অনন্তর সেই গর্ভস্থ বালক যোনিদ্বারে সমাগত হইয়া যন্ত্রণায় পরিপীড়িত হয় এবং মহাদুঃখে জন্মগ্রহণ করে। জন্মমাত্রই সেই বালককে বৈষ্ণবী মায়া আক্রমণ করে, তখন আর তাহার জন্ম, মরণ ও শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই স্মরণ থাকে না। বিষ্ণুমায়ায় সকলই বিস্মৃত হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার এই মায়া দেবীকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যাহারা আমাকে জানিতে পরিয়াছে, তাহারাই সেই মায়াব আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ৭।

শরীরমিতি কস্মাৎ অগ্নয়ো হ্যত্র শ্রিয়ন্তে জ্ঞানাগ্নির্দর্শনাগ্নিঃ কোষ্ঠাগ্নিরিতি তত্র কোষ্ঠাগ্নির্নামাশিতপীত-লেহ্য-চোষ্যং পচতি। দর্শনাগ্নী রূপাণাং দর্শনং করোতি। জ্ঞানাগ্নিঃ শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি। ত্রীণি স্থানানি ভবন্তি মুখে আহবনীয় উদরে গার্হপত্যো হৃদি দক্ষিণাগ্নিঃ

শ্রিয়ন্তে ইতি শ্রয়ন্তে ইতি বক্তব্যে ইয়ট। জ্ঞানাগ্নিঃ শরীরাগ্নিঃ ভোক্তা শুভাশুভস্য দর্শনাগ্নিঃ প্রমাতা কোষ্ঠাগ্নিঃ। "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তং পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।" ইত্যুক্তঃ অন্ত্যাদিক্রমেণ ত্রয়াণাং লক্ষণমাহ তত্রেতি অশিতেতি। অনেন চতুর্ব্বিধাহারময়ং কথমিতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তম্ ভবতি স চ গার্হপত্যো ভূত্বা নাভ্যাং তিষ্ঠতি। দর্শনাগ্নিরিতি স চতুরস্র আহবনীয়ো ভূত্বা মুখে তিষ্ঠতি। জ্ঞানাগ্নিরিতি স চার্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দ্দক্ষিণাগ্নির্ভূত্বা হৃদয়ে তিষ্ঠতি। বিন্দতি লভতে ভোক্তেত্যর্থঃ। অত্রাগ্নিত্রয়ে সতি শরীরে যজ্ঞদৃষ্ট্যোপাসনমাহ ত্রীণীতি। আহবনীয়ঃ দর্শনাগ্নিঃ গার্হপত্যঃ কোষ্ঠাগ্নিঃ দক্ষিণাগ্নিঃ জ্ঞানাগ্নিঃ অগ্নিত্রয়ং স্থানত্রয়ে স্মৃত্বা আহবনীয়াদিবুদ্ধিঃ কার্য্যা।

তৎপরে জ্ঞানাগ্নি, দর্শনাগ্নি ও কোষ্ঠাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি পূর্ব্বোক্ত শরীরকে আশ্রয় করে, তাহাদিগের মধ্যে কোষ্ঠাগ্নি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে, আমি বৈশ্বানররূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রণাপান বায়ু সহযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি। দর্শনাগ্নি রূপাদিগ্রহণ করে, এবং জ্ঞানাগ্নি শুভাশুভ কর্ম্ম জানিয়া থাকে। এই ত্রিবিধ অগ্নির ত্রিবিধ-স্থান আছে। দর্শনাগ্নি আহবনীয় নামে মুখে, কোষ্ঠাগ্নি গার্হপত্যাগ্নি-রূপে উদরে এবং জ্ঞানাগ্নি দক্ষিণাগ্নিরূপে হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে। মুখ, উদর ও হৃদয় এই স্থানত্রয়ই উক্ত ত্রিবিধ অগ্নির স্থান জানিবে। আত্মাই অধিপতি, অতএব তিনি যজমান, মন ব্রহ্মা, লোভাদিরা পশু, যেহেতু

আত্মা যজমানো মনো ব্রহ্মা লোভাদয়ঃ পশবো ধৃতি-র্দীক্ষা সন্তোষশ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি যজ্ঞপাত্রাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হবীংষি শিরঃ কপালং কেশা দর্ভাঃ মুখমন্তর্ব্বেদিঃ ॥ ৮ ॥

চতুষ্কপালং শিরঃ ষোড়শ পার্শ্বদন্তপটলানি সপ্তোত্তরং

আত্মা যজমানঃ অধিপতিত্বাৎ মনো ব্রহ্মা সোম্যত্বাৎ লোভাদয়ঃ পশবঃ বধ্যত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হবীংষি জ্ঞানাগ্নৌ হোমার্হত্বাৎ শিরঃ কপালং তৎ-সাম্যাৎ কেশা দর্ভাঃ বিক্ষিপ্তত্বাৎ মুখমন্তর্ব্বেদিঃ মুখ্যস্থলত্বাৎ ॥ ৮ ॥

ইদানীং শরীরে অবয়ববিভাগমাহ চতুরিতি। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন "দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা" ইতি। অষ্টাকপালং শির ইতি তু যাস্কঃ ষোড়শেতি। ষোড়শপার্শ্বানি ষোড়শদন্তাঃ ষোড়শাষ্টদন্ত-স্থলানি ষোড়শপটলানি পার্শ্বস্থলানি এবং দ্বিতীয়ভাগে চতুঃষষ্টিদন্তাঃ স্থলৈঃ সহ তদুক্তম্। "স্থলৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ" ইতি। পার্শ্ব কাঃ স্থলকৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বাদেশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ ইতি সপ্তেতি। তদুক্তম্ সপ্তো-ত্তরং মর্ম্মশতমিতি। সাশীতিকমিতি। তদুক্তং দ্বে চ সন্ধিশতে তথেতি। অবান্তরভেদ ন্যূনাধিক্যস্মৃতাবুক্তম্। সনবকমিত্যাদি। নবসংখ্যাঃ পবি-

---

তাহাদিগকে বধ করিতে হয়, ধৃতি এবং সন্তোষ ইহারা দীক্ষা, চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় যজ্ঞপাত্র, হস্তপাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় হবিঃ, যেহেতু জ্ঞানা-গ্নিতে ইহাদিগকেই আহুতিরূপে প্রদান করিতে হয়। শির কপাল, কেশ দর্ভ, মুখ অন্তর্ব্বেদি। আত্মা এই সকল উপকরণদ্বারা হোম করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ শরীরের অবয়ব বিভাগ দেখাইতেছেন।—মস্তকে চারি কপাল আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শিরে দুই শঙ্খ এবং চারি কপাল এবং যাস্কমতে শিরের অষ্টকপাল জানিবে। আর এই শরীরে ষোড়শ পার্শ্ব, ষোড়শ দন্তস্থল এবং ষোড়শপটল আছে এবং একশত সপ্ত মর্ম্মস্থল, একশত ও অশীতি সন্ধি, নয়শত স্নায়ু, সপ্তশত শিরা, পঞ্চশত মজ্জা, অর্থাৎ পেশী, তিনশতষষ্টি অস্থি, সাড়ে চারিকোটি স্থূললোম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শরীর

মর্ম্মশতং সাশীতিকং সন্ধিশতং সনবকং স্নায়ুশতং সপ্ত শিরাশতানি পঞ্চ মজ্জাশতানি অস্থীনি চ হ বৈ ত্রীণি

মাণমস্থেতি নবকং নবকত্বেন সহ বর্ত্ততে সনবকং সধীরং সানুকূলমিতি-বদ্ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ নবস্নায়ুশতানি ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্ শিরঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ ইতি। পঞ্চ মজ্জাশতানীতি মজ্জা পেশী তদুক্তম্ পঞ্চ পেশীশতানি চ ইতি। অস্থীনি চেতি তদুক্তম্ তথাস্থ্নাঞ্চ সহ ষষ্ট্যা শতত্রয়ম্ ইতি। অর্দ্ধচতস্র ইতি চতস্রঃ কোট্যঃ একা চার্দ্ধকোটীত্যর্থঃ। ইদন্তু স্থূলকেশাভিপ্রায়েণ সূক্ষ্মাভিপ্রায়েণ তু যাজ্ঞবল্ক্যোক্তম্ বোদ্ধব্যম্। যথা "রোম্নাং কোট্যস্তু পঞ্চাশচ্চতস্রশ্চ তথাপরাঃ। সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষ্যাঃ সার্দ্ধাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ। বায়বীর্বৈর্ব্বিগণ্যন্তে বিভক্তাঃ পরমাণুভিঃ।" ইতি। হৃদয়শব্দেন রসঃ জিহ্বাশব্দেন চ জলমুচ্যতে তদুক্তম্ "রসস্য নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো দশ।" ইতি পিত্তপ্রস্থমিতি। পিত্তস্য প্রস্থং সপাদ-মানীদ্বয়ং মানী তু তুরুষ্কাণাং সেরঃ। তদুক্তম্ পঞ্চ পিত্তমিতি। অঞ্জলয় ইতি বর্ত্ততে। কফস্যাঢ়কমিতি। চতুঃপ্রস্থং তথাঢ়কম্ ইতি। শুক্র-কুড়বম্ ইতি। শুক্রস্য দ্বে প্রস্থতী ইত্যর্থঃ। যাজ্ঞবল্ক্যেন তু "শ্লেষ্মৌ-জসোস্তাবদেব রেতসস্তাবদেব তু" ইতি কফশুক্রয়োঃ সমপরিমাণত্ব-

---

মধ্যে পঞ্চাশৎ কোটি সূক্ষ্মলোম এবং চারিকোটি সাড়েসাতষট্টিলক্ষ স্থূল লোম আছে। আর শরীরে আটপল রস, দ্বাদশপল জল, একপ্রস্থ পিত্ত, অর্থাৎ সপাদ মানীদ্বয় পিত্ত আছে। তুরুস্কদেশীয়েরা মানীশব্দে সের বলিয়া থাকে। এক আঢ়ক, অর্থাৎ চারিপ্রস্থ কফ, শুক্র এক কুড়ব, অর্থাৎ দুই প্রস্থতি, যাজ্ঞবল্ক্য কফ ও শুক্রের সমপরিমাণ বলেন এবং এই শরীরে দুইপ্রস্থ মেদ আছে। মূত্র ও পুরীষের কোন পরিমাণ নাই আহারের পরি মাণানুসারে মূত্র পুরীষের পরিমাণ হইয়া থাকে। যজ্ঞবল্ক্য বলেন, শরীরে সপ্তপ্রস্থ বিষ্ঠা এবং চারিপ্রস্থ মূত্র আছে। বাস্তবিক আহারের আধিক্যে মলমূত্রের আধিক্য এবং আহারের ন্যূনতায় মলমূত্রের ন্যূনতা হয়। পিপ্প-লাদ ঋষি এইরূপ মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। এইক্ষণ প্রসঙ্গত

শতানি ষষ্টিঃ সার্দ্ধচতস্রো রোমাণি কোট্যো হৃদয়ং পলান্যষ্টৌ দ্বাদশপলা জিহ্বা পিত্তপ্রস্থং কফস্যাঢ়কং শুক্রকুড়বং মেদঃপ্রস্থৌ দ্বাবনিয়তং মূত্রপুরীষমাহারপরি-

---

মুক্তম্। মেদঃপ্রস্থৌ দ্বাবিতি যাজ্ঞবল্ক্যেন তু দ্বৌ মেদ ইত্যুক্তম্। অঞ্জলিগ্রহণং বর্ত্ততে। অনিয়তমিতি যাজ্ঞবল্ক্যেন তু নিয়ম উক্তঃ "সপ্তৈব তু পুরীষঞ্চ চত্বারো মূত্রমেব চ" ইতি। অঞ্জলয় ইতি বর্ত্ততে তত্তু প্রায়োঽভিপ্রায়েণ নিষ্কর্ষে ক্রিয়মাণে তু নাস্তি নিয়মঃ অনিয়মে হেতুঃ আহারপরিমাণাদিতি তস্মিন্নধিকে অধিকং ন্যূনে ন্যূনমিত্যর্থঃ। পিপ্পলাদেন প্রাপ্তং পৈপ্পলাদং দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা॥ অত্র প্রসঙ্গান্মাগধপরিভাষোচ্যতে পলাদিজ্ঞানার্থম্। তদ্‌যথা—ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ। অতঃ প্রযোগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া। ত্রসরেণুর্ব্বুধৈঃ প্রোক্তস্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। ত্রসরেণুস্তু পর্য্যায় নাম্না বংশী নিগদ্যতে। জালান্তরগতৈঃ সূর্য্যকরৈর্ব্বংশী বিলোক্যতে। ষড়্‌বংশীভির্মরীচিঃ স্যাত্তাভিঃ ষড়্‌ভিশ্চ রাজিকা। তিসৃভীরাজিকাভিশ্চ সর্ষপঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। যবোঽষ্টসর্ষপৈঃ প্রোক্তো গুঞ্জা স্যাত্তচ্চতুষ্টয়ম্। ষড়্‌ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধানকৌ। মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণঃ স নিগদ্যতে। টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্বয়ং কোল উচ্যতে। ক্ষুদ্রো মোরটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে। কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমানিকা। অক্ষঃ

পলাদিজ্ঞানের নিমিত্ত মগধদেশীয় পরিভাষা কথিত হইতেছে।—পরিমাণ ব্যতিরেকে দ্রব্য ব্যবহার হইতে পারে না, অতএব দ্রব্যপ্রয়োগকার্য্যার্থ পরিমাণের প্রয়োজন হয়, আমি সেই পরিমাণ বলিতেছি।—ত্রিংশৎ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয় এবং ত্রসরেণুকে বংশীনামে ব্যবহার করা যায়, গবাক্ষ জালদ্বারা ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছয়বংশীতে এক মরীচি, ছয় মরীচিতে এক রাজিকা, তিন রাজিকাতে এক সর্ষপ, অষ্ট সর্ষপে এক যব, চারিযবে এক গুঞ্জা, ছয়গুঞ্জাতে একমাষা, চারিমাষায় একশাণ, (ইহাকে ধরণ ও টঙ্ক বলিয়া থাকে) দুইশাণে এক কোল, (ইহাকে ক্ষুদ্র, মোরটক

মাণাৎ। পৈপ্পলাদং মোক্ষশাস্ত্রং পৈপ্পলাদং মোক্ষশাস্ত্র-মিতি ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদগতা গর্ভোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্। বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়-শিকা মতা। করমধ্যং হংসপদং সুবর্ণং কবলগ্রহঃ। উডুম্বরঞ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে। স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা। শুক্তি-ভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরাম্রং চতুর্থিকা। প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্তিতম্। পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতশ্চ নিগদ্যতে। প্রসৃতিভ্যা-মঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ। অষ্টমানঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কুড়বাভ্যাঞ্চ মানিকা। শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ। শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্। ভাজনং কংসপাত্রঞ্চ মানমেতচ্চ শৌনক ইতি ॥ ৯ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
গর্ভোপনিষদো চেয়ং দীপিকা ভাববোধিকা ॥

ইতি গর্ভোপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

ও দ্রক্ষণ বলে) দুইকোলে এককর্ষ, (এই কর্ষকে পাণি, মাণিকা, অক্ষ; পিচু, পাণিতল, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংস-পদ, সুবর্ণ, কবলগ্রহ ও উডুম্বর এই সকল নামে উল্লেখ করা যায়।) দুই-কর্ষে অর্দ্ধপল, শুক্তি অথবা অষ্টমিকা। দুই শুক্তিতে একপল, দুই পলেতে এক প্রসৃতি হয়। ইহাকে প্রসৃত বলা যায়, দুই প্রসৃতিতে এক অঞ্জলি, অর্দ্ধশরাবে এক কুড়ব, দুই কুড়বে এক মাণিকা, অষ্টপলে এক শরাব, দুই শরাবে একপ্রস্থ, চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক হয়। ইহাকে ভাজন ও কংস-পাত্র কহিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় গর্ভোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগ্বাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

ভ্রমসংশোধনম্ ।

ব্রহ্মোপনিষদঃ সমাপ্তৌ "ইত্যথর্ব্ববেদে" ইতি ভ্রমাদাপতিতং
"কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে" ইত্যেব সাধীয়ান্ ।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

ওঁ ॥ শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং ভগবন্তং পিপ্পলাদং পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোপনিষদোদ্দীপিকা।

ব্রহ্মোপনিষদারব্ধা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদায়িনী।
চতুঃখণ্ডা তু দশমী শমিনাং হৃদয়ঙ্গমা ॥

ইদানীং চতুরবস্থস্য চতুঃস্থানস্য যস্যাত্মনো নির্গুণধ্যানসিদ্ধয়ে স্বস্বরূপং সর্ব্বং বক্তব্যমিতি ব্রহ্মোপনিষদারভ্যতে, ওঁ শৌনক ইতি। ওম্ অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি। নাভি হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি। তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতীতি গ্রন্থো দ্বিতীয়খণ্ডাদৌ পঠিতঃ প্রথমখণ্ডাদাবপি কেচিৎ পঠন্তি স পাঠো নাতিপ্রয়োজনঃ অর্থসম্বন্ধাভাবাৎ। মহাশালঃ মহত্যঃ শালা গৃহা যস্য স তথা অঙ্গিরসং গোত্রতঃ অপত্যাপত্যম্ অবান্তরভেদোপচারাৎ, পিপ্পলাদং নামতঃ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্ ॥ ১ ॥

ইদানীং চতুরবস্থাপন্ন পরমাত্মার নির্গুণ ধ্যান সিদ্ধির নিমিত্ত স্বস্বরূপ বক্তব্য, এইজন্য ব্রহ্মোপনিষতের আরম্ভ হয়। একদা গৃহস্থপ্রবর শৌনক অঙ্গিরসগোত্রসম্ভূত ভগবান্ পিপ্পলাদঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ॥ ১ ॥

দিব্যে ব্রহ্মপুরে রম্যে সম্প্রতিষ্ঠিতাভবন্তি কথং স্বজন্তি কস্যৈষ মহিমা বভূব যো হ্যেষ মহিমা বভূব ক এষঃ ॥ ২ ॥

তস্মৈ স হোবাচ ব্রহ্ম-বিদ্যাং বরিষ্ঠাং প্রাণো হ্যেষ আত্মা আত্মনো মহিমা বভূব ॥ ৩ ॥

প্রশ্নানাহ দিব্য ইতি। দিব্যে বাগাদিদেবনিবাসার্হে ব্রহ্মোপলব্ধি-স্থানে ব্রহ্মপুরে শরীরে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি বাগাদয়ঃ কথম্ ইতি শেষঃ। কিমাধারা বাগাদয়ঃ শরীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ইতি প্রথম প্রশ্নঃ। স্বজন্তী-ত্যত্রাপি কথমিতি সম্বধ্যতে। কিং বলেন স্বস্ববিষয়েষু ব্যাপ্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ এষ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কস্যৈষ মহিমা বুদ্ধ্যাদি বিস্তারো জাত ইতি তৃতীয়ঃ। যো হি এক এষ প্রত্যক্ষো মহিমা বভূব, ক এষ কিন্তত্ত্বকঃ মহিম-তত্ত্ব প্রশ্নদ্বারা মহত এব তত্ত্বং পৃষ্টং বেদিতব্যমিতি চতুর্থঃ। ২।

উত্তরমাহ তস্মৈ ইতি। সঃ পিপ্পলাদঃ হ প্রসিদ্ধো উবাচ পরিতো বিচার্য্য বভাষে ব্রহ্ম বিদ্যাং সর্ব্বৈরপি প্রশ্নৈর্ব্রহ্মণ এব পৃষ্টত্বাৎ ব্রহ্ম-

---

ভগবন্! বাগাদিদেবতার নিবাসযোগ্য ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান স্থান-স্বরূপ এই শরীরাখ্য ব্রহ্মপুরে কিরূপে বাগাদি দেবতারা প্রতিষ্ঠিত আছেন? অর্থাৎ তাঁহারা শরীর মধ্যে কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়া-ছেন? ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাস্য এই যে, বাগাদিরা কোন বলে স্বস্ব বিষয়ে ব্যাপৃত হয়? মহাত্মন্! আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধ্যাদি বিস্তার কাহার মহিমা? ভগবন্! চতুর্থতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমরা যাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইনি কে? অর্থাৎ ইঁহার স্বরূপ কি? আমার এই প্রশ্ন সমূহের যথাবদুত্তর প্রদানে চরিতার্থ করুন্॥ ২॥

ঋষিপ্রবর পিপ্পলাদ শৌনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা কহিয়াছিলেন। শৌনক যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তৎসমু-দায়ই ব্রহ্মনির্ণয় সূচনা করিতেছে; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-

দেবানামায়ুঃ স দেবানাং নিধনমনিধনম্ ॥ ৪ ॥

দিব্যে ব্রহ্মপুরে বিরজং নিষ্কলং শুভ্রমক্ষরং যদ্‌ব্রহ্ম বিভাতি স নিয়চ্ছতি ॥ ৫ ॥

বিদ্যেয়ম্ বরিষ্ঠাম্ অতিশয়বতীং প্রাণোহেষ ইতি। কিং ভৌতিকঃ নেত্যাহ আত্মেতি। যস্মিন্ দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ যদ্বলেন চ সৃজন্তি যশ্চৈষ মহিমা যচ্চ মহিম্নস্তবং স এষ আত্মেত্যর্থঃ সামান্যেনেদং চতুর্ণামপ্যুত্তরম্, আত্মনঃ প্রাণত্বং প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ অতএব তথা প্রাণ ইতি ভগবৎ সূত্রম্। বিশেষেণ তৃতীয়স্যোত্তরমাহ আত্মন ইতি ॥ ৩ ॥

প্রথমস্য বিশেষত উত্তরমাহ দেবানামিতি দেবানাং বাগাদীনাম্ আয়ুঃ জীবিতম্ আত্মা কো হ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদ্যেষ আত্মা আনন্দো ন স্যাৎ ইতি শ্রুতেঃ। আত্মসত্তয়ৈব তেষাং সত্তালাভাৎ তদেব বিবৃণ্বন্নাহ স ইতি। নিধনং মরণম্ অনিধনং জীবনম্ ॥ ৪ ॥

স ক্বাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ দিব্যে ব্রহ্মপুরে ইতি। চতুর্থমুত্তরয়তি, বিরজ-

---

পরিজ্ঞানই শৌনকের অভিপ্রেত। এই নিমিত্তই পিপ্পলাদ সর্ব্ববিদ্যার প্রধানভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিতেছেন। বাগাদিদেবতারা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আত্মাই তাঁহাদের একমাত্র আধার। উক্ত দেবতারা আত্মার বলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই সমস্তই আত্মার মহিমা। যিনি এইজগতে এইরূপ মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন, তিনিই আত্মা। পিপ্পলাদ এইরূপে সামান্যত শৌনকের প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ প্রথম প্রশ্নের বিশেষ বলিতেছেন।—আত্মাই বাগাদিদেবতার জীবনভূত "আত্মা কোহ্যেবান্যৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেও আত্মার সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতীয়মান হইতেছে। আত্মার সত্তাতেই বাক্যাদির সত্তা প্রতীয়মান হয় এবং আত্মার অবিদ্যমানতাতেই বাক্যাদির নিধন প্রতীয়মান হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে, আত্মাই বাক্যপ্রভৃতির নিধন ও জীবনের কারণ ॥ ৪ ॥

দিব্য ব্রহ্মপুরে যে পরমাত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, ইনি বিরজ, অর্থাৎ

মধুকর-রাজানং মাক্ষীকবৎ। যথা মাক্ষীকৈকেন তন্তুনা জালং বিক্ষিপতি তেনাপকর্ষতি তথৈবৈষ প্রাণো যদা যাতি সংস্থষ্টমাকৃষ্য ॥ ৬ ॥

মিত্যাদি। যৎ ব্রহ্ম পরমাত্মা বিভাতি প্রকাশতে তৎ বিরজং নিরবদ্য তত্বং নিষ্কলং কলাবিদ্যাকার্য্যং প্রাণাদি তদ্রহিতম্। নিষেধমুখেনোক্ত্বা বিধিমুখেনাপ্যাহ শুভ্রমিতি শুভ্রম্ উজ্জ্বলং প্রকাশাত্মকম্ অক্ষরম্ আশ্রয়তে ব্যাপ্নোতি অশ্নোতের্ব্বাসরোঽক্ষরমিতি স্মৃতেঃ। কথং সৃজন্তীত্যস্য দ্বিতীয় স্তোত্তরং স ইতি। নিয়চ্ছতি নিয়মনং করোতি। নিয়মনং বৃহদা রণ্যকে অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরং যঃ পৃথিবীং যময়তি যং পৃথিবী ন বেদ এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃত ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশ-তিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫ ॥

তত্র প্রত্যেকং পৃথিব্যাদীনাং নিয়ন্তৃত্বমুক্তং অত্র তু একধা ইত্যাহ, মধুকর রাজানমিতি। মধুকরাঃ ইন্দ্রিয়াণি তেষাং রাজানং তদভিমানিনং জীবং নিয়চ্ছতি তেন সর্ব্বাণি নিয়তানি ইত্যুক্তং ভবতি। সমাসান্ত-বিধেরনিত্যত্বাদচ্ ন কৃতঃ। একস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বে দৃষ্টান্তমাহ মাক্ষীক-বদিতি। মক্ষিকাভির্জ্জীবতি মাক্ষীকঃ ঊর্ণনাভো লূতাখ্য-কীটবিশেষঃ

সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য এবং নিষ্কল, অর্থাৎ প্রাণাদিকলারহিত। ঐ আত্মা প্রকাশাত্মক, ইনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। উক্তরূপে শরীরাখ্য দিব্য ব্রহ্মপুরে যে পরব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন, ইনিই সকলকে নিয়মিত করেন, বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে যে, "যিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, অথচ পৃথিবী হইতে অতিরিক্ত, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না, সেই আত্মা সকলের অন্তর্যামী ও অমরণ ধর্ম্মী" অর্থাৎ তাঁহার মরণ নাই" ॥ ৫ ॥

বৃহদারণ্যকে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে পৃথিব্যাদির নিয়ন্তা বলিয়াছেন। এক্ষণ একদা আত্মার পৃথিব্যাদির নিয়ন্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন মক্ষিকা শরীর হইতে লালারূপ তন্তু বাহির করিয়া তৎদ্বারা স্বীয় কুলায় নির্ম্মাণ করে এবং পরক্ষণেই সেই তন্তু সকল আকর্ষণ করিয়া শরীর মধ্যে

প্রাণদেবতাস্তাঃ সর্ব্বা নাড্যঃ সুস্বপে শ্যেনাকাশবৎ যথা খং শ্যেনমাশ্রিত্য যাতি স্বমালয়মেবং সুষুপ্তঃ ॥ ৭ ॥

তদ্বৎ। তদ্বিবৃণোতি যথেতি। যথা মাক্ষীকা ছান্দসমীকারস্ত দীর্ঘত্বং, টাপ্ চ লূতা একেন তন্তুনা লালারূপেণ দ্বারেণ জালং স্বকুলায়ং বিক্ষিপতি স্বশরীরাৎ বহিঃ করোতি তেনৈব একেন তন্তুনা অপকর্ষতি তৎস্থানাদন্তর্নয়তি। বক্ষ্যতি উর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি। জাগ্রৎ স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ ইতি। লূতাস্থানীয় আত্মা তন্তুস্থানীয়ঃ প্রাণঃ জালস্থানীয়ং বাগাদি। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ তথৈবৈষ প্রাণো যদা যাতি গচ্ছতি তদা সংসৃষ্টমাকৃষ্য গচ্ছতি বাগাদি সঙ্ঘাতং গৃহীত্বৈব যাতি। যথোক্তম্ যথা সুহয়ঃ ষড়্বিংশ শঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদদিতি ॥ ৬ ॥

নমু বাগাদ্যাকর্ষণে প্রাণস্য তৈঃ কঃ সম্বন্ধঃ ইতি প্রশ্নে নাড়ীদ্বারক ইত্যুত্তরিতে নাড়ীভিঃ প্রাণস্য কঃ সম্বন্ধঃ ইতি শঙ্কা স্যাৎ তামপনেতুমাহ, প্রাণেতি। প্রাণো দেবতা যাসাং তাঃ প্রাণদেবতাঃ তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বাঃ নাড্যঃ সুষুম্নাদয়ঃ। যাতীত্যুক্তম্ তৎ কদা ইত্যপেক্ষায়ামাহ, সুস্বপে ইতি। সুতরাং স্বপনং সুস্বপঃ সুষুপ্তিঃ তত্র সুষুপ্তিকালে যাতী-

---

প্রবেশনপূর্ব্বক তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করে,সেইরূপ প্রাণ বাক্যাদি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের সহিত অবস্থান করে এবং গমন কালে সেই বাক্যাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) তন্তু সৃজন ও সংহরণ করে, সেইরূপ জীব জাগ্রদবস্থায় বাক্যাদি সৃষ্টি এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই বাক্যাদির হরণ করিয়া থাকে। ৬ ॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে উক্ত হইল যে, প্রাণ বাক্যাদিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রাণের সহিত বাক্যাদির সম্বন্ধ কি? এইরূপ প্রশ্নে যদি বলা যায় যে, নাড়ীদ্বারাই প্রাণ বাক্যাদিকে আকর্ষণ করে, তাহাতেও শঙ্কা হইতেছে যে, নাড়ীর সহিতই বা প্রাণের কি সম্বন্ধ আছে? এই আশঙ্কা নিরাসার্থ বলিতে-

ব্রূতে যথৈবৈষ দেবদত্তো যষ্ট্যাদিনা তাড্যমানো ন যতি এবমিষ্টাপূর্ত্তৈঃ শুভাশুভৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৮ ॥

তার্থঃ। এতৎ মরণ-মূর্চ্ছাদেরপ্যুপলক্ষণম্। ক যাতীতি প্রশ্নে স্বালয়ং যাতীত্যুত্তরম্ তত্র দৃষ্টান্তঃ শ্যেনাকাশবদিতি। বিবরণং যথেতি। শ্যেনো যথা খম্ আকাশমাশ্রিত্য স্বালয়ং যাতি তথা সুষুপ্তঃ স্বালয়ং ব্রহ্ম যাতি ॥৭॥

কথং জ্ঞায়তে স্বালয়ং ব্রহ্ম যাতি ন যত্র কুত্রচিৎ ইতি পৃষ্টে উত্তরমাহ ব্রূতে ইতি। উত্থিতঃ সন্ সুখমহমস্বাপ্সমিতি লোকান্ বদতি তেন আনন্দং স্বালয়ং গতঃ আনন্দাচ্চাগত ইতি জ্ঞায়তে আনন্দশ্চ ব্রহ্ম। ননু শুভাশুভেষু কর্ম্মসু সৎসু কথমানন্দানুভবঃ সুষুপ্তেঽপি স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য শুভাশুভভাবং প্রতিপাদয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ যথৈবৈষ ইতি। যথৈব এষ দেবদত্তঃ যষ্ট্যাদিনা কাষ্ঠেনাপি তাড্যমানো ন যতি ন যাতি ছান্দসো হ্রস্বঃ ন গচ্ছতি ন পলায়তে সুষুপ্তে তৎ কস্য হেতোঃ ইতরানুভবাভাসাদিত্যেব

ছেন,—প্রাণই নাড়ী সকলের দেবতা। যেমন শ্যেনপক্ষী আকাশ আশ্রয় করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করে, সেইরূপ প্রাণ সুষুম্নাদি নাড়ীদ্বারা সুষুপ্তি মরণ ও মূর্চ্ছাকালে স্বীয় আলয় ভূত ব্রহ্মকে আশ্রয় করে ॥ ৭ ॥

সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে জীব স্বাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে আশ্রয় করে, অন্য কোন স্থানে গমন করে না, ইহা কিরূপে জানা যায়? এই প্রশ্নে বলিতেছেন। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি লোকদিগকে বলিয়া থাকে যে, আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, ইহাতেই জানা যায় যে, জীব সুষুপ্তিকালে সুখময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, আনন্দময় ব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন রূপে সুখের সম্ভব নাই। যদি বল, শুভাশুভ কর্ম্মের বিদ্যমানতাবস্থায় সুষুপ্তিকালে কিরূপে আনন্দানুভব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় শুভাশুভভাবপ্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন।—যেমন কোন সুষুপ্ত ব্যক্তিকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেও সে গমন বা পলায়ন করিতে পারে না, ইহার কারণ এই যে, সেই সময়ে তাহার ইতব বিষয়ে অনু-

যথা কুমারো নিষ্কাম আনন্দমুপযাতি তথৈবৈষ দেব-
দত্তঃ স্বপ্নে আনন্দমভিযাতি ॥ ৯ ॥

তদপি কুতঃ কারণাধর্ম্মাভাবাদেব। এবমনেন নিদর্শনেন ইষ্টাপূর্ত্তৈঃ ইষ্টা
পূর্ত্তয়োঃ কর্ত্তা তৎফলৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৮ ॥

নন্থ যথা সুষুপ্তে দুঃখহেতুরধর্ম্মো নাস্তি তথা সুখহেতুর্ধর্ম্মোঽপি নাস্তি
তৎ কুত আনন্দানুভবঃ ইত্যাশঙ্ক্য যদ্যপি ধর্ম্ম হেতুক আনন্দো নাস্তি
তথাপি নিত্যানন্দো বর্ত্ততে সোঽনুভূয়তে ইত্যুত্তরিতে কিং তত্র প্রমা-
ণম্ ইতি পৃষ্টে অনুভবং প্রমাণয়তি যথেতি। নন্থ তথাপি ক্রীড়নকাদি-
নিমিত্ত আনন্দো ভবিষ্যতীত্যত আহ নিষ্কাম ইতি। তদুক্তম্ দ্বাবেব
চিন্তয়ামুক্তৌ পরমানন্দ-সম্প্লুতৌ। যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ
পরঙ্গতঃ ইতি। স্বপ্নে সুষুপ্তে ॥ ৯ ॥

ভব থাকে না, অর্থাৎ দুঃখের কারণ অধর্ম্মও থাকে না, সেইরূপ ইষ্টা-
পূর্ত্ত, অর্থাৎ যাগাদির কর্ত্তা সেই শুভাশুভ কর্ম্ম ফলে লিপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

যেমন সুষুপ্তিকালে দুঃখের কারণ অধর্ম্ম থাকে না, সেইরূপ সুখের
হেতুভূত ধর্ম্মও থাকে না; সুতরাং সুষুপ্তিসময়ে কিরূপে দুঃখ না হইয়া
কেবল সুখ হইতে পারে? এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—যদিও
ধর্ম্মের হেতু আনন্দ না থাকুক, তথাপি নিত্যানন্দ বর্ত্তমান আছে, তাহাই
অনুভূত হইতে পারে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে বলিতেছেন,
অনুভবই প্রমাণ। যেমন নিষ্কামী বালক ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দ
অনুভব করে, সেইরূপ জীব সুষুপ্তি কালে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।
বালকের কোন কামনা নাই; সুতরাং ক্রীড়নককে (খেলনা) তাহার
আনন্দের কারণ বলাযাইতে পারে না। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায়
যে, বিমুগ্ধ জড়প্রায় বালক এবং যিনি ত্রিগুণাতীত, এই উভয়ই চিন্তাবি
হীন, অথচ পরমানন্দ সম্পন্ন ॥ ৯ ॥

বেদ এব পরং জ্যোতির্জ্যোতিষ্কামো জ্যোতিরা-নন্দয়তে ॥ ১০ ॥

নন্বানন্দঃ সুখং তৎ সুষুপ্তৌ জ্ঞানাভাবেন কথং ভাসতে অত আহ বেদ এবেতি। বেত্তীতি বেদঃ জ্ঞানাত্যেবেত্যর্থঃ যতঃ পরং জ্যোতিঃ পরং সাধন-নিরপেক্ষম্ আত্মজ্যোতিঃ নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে-হবিনাশিত্বাদিতি শ্রুতেঃ। নন্বযদ্যপি বেদস্তথাপি নিষ্কামঃ কথমানন্দং পশ্যেদত আহ জ্যোতিষ্কাম ইতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ইতি শ্রুতেরাত্মনো নিত্যকামত্বাৎ জ্যোতিষ্কামঃ সন্ আত্মরূপং জ্যোতিঃ আনন্দয়তে আনন্দরূপমনুভবতি সুষুপ্তাবন্যকামাভাবে পরিশেষসিদ্ধমাত্মকা-মত্বং বিমলতঃ সকামঃ পুরুষত্বাজ্জাগ্রৎ পুরুষবৎ। ন চ পরমাত্মনি ব্যভিচারঃ পক্ষতুল্যত্বাৎ আপ্তকাম আত্মকাম ইতি শ্রুতেঃ। যথাস্তাত্মনঃ সকামত্বম্ ॥ ১০ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সুখই আনন্দ। পরন্তু সুষুপ্তিকালে জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত কিরূপে সেই আনন্দানুভব হইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নে বলিতেছেন।—আত্মজ্যোতিঃ অন্য কোন কারণের অধীন নহে, তাহা স্বয়ংই সর্ব্বদা প্রকাশিত আছে, ঐ জ্যোতিঃপ্রভাবেই জীব সুষুপ্তিকালে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, কদাচ সর্ব্বদ্রষ্টা আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব শক্তির বিলোপ হয় না। যদিও আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্বদাই তিনি সকল জানিতে পারেন, তথাপি তাঁহার নিষ্কামতা প্রযুক্ত কিরূপে তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারেন ? এই আশঙ্কায় বলি-তেছেন,—আত্মা নিষ্কাম হইলেও তিনি নিত্যকাম "আত্মার কামনার নিমিত্তই সকল প্রিয় হয়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেই আত্মার নিত্যকামত্ব প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতেছেন, ইহা জানা যায়। সুষুপ্তিকালে অন্য কামনা না থাকিলেও পরিশেষপ্রাপ্ত নিত্য আনন্দানুভব প্রতীয়মান হয় ॥ ১০ ॥

ভুয়স্তেনৈব স্বপ্নায় গচ্ছতি জলৌকাবৎ। যথা জলৌকা অগ্রমগ্রং নয়ত্যাত্মানং নয়তি পরং সন্ধয় যৎপরং নাপরং ত্যজতি স জাগ্রদভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

ইদানীং স্বপ্নাবস্থামাহ, ভূয় ইতি। তেনৈব তেন যথা সুষুপ্তিং গতঃ তেনৈব যথাবৃত্য স্বপ্নায় স্বপ্নং প্রাপ্তং গচ্ছতি। জলৌকাবদিতি। জলৌকা-তৃণস্থকীটবিশেষঃ। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি যথেতি। সা যথা অগ্রং পাদাগ্রম্ অগ্রং তৃণং পাদাগ্রদেশং নয়তি প্রাপয়তি পাদাভ্যাং গৃহ্লাতি গৃহীত্বা তত্র আত্মানং দেহং নয়তি স্বয়ং গচ্ছতি তত্রেত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা পরং সন্ধয় পরম্ অগ্রে বর্ত্তমানং তৃণাদিকং সন্ধায় অভিপ্রেত্যেত্যর্থঃ ছান্দসং ধাতো-র্হ্রস্বত্বম্। অয়মর্থঃ সা যথা উত্তরং গৃহীত্বৈব পূর্ব্বং ত্যজতি, এবময়ং স্বপ্নদেহাদ্যালম্ব্যৈব পূর্ব্বাবস্থাং সুষুপ্ত্যাদিরূপাং ত্যজতি জাগ্রদাদ্যালম্ব্যৈব স্বপ্নাদি ত্যজতি, এবং মরণে দেহান্তরমালম্ব্যৈব পূর্ব্বং দেহং ত্যজতি। তদুক্তম্, যথা তৃণ জলৌকৈবং দেহী কর্ম্মানুগো বশঃ ইতি। তথা, যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ। ইদানীং জাগ্রৎ স্থানমাহ, যৎপরমিতি। যৎ পরম্ উত্তরম্ অপরম্ পূর্ব্বং ন ত্যজতি অবস্থাত্রিত-

---

এইক্ষণ স্বপ্নাবস্থা বলিতেছেন।—যে প্রকারে আত্মা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারেই স্বপ্নাবস্থা পাইয়া থাকে। জলৌকার (জোঁক) ন্যায় আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। জলৌকা পাদাগ্রদ্বারা সম্মুখবর্ত্তী তৃণের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া আপন দেহ সেই তৃণোপরি লইয়া যায়, অর্থাৎ স্বয়ং সেই তৃণোপরি গমন করে। এইস্থলে জলৌকা যেমন সম্মুখবর্ত্তী তৃণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মা স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তি অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মরণকালেও এইরূপে দেহা-ন্তর অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রান্তর প্রমাণ জানা যায় যে, আত্মা কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া তৃণজলৌকার ন্যায় পরিভ্রমণ করি-তেছে। শ্রুতিতেও এইরূপ তৃণ জলৌকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত আছে। যে অবস্থাতে পূর্ব্ব কিম্বা অপর ভাব পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যে অবস্থাতে

যথৈবৈষ কপালাষ্টকং সন্নয়তি তমেব স্তন ইব লম্বতে বেদ-দেবযোনিঃ ॥ ১২ ॥

থানুগতং যত্র পশ্যতি, স জাগ্রদভিধীয়তে। জাগতি হি স্বপ্ন সুষুপ্তয়োর-প্যনুসন্ধানং ভবতি। যদ্বা যং যচ্চ পরং ধর্ম্মম্ অপরম্ অধর্ম্মং ন ত্যজতি শুভাশুভাধিকারী ভবতি স জাগ্রৎ। স্বপ্নে তু কৃতং শুভাশুভং ন ফলতি ॥ ১১ ॥

নন্বেকস্যানেকাবস্থাশ্রয়ত্বং কথম্ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ যথৈবৈশ ইতি। এষঃ দেবদত্তাদিঃ যথা অষ্টৌ কপালানি সন্নয়তি সমকালং বহতি তথা একোঽপ্যাত্মা অনেকাবস্থা বহতীত্যর্থঃ। ননু সঙ্কোচ-বিকাশাত্মক-মবস্থাত্রয়ং কথমেকরূপে আত্মনি ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাধয়তি তমেবেতি। তমেব আত্মানম্ আবির্ভাব-তিরোভাব-স্বভাবমপ্যবস্থাত্রয়ং লম্বতে শ্রয়তি স্তন ইব সঙ্কোচ-বিকাশাত্মকঃ একরূপাং স্ত্রিয়ম্ স জাগ্রদেব দেব-দেব-যোনিঃ বেদযোনিঃ দেবযোনিশ্চ ॥ ১২ ॥ 66619

অবস্থাত্রিতয়ানুগত ভাব দর্শন করিতে পারে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলা যায়। জাগ্রৎ কালেই স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুমান হয়। পক্ষান্তরে যে অবস্থাতে ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম ত্যাগ করে না, অর্থাৎ আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত শুভাশুভের অধিকারী হয়, তাহাই জাগ্রদস্থা। স্বপ্নকালে স্বকৃত শুভাশুভের ফলভোগ হয় না ॥ ১১ ॥

এক আত্মা কিরূপে অবস্থাত্রয় আশ্রয় করে? এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতেছেন।—যেমন দেবদত্তাদি এককালে অষ্টকপাল বহন করিয়া থাকে, সেইরূপ এক আত্মা অবস্থাত্রয়প্রাপ্ত হইতে পারে। পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, একরূপ আত্মাতে কিরূপে সঙ্কোচ ও বিকাশ স্বভাবাত্মক অবস্থাত্রয় ঘটিতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসার্থ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন। যেমন সঙ্কোচ বিকাশাত্মক স্তন একরূপা স্ত্রীকে আশ্রয় করে, সেইরূপ আত্মা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্বভাবরূপ অবস্থাত্রয় আশ্রয় করিতে পারে, অতএব জানা যাইতেছে যে, শুভাশুভ সকলই দেবাধীন ॥ ১২ ॥

যত্র জাগ্রতি শুভাশুভং নিরুক্তম্ অস্য দেবস্য সম্প্র-সারোঽন্তর্যামী খগঃ কর্কটকঃ পুষ্করঃ পুরুষঃ প্রাণো হিংসা পরাপরং ব্রহ্মাত্মা দেবতা বেদয়তি ॥ ১৩ ॥

কথং জ্ঞায়তে জাগ্রদেব বেদদেবযোনিঃ ন স্বপ্নাদিবিতি তত্রাহ যত্রেতি যত্র জাগ্রতি পদস্থানে অস্য দেবস্য শুভাশুভং নিরুক্তং নিতরামুক্তং শুভা-শুভফলঞ্চ বেদদেবাধীনং তেন তে জাগ্রদুৎপন্না ইতি ভাবঃ। নিতরামুক্ত-মিত্যুক্তত্বাৎ স্বপ্নেঽপি কিয়ানপি ফলসম্বন্ধো ভবতীতি লক্ষ্যতে অতএব স্বপ্ননিমিত্তরেতস্খলনাদৌ প্রায়শ্চিত্তস্মরণং শাস্ত্রে। স দেবঃ সম্প্রসারঃ সম্যক্ প্রসারোঽস্মাৎ লোকস্যেতি। অন্তর্যামী অন্তস্থিতো নিয়চ্ছতি বাগাদীন্। অয়ং সংযচ্ছতীত্যস্য উপসংহারঃ। খগো দেশান্তরস্থ বস্তুগ্রাহি ত্বাৎ কর্কটঃ জলচরপ্রাণিভেদঃ স এব কামিতয়া বক্রগতিমত্বাৎ কর্কটকঃ পুষ্করঃ পুষ্টিকরঃ যদ্বা পুষ্করঃ গগনং তদ্বৎ স্বচ্ছঃ পুরুষঃ পুরি দেহে বসতি প্রাণঃ প্রাণকর্ত্তা তেন প্রাণ ইত্যুচ্যতে হিংসা হিংসকো হিংস্রঃ পরাপরং পরং কারণম্ অপরং কার্য্যং সগুণ-নির্গুণ ভেদেন বা স এব ব্রহ্ম। তর্হি কিং দেহিনো ভিন্নং নেত্যাহ আত্মেতি। আত্মা প্রত্যক্ তেন ব্রহ্মাত্মনোর-

---

জাগ্রৎকালেই পুরুষের শুভাশুভ হইয়া থাকে, স্বপ্নকালেও কোন ফল সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্তই শাস্ত্রে নিদ্রাকালে রেতস্খলন নিমিত্ত প্রায়-শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। সেই পুরুষ হইতেই এই লোকের আবির্ভাব হয়, ইনি অন্তর্য্যামী, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া বাক্য প্রভৃতি নিয়-মিত করিতেছেন। এই পুরুষ পক্ষিতুল্য, যেহেতু ইহার দেশান্তর হইতে বস্তু গ্রহণের সামর্থ্য আছে, আর ইহার বক্রগতিপ্রযুক্ত এই পুরুষ কর্কটনামক জলচর জন্তু সদৃশ। এই পুরুষই দেহাদির পুষ্টিসাধন করেন এবং ইনিই প্রাণের কর্ত্তা, এই নিমিত্ত ইহাঁকে প্রাণও বলা যায়। এই পুরুষই হিংসক, ইনি দেহাদি পুরীতে শয়ান আছেন বলিয়াই ইহাকে পুরুষ বলা যায়, এই পুরুষই পরাপর, অর্থাৎ সগুণনির্গুণভেদে কার্য্যকারণরূপ ব্রহ্ম এবং ইনি আত্মা, অতএব ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জানা যাইতেছে।

স এবং বেদ স পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি স পরং ব্রহ্মধাম ক্ষেত্রজ্ঞমুপৈতি ॥ ১৪ ॥

অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি নাভি হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি ॥ ১৫ ॥

ভেদ ইত্যর্থঃ। সা দেবতা বেদয়তি সর্ব্বচেতনত্বাৎ নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

ফলমাহ য এবমিতি ধামং সর্ব্বাধারং প্রকাশাত্মকং বা ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষিণম্ উপৈতি স্বাত্মতয়া প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

পুরুষস্য উক্তলক্ষণস্য স্থানানি তত্র ধ্যানে সতি শীঘ্রমভিব্যক্তেঃ। নাভি মণিপুরচক্রং হৃদয়ম্ অনাহতং কণ্ঠং কণ্ঠঃ বিশুদ্ধিচক্রং মূর্দ্ধা আজ্ঞাচক্রম্। আধারাদ্যনেকধ্যানস্থানসত্ত্বেঽপি প্রাশস্ত্যার্থং চতুর্ণাং গ্রহণম্ যদুক্তম্—"আধারে প্রথমে চক্রে দ্রুতকাঞ্চন-সন্নিভে। নাসাগ্রদৃষ্টিরাত্মানং ধ্যাত্বা যোগী সুখী ভবেৎ ॥ স্বাধিষ্ঠানে শুভে চক্রে সন্মাণিক্যশিখোপমে। নাসাগ্রদৃষ্টিরাত্মানং ধ্যাত্বা যোগী সুখীভবেৎ ॥" ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সেই আত্মারূপ দেবতাই সকল জানেন, তিনি ভিন্ন সর্ব্ববেত্তা আর নাই ॥ ১৩ ॥

যিনি উক্ত প্রকারে সর্ব্বাধার ও স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বসাক্ষীভূত ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

আত্মপুরুষের চারিটী অবস্থানের স্থান আছে, যথা।—নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা। এই সকলস্থানে পরমাত্মাকে ধ্যান করিলে শীঘ্র ফললাভ হয়। নাভিতে মণিপূরচক্র, হৃদয়ে অনাহতচক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্র এবং মূর্দ্ধাতে আজ্ঞাচক্র আছে। এই সকল চক্রই পরমাত্মার ধ্যানের আস্পদ, আধারাদি অনেক চক্র সত্ত্বেও উক্ত চারি স্থানই প্রশস্ত। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, যোগী নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক গলিত কাঞ্চনসন্নিভ আধারাখ্য প্রথম চক্রে আত্মাকে ধ্যান করিলে সুখী হইতে পারে এইরূপে স্বাধিষ্ঠান-চক্রে আত্মাকে ধ্যান করিলে তাহার সুখলাভ করিতে পারে ॥ ১৫ ॥

তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি ॥ ১৬ ॥

জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি। জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমক্ষরম্ স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎপরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥ ১৭ ॥

স্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্ব্বর্জ্জিতম্ ন

ননু কিমেতাসন্ত্যা স্থানানি নির্দ্দেশ্যন্তে নাধারাদীনি ইত্যত আহ তত্রেতি। তত্র তেষু স্থানেষু বিভাতি বিশেষেণ ভাতি, অল্পধ্যানেন প্রকাশতে ॥ ১৬ ॥

কে পাদাঃ ইত্যত আহ জাগরিতমিতি। এষাং পাদত্বং পর্য্যায়-ব্যাপৃতত্বাৎ আরোপিতত্বেনানুত্তমাঙ্গত্বাৎ প্রবৃত্তেস্তদধীনত্বাচ্চ। সঃ চতুরবস্থঃ আত্মা আদিত্যাদিঃ সেশ্বরশ্চেতি স ঈশ্বরশ্চ। জাগ্রৎ ইতি ব্রহ্মণো বিশেষণং দেদীপ্যমানমিত্যর্থঃ। তেষাং জাগ্রদাদীনাম্ ॥ ১৭ ॥

তস্য স্বরূপমাহ স্বয়মিতি। জ্যোতির্ব্বর্জ্জিতং কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি-রহিত-

---

পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়া যে, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই চারিস্থানই ব্রহ্মধ্যানের আস্পদ। ইহাতে আধারাদি ব্রহ্মস্থান নহে, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। ইহার মীমাংসা এই যে, নাভি প্রভৃতি স্থানচতুষ্টয়ই প্রশস্ত-স্থান, এই সকল স্থানে অল্পধ্যানেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন; সুতরাং উক্ত স্থানচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিলেন ॥ ১৬ ॥

জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়, ইহারাই ব্রহ্মের চারিপাদ। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত চতুরবস্থাপন্ন ব্রহ্মই আদিত্য, বিষ্ণু, ঈশ্বর, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব এবং তিনিই ব্রহ্মা। এই জাগ্রদাদি অবস্থার মধ্যেই পরব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

পরব্রহ্ম মনোবিহীন, তাঁহার কর্ণ নাই, হস্ত নাই এবং পাদনাই, তিনি

তত্র লোকা ন লোকাঃ দেবা ন দেবাঃ বেদা ন বেদাঃ যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ মাতা মাতা পিতা ন পিতা স্নুষা ন স্নুষা চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ পৌল্কসো ন পৌল্কসঃ শ্রমণো ন শ্রমণঃ পশবো ন পশবঃ তাপসো ন তাপসঃ ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি ॥ ১৮ ॥

হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানমাকাশং তৎ শুষিরমাকাশং তদ্বৈদ্যং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম্ ॥ ১৯ ॥

মপি জ্যোতীরূপমেব। স্নুষা পুত্রবধূঃ শূদ্রাদব্রাহ্মণ্যাং জাতশ্চাণ্ডালঃ। পৌল্কস ইতি নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাতঃ পুক্কসঃ ভিল্লঃ স এব পৌল্কসঃ। শ্রমণ ইতি সোঽপি নীচজাতিভেদঃ "শ্রমণো জাতিভেদে চ শ্রমণো নিন্দ্যজীবিনি"। ইতি বিশ্বঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ক ভাতি কিংরূপঞ্চ ব্রহ্ম ইত্যত আহ হৃদীতি। বিজ্ঞানং চিদ্রূপম্ আকাশং স্বচ্ছং তৎ ব্রহ্ম। উভয়োরাকাশয়োরবিশেষমাশঙ্ক্য ক্রমেণ দ্বয়োর্লক্ষণে আহ তৎ শুষিরমিতি। মন্ত্রেঽপ্যুক্ত—"হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।" ইতি ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রিয়াদিরহিত, অথচ স্বপ্রকাশস্বরূপ তাঁহার নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাও দেবতা নহে, বেদও বেদ নহে, যজ্ঞও যজ্ঞ নহে, মাতাও মাতা নহে, পিতাও পিতা নহে, পুত্রবধূও পুত্রবধূ নহে, চণ্ডালও চণ্ডাল নহে, ব্যাধও ব্যাধ নহে, অন্ত্যজাতিও অন্ত্যজাতি নহে, পশুও পশু নহে এবং তপস্বীও তপস্বী নহে, সকলই পরব্রহ্মের নিকট সমান। কেহই ব্রহ্মসমীপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল ব্রহ্মই সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

হৃদয়াকাশেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, তিনি চিন্ময় আকাশবৎ স্বচ্ছ। হৃদয়াকাশে ও বাহ্যাকাশের কোন প্রভেদ নাই; সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্য-

থং বিভোঃ প্রজাঃ সংবিজ্ঞায়েরন্ ॥ ২০ ॥

ন তত্র দেবা লোকা ঋষয়ঃ পিতর ঈশতে প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্ববিদিতি ॥ ২১ ॥

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ যন্মহৎ ॥ ২২ ॥

এতজ্‌জ্ঞানস্য ফলং সর্ব্বজ্ঞতামাহ ত্বং বিভোরিতি। বিভোঃ প্রজাঃ সম্যক্ জ্ঞায়েরন্ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ। যচ্ছান্দোগ্যে স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীযতে ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ফলান্তরমাহ ন তত্রেতি তত্র জ্ঞানিনি দেবা ঋষয়ঃ পিতরশ্চ ন ঈশতে ঋণত্রযাতীতো ভবতীত্যর্থঃ। প্রতিবুদ্ধো যঃ সঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বমাত্মত্বেন বুদ্ধবান্। ন হ্যাত্মন এব ভয়ং ভবতীতি হেতোঃ ॥ ২১ ॥

বিদিতবেদিতব্যস্য সন্ন্যাসং বিবক্ষুর্ব্বাহ্যদেবপূজাদিত্যাগঃ সাহসমিত্যাশঙ্ক্যাত্মবেব সর্ব্বমস্তীতি প্রতিপাদযতি মন্ত্রঃ হৃদিস্থা ইতি। দেবতাঃ

মান আছেন এবং এই জগৎ সেই ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্ত্রার্থেও জানা যাইতেছে যে, সেই জগদাশ্রয় ব্রহ্মকে হৃদয়ে জানিবে ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞতাই ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল। সেই ঈশ্বরকে জানিতে পারিলেই তাঁহার প্রজা সকল পরিজ্ঞাত হয়; সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানেই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ জানা যায়। "স যদি পিতৃলোককামোভবতি" ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও ব্রহ্মবিজ্ঞানের সর্ব্বজ্ঞত্ব ফল উক্ত আছে ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলান্তর কহিতেছেন।—যে ব্যক্তির ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়াছে, তিনি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে তাহার সর্ব্বজ্ঞতালাভ হয়; সুতরাং তাহার আর ঋণত্রয়ের ভয় থাকে না ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে কিরূপে সন্ন্যাসযোগ হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—ব্রহ্মজ্ঞানের পর বাহ্য দেবাদিতে অনুরাগ থাকে না। তখন আমিই সর্ব্বময়

হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারশ্চ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ প্রাণঃ মুখ্যপ্রাণঃ জ্যোতিঃ বিষয়প্রকাশঃ। শুদ্ধং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমূলভূতমব্যক্তমপি হৃদ্যেবাস্তীত্যাহ ত্রিবৃদিতি। সত্বরজস্তমসাং পরস্পরসঙ্করেণ নবগুণমব্যক্তং ত্রিবৃৎ সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গং বাহ্যং নবতন্তুকঞ্চ সূত্রং প্রকৃতিশ্চ তন্তবঃ মহৎ অব্যাকৃতং নিষ্পন্নমুপবীতম্ ॥ ২২ ॥

হৃদি প্রাণশ্চেতি মন্ত্রস্থং হৃদীতি পদং ব্যাচষ্টে হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতীতি ॥ ২৩ ॥

স্থূলোপবীতস্য বাচকং পরিধানমন্ত্রমাহ যজ্ঞেতি। যৎ হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি যজ্ঞোপবীতং তৎ প্রতিমুঞ্চেতি যোজ্যম্। যস্মাদেবং হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি যজ্ঞোপবীতং তস্মাৎ হৃদয়স্যোপরি বহির্ব্বিধাবমাণং ত্রৈবর্ণিকৈরিদং যজ্ঞোপবীতং যজ্ঞোপবীতস্থানত্বাৎ ত্রিবৃৎ কায়মাদিসূত্রবত্বং বীর্য্য-

---

এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবগণ বাগাদি দেবগণ ইহারা সকলেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ বোধ হয় এবং সর্ব্ববিষয়ই তাহার হৃদয়ে প্রকাশ পায়, আর সর্ব্বভূতের মূলকারণ ব্রহ্মকেও হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের পরস্পর সাঙ্কর্য্যবশতঃ অব্যক্ত, সর্ব্বকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, নবতন্তুকসূত্র, অর্থাৎ উপবীত ও ব্রহ্মস্বরূপ। উহার তন্তু সকল প্রকৃতি এবং ঐ যজ্ঞোপবীতই মহৎ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত "হৃদি প্রাণ" এই মন্ত্রস্থ "হৃদি" এই পদের অর্থে জানা যায়, যে, চৈতন্যস্বরূপে প্রাণ বিদ্যমান আছে ॥ ২৩ ॥

স্থূল যজ্ঞোপবীতের পরিধান মন্ত্র কহিতেছেন।—হৃদি চৈতন্যে যে যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান আছে, তাহাই পরিধান কর। যেহেতু হৃদি চৈতন্যে যজ্ঞোপবীত বর্ত্তমান আছে; অতএবই হৃদয়ের উপরি বাহ্য উপবীত ধারণ

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্‌বুধঃ। যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতিধারয়েৎ। সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্‌। তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ। তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

বস্তু, কর্ম্মকারণম্‌ অস্তু ভূয়াৎ তেজঃ ব্রহ্মবর্চ্চসাদি উভয়ং ভূয়াদিতি পুরোধে। যজ্ঞস্য বিষ্ণোঃ পরমাত্মানং উপ সামীপ্যেন বীতং বিবিধভাগং তং জীব-স্বরূপং পরম্‌ উৎকৃষ্টং পবিত্রং সর্ব্বপবিত্রভূতং প্রজাপতেঃ প্রজায়াঃ পালয়িতুঃ যৎ সিদ্ধং সর্ব্বব্যবহারকারণং সহজং স্বভাবভূতম্‌ অথবা দেহেন্দ্রিয়া-দিভিঃ সহোৎপন্নং পুরস্তাৎ পূর্ব্বম্‌ আয়ুষ্যং আয়ুষ্করম্‌ অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং প্রতিমুঞ্চ সর্ব্বতোঽবিদ্যাবিমোক্ষণং কুরু শুভ্রম্‌ উজ্জ্বলং কৃত্বা দিবিমুক্তমিত্যর্থঃ প্রতি-মুঞ্চ পরিধেহি শিষ্যবলপ্রদং তেজঃ তেজঃপ্রদঞ্চ অস্তু তব ইতি মন্ত্রার্থঃ। অয়ং মন্ত্রোঽপি হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কর্ম্মাঙ্গভূততদুপবীতত্যাগেন সন্ন্যাসযোগমাহ সশিখমিতি। বহিঃ-সূত্রং বাহ্যোপবীতং বুধঃ বিপ্রঃ তস্যৈবাধিকারাৎ। সূচনাদিতি সূচ্যতে

করিবে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই এইরূপ যজ্ঞোপবীতধারণ করিবে। এই যজ্ঞোপবীতের প্রভাবে বল ও তেজ হউক। যজ্ঞ, অর্থাৎ বিষ্ণুর সমীপে বর্ত্তমান থাকে এবং জীবস্বরূপ পরম উৎকৃষ্ট, এই যজ্ঞোপবীত সক-লের পবিত্রভূত। আর ইহা প্রজাপতির সহজ ধর্ম্ম স্বরূপ। অথবা ইহা দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সমুৎপন্ন এবং ইহা আয়ুষ্কর। এই শ্রেষ্ঠ উপবীত ধারণদ্বারা সর্ব্ব অবিদ্যার বিমোক্ষণ হয়। এই যজ্ঞোপবীত শুদ্ধ এবং তেজঃপ্রদ হউক ॥ ২৪ ॥

এইক্ষণ সন্ন্যাসধর্ম্ম কহিতেছেন।—ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং কর্ম্মাঙ্গভূত যজ্ঞোপবীতও পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথমে সমস্ত কেশ বপন করিয়া ব্রাহ্মণ বাহ্য সূত্র পরিত্যাগ করিবে এবং অক্ষর-পরব্রহ্মস্বরূপ সূত্র ধারণ করিবে। যজ্ঞোপবীত ব্রহ্ম সূচনা করে, এই নিমিত্তই ইহাকে সূত্র বলা যায়, আর সেই পরম পদের

তৎ সূত্রং ধারয়েদ্‌যোগী যোগবিত্তত্ত্বদর্শিবান্। বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ। ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্‌যঃ স চেতনঃ। ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ। সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্। তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ। জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ। জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্। অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা। স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বানিতরে কেশধারিণঃ॥ ২৫॥

বেদান্তৈর্নিরূপ্যতে তৎ সূত্রম্ নোচ্ছিষ্ট ইতি এতন্মূলনাম দোষেণ মস্করীতি স্মৃতিঃ। ২৫॥

নাম প্রকৃত সূত্র। যিনি সেই পরম সূত্র জানিয়াছেন, তিনিই বেদ পারগ ব্রাহ্মণ। যেমন সাধারণ সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মসূত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত আছে। যে যোগী সেই ব্রহ্মসূত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বযোগীর প্রধান এবং তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। বিদ্বান ব্যক্তি যোগতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বাহ্যসূত্র পরিত্যাগ করিবে। সচেতন সাধক ব্যক্তি ব্রহ্ম ভাবময় সূত্র ধারণ করিবেন। এই সূত্র ধারণ করিলে উচ্ছিষ্ঠ ও অশুচিতার নিবৃত্তি হয়। যে জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতীরা অন্তর্গত ব্রহ্ম সূত্র ধারণ করেন, তাঁহারাই ইহলোকে সূত্রের মাহাত্ম্য জানেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃত পযজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়। যাহারা জ্ঞানশিখী, জ্ঞান নিষ্ঠ এবং জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতধারী তাহাদিগের পবিত্র পরমজ্ঞান লাভ হয়, যাহারা জ্ঞানময় শিখা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অগ্নিশিখা পরাভব পায়। উক্ত জ্ঞানরূপশিখাযুক্তেরাই প্রকৃত শিখী, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিরা কেশধারী মাত্র॥ ২৫॥

কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সন্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥ ২৬॥
শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ২৭॥
ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎপরায়ণম্।
স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতি স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥২৮॥

ধ্যানাভ্যাসং বিধাতুং বীতরাগাণাং কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ সরাগাণামেব তদিত্যাহ কর্ম্মণীতি। যে ব্রাহ্মণাদয়ঃ ত্রয়ঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতাঃ তে সরাগাঃ তৈরেব বহিঃসূত্রং সম্যক্ ধার্য্যং ন নিবৃত্তৈঃ। হি যস্মাৎ তৎ কর্ম্মাঙ্গং স্মৃতম্ অঙ্গিনিবৃত্তৌ অঙ্গস্যাপ্রয়োজনত্বাৎ। ২৬॥

নিবৃত্তস্য শিখাসূত্রাদিত্যাগে প্রত্যবায়াভাবং বক্তুং তয়োরূপকমাহ শিখেতি। ব্রহ্মবিদঃ বেদবিদঃ॥ ২৭॥

বাহ্যোপবীতিভ্যো জ্ঞানোপবীতিনো বিশেষমাহ ইদমিতি। ইদং

যাঁহারা সংসারানুরাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই ধ্যানাভ্যাস বিধান উক্ত হইয়াছে, কারণ সংসারবিরাগীদিগের কর্ম্মে অধিকার নাই। এই নিমিত্ত যে সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বৈদিক ক্রিয়াতে অধিকারী তাহারা অবশ্য বাহ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। যেহেতু যজ্ঞসূত্রই বৈদিক ক্রিয়ার অঙ্গ, যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে বৈদিক ক্রিয়া করিতে পারে না। অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে সেই ক্রিয়া অসিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যাহাদিগের ক্রিয়াধিকার নাই, তাহাদিগের বাহ্য যজ্ঞোপবীত ধারণ নিষ্প্রয়োজন॥ ২৬॥

যাহারা সংসারনিবৃত্ত তাহারা শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিলেও প্রত্যবায় নাই। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যাহাদিগের জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময়উপবীত আছে, তাহারাই সর্ব্ব ব্রাহ্মণ্যের আশ্রয়। অতএব জানা যায় যে সংসারবিরাগী, নিবৃত্তকর্ম্মা জ্ঞানিদিগের শিখাধারণ ও উপবীত গ্রহণের প্রয়োজন নাই। ২৭॥

বাহ্যোপবীতধারী অপেক্ষা জ্ঞানোপবীতধারীর বিশেষ বলিতেছেন।— জ্ঞানযজ্ঞোপবীত বাহ্য উপবীত অপেক্ষা পবিত্র। ইহাই যজ্ঞ, বিষ্ণু এবং

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্ত রাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ২৯ ॥

একো মনীষী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং সততং বহুধা

জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞোপবীতং যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ আত্মা তস্য উপবীতং বেষ্টকং তদাকারমিতি যাবং তৎ পবিত্রং বাহ্যাপেক্ষয়া তচ্চ যৎ পরায়ণং যস্য পরময়নং সঃ বিদ্বান্ স যজ্ঞঃ স বিষ্ণুঃ ॥ ২৮ ॥

যল্লাভেন বিবিধবন্ধো নিবৃত্তঃ যৎপ্রসাদাদ্দিব্যং চক্ষুরাপ্তম্ মৃত্যুমুখ্যাচ্চ নিষ্ক্রান্তিঃ তং শ্রেষ্ঠতমং মন্ত্রাভ্যাং স্তৌতি এক ইতি। একস্য সতো নানাভূতেষু স্থিতিরলৌকিকো ধর্ম্মঃ। ন চ সত্ত্বাদেরনভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বব্যাপী একস্য সতঃ সর্ব্বব্যাপ্তিরিত্যদ্ভুতম্ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একস্য সতঃ সর্ব্বভূতান্তরত্বে দৃষ্টান্তো নাস্তি কর্ম্মাধ্যক্ষঃ তৎফলদাতা সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বাবস্থাস্বাশ্রয়ত্বাব্যভিচারাৎ সাক্ষী সাক্ষাদীক্ষতে নত্বিন্দ্রিয়াদিব্যবধানেন চেতা ইতি চিতেরণিচ্চেতয়িতেত্যর্থঃ। অথবা পৃথিব্যাদিসঞ্চয়নকর্ত্তা কেবলঃ সজাতীয়ভেদশূন্যঃ নির্গুণঃ অদ্বিতীয়ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

একো মনীষী অসাধারণঃ পণ্ডিতঃ অনেন জ্ঞানশক্তিরুক্তা। নিষ্ক্রি-

আত্মাস্বরূপ। এই উপবীতই যাহার প্রধান আশ্রয়, তাঁহাকে প্রকৃত উপবীতি বলা যায় এবং তিনিই বিদ্বান ও যজ্ঞবিৎ ॥ ২৮ ॥

যাঁহাকে লাভ করিলে সর্ব্বপ্রকার ভববন্ধন নিবৃত্ত হয়, যাহার প্রসাদে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মৃত্যুমুখ হইতে নিষ্ক্রান্তি হইয়া থাকে, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়দ্বারা সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে স্তব করিতেছেন।—এক দেবই সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতেয় অন্তরাত্মা। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী, অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল দর্শন করিতেছেন, তিনি সকলকে চেতনা দিয়া থাকেন, অথবা পৃথিব্যাদি চয়ন করেন। তিনি নির্গুণ ও অদ্বিতীয়; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতীয়মান হয় ॥ ২৯ ॥

এক পরমাত্মাই মনীষাশালী, অর্থাৎ অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায়

যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৩০ ॥

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ৩১ ॥

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু

য়াণাং বহূনাং মধ্যে একঃ ক্রিয়াবান্ নির্দ্ধারণস্য স্বজাতীয়াপেক্ষত্বাৎ। অনেন ক্রিয়াশক্তিরুক্তা। একম্ আত্মানং সততং যো বহুধা করোতি মায়িত্বাৎ আত্মস্থং বুদ্ধিস্থং ধীরাঃ ধীমন্তঃ শাশ্বতী শান্তিঃ মোক্ষঃ ন ইতরেষাম্ উক্তসাধনরহিতানাম্ ॥ ৩০ ॥

আত্মানং বুদ্ধিং নিগূঢ়বৎ জলুকানিক্ষিপ্তেন তুল্যং স্থিতং দেবং পশ্যেৎ সাক্ষাৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩১ ॥

আত্মা ঈশঃ আত্মনি বুদ্ধৌ সত্যেন বাঙ্‌নিয়মেন তপসা শরীরনিয়মেন ॥ ৩২ ॥

জ্ঞানশক্তি আর কাহারও নাই। বহু বহু নিষ্ক্রিয়দিগের মধ্যে তিনি ক্রিয়াবান, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। তিনি সর্ব্বদা এক আত্মাকে বহুরূপ করিতেছেন। যে সকল ধীর ব্যক্তিরা উক্তরূপ পরব্রহ্মকে আত্মস্থ রূপে দর্শন করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা শান্তিলাভ করেন, অর্থাৎ মোক্ষ পাইয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন কাহারও মোক্ষলাভ হয় না ॥ ৩০ ॥

বুদ্ধিকে অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন অভ্যাস করিবে, তাহাহইলেই নিগূঢ়ভাবে আত্মদর্শন করিতে পারে, অর্থাৎ যজ্ঞাদিস্থলে অগ্ন্যুৎপাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে হয়। ইহাদিগের অধোবর্ত্তী কাষ্ঠকে অরণি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি কহে। যেমন অরণি ও উত্তরারণি মথন করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা প্রণবের ধ্যানাভ্যাস করিলেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

যেমন তিল মধ্যে তৈল, দধিতে ঘৃত, স্রোতঃ সমূহে জল এবং অরণী

চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৩২ ॥

ঊর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি।
জাগ্রৎস্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
পদ্মকোষপ্রতীকাশং শুষিরঞ্চাপ্যধোমুখম্।
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ॥ ৩৪ ॥

জাগ্রৎ জীবঃ যথা স্বপ্নদশাং গচ্ছতি তথা পুনঃ স্বপ্নাদাগচ্ছতি জাগ্রদ্দশাং গচ্ছতি ॥ ৩৩ ।

হৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ হৃদয়লক্ষণমাহ পদ্মেতি। মুখে শুষিঃ বিলম্ অস্যাস্তি তৎ অধোমুখং কদলীকোষবৎ হৃদয়ং মাংসময়ং পদ্মং তজ্জ্ঞেয়ং তদেব বিশ্বস্যায়তনং সর্ব্বস্য স্থানম্। নন্বু কথং সূক্ষ্মে বিশ্বং ভাতীত্যত আহ মহদিতি। নন্বু বিরোধঃ অতএব কেচিৎ শূন্যং তত্ত্বং প্রতিপন্নাঃ অপরে জ্ঞানস্যৈবান্তরত্বাৎ সাকারং জ্ঞানম্ অনির্ব্বচনীয়ং বিশ্বমিত্যাচার্য্যঃ বট-বীজন্যায়মপরে বস্তুতত্ত্বস্ত্বেকো দেব এবং জ্ঞাতুমর্হতীতি অনুভবস্তু হৃদ্যেব

(অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠতে) অগ্নি বিদ্যমান আছে, সেইরূপ বুদ্ধিতে পরমা-ত্মার অবস্থান জানিবে। পণ্ডিতগণ শারীর নিয়ম ও বাক্যনিয়মরূপ তপস্যাদ্বারা এই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ।

যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়্সা) তন্তু সকল সৃজন ও গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় যাতায়াত করে। জীব একবার জাগ্রদবস্থা পায় এবং পুনর্ব্বার স্বপ্নদশা পাইয়া থাকে। ৩৩ ।

হৃদয়ে পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে, এই নিমিত্ত হৃদয়লক্ষণ কথিত হই-তেছে। পদ্মকোষের ন্যায় মুখে ছিদ্রবিশিষ্ট যে মাংসময় পদ্ম আছে, তাহা-কেই হৃদয় বলিয়া জানিবে। ঐ হৃদয় এইরূপ মহৎ যে উহা বিশ্বের আশ্রয়ভূত। হৃদয় বিষয়ে নানাপ্রকার মত আছে, বাস্তবিক এক দেবই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। সকলেরই হৃদয় আছে, ইহাই আমাদি-গের অনুভব। যেমন চক্ষুরাদিদ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূ অন্তঃ

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থস্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥
নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।
সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্ ॥ ৩৬ ॥

বস্তুমাত্রস্যাস্তি বহিঃস্থমপ্যন্তরেব ভাতি অন্তঃ শূন্যানাং ন কিঞ্চিদ্ভাতি। অতোঽনুভবাদগৃহীতয়া শ্রুত্যা হৃদয়স্য মহত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৩৪ ॥

অবস্থাবিশেষে পুংসঃ স্থানভেদমাহ নেত্রস্থমিতি। হৃদয়স্থমিতি পুরীততিস্থিতং তুরীয়মিতি। যদুক্তম্—"মনসা সহ বাগীশা ভিত্ত্বা ব্রহ্মার্গলং ক্ষণাৎ। পরামৃতমহাম্ভোধৌ বিশ্রান্তিং তত্র কারয়েৎ।" ইতি ॥ ৩৫ ॥

তদ্ধ্যানমেব সন্ধ্যেত্যাহ যদেতি। নিরোদকা নির্গতমাসমন্তাদুদকং যস্যাঃ সা তথা সন্ধিনী একত্ববোধিকা ॥ ৩৬ ॥

করণেও এই বাহ্যপদার্থ সকল প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণশূন্যের কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব অনুভবদ্বারাই হৃদয়ের মহত্ত্ব জানা যায় ॥ ৩৪ ॥

অবস্থাবিশেষে পুরুষের স্থানভেদ কথিত হইতেছে।—আত্মা নেত্রস্থ হইলেই তাহাকে জাগ্রদবস্থ, কণ্ঠস্থ হইলে তাহাকে স্বপ্নাবস্থ এবং হৃদয়স্থ হইলে তাহাকে সুষুপ্তাবস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। পরন্তু যখন আত্মা মস্তকস্থিত হয়, তখন সেই অবস্থাকে তৃতীয়াবস্থা, অর্থাৎপুরীততি (নাড়ী-বিশেষ) স্থিত, বলিয়াথাকে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, বাগীশ্বরী মনের সহিত ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মদ্বার ভেদ করিয়া পরামৃতপূর্ণ মহাম্ভোধিমধ্যে অমৃতপান করাইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

পরমাত্মার ধ্যানই সন্ধ্যা, অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা পরমাত্মাতে আত্মসন্ধান হয়, অতএব আত্মধ্যানকেই সন্ধ্যা বলা যায়। সকলেরই এইরূপ সন্ধ্যাভি-বন্দন কর্ত্তব্য। এই সন্ধ্যাতে জলের প্রয়োজন নাই এবং ইহাতে বাক্য

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্॥ ৩৭॥
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্।
সর্ব্বাত্মৈকত্বসারেণ তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥ ৩৮॥

ইত্যথর্ব্ববেদে ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তা।

আনন্দম্ আনন্দঃ এতৎ এষঃ যম্ আনন্দং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে। যমিত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং সর্ব্বেতি॥ ৩৭॥

ইদানীমেতদ্গ্রন্থস্য নাম নির্ব্বক্তি আত্মেতি। ব্রহ্ম আত্মা যস্য উপনিষৎ বিদ্যা সৈব তপঃ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি শ্রুতেঃ তস্য মূলং পরং কারণম্ অয়ং গ্রন্থঃ ইত্যুপচারাৎ গ্রন্থোঽপি ব্রহ্মোপনিষদিত্যর্থঃ। তদ্দস্মান্নিরুক্ত্যন্তরমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্রহস্যজ্ঞানং যস্যাঃ সা ব্রহ্মোপনিষদিত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ইতি শব্দশ্চ তদ্দ্যোতকঃ॥ ৩৮॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং ব্রহ্মোপনিষদ্দীপিকা॥
ইতি ব্রহ্মোপনিষদো দীপিকা সমাপ্তা।

প্রয়োগ বা কায়ক্লেশ করিতে হয় না। এই সন্ধ্যা সর্ব্বজন্তুর একত্ব বোধ জন্মায়। এইরূপ সন্ধ্যাই একদণ্ডিদিগের অভিপ্রেত॥ ৩৬॥

যাঁহাকে পাইয়া মন ও বাক্যনিবৃত্ত হয়, তিনিই জীবের আনন্দস্বরূপ, ইহাকে জানিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। যেমন দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত অবস্থিত আছে, সেইরূপ পরমাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী জানিবে॥৩৭॥

ব্রহ্মই এই উপনিষদের আত্মাস্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহার ব্রহ্মোপনিষৎ নাম হইয়াছে। এই বিদ্যাপ্রভাবে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, আর এই ব্রহ্মোপনিষৎ গ্রন্থপাঠে সকলই এক আত্মাস্বরূপ, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে॥৩৮॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অথাতঃ সর্ব্বোপনিষৎসারং সংসারজ্ঞানমধীত-মন্ত্রসূত্রং শারীরযজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ চতুঃখণ্ডবিরাজিতা।
একাদশী শৌনকীয়ে সারভূতা হি সর্ব্বতঃ ॥

নম্নু বিরক্তস্যাপি দেহস্থিতয়ে অন্নাদনমাবশ্যকং তচ্চ মুক্তাবনমুপ্রযুক্ত-ত্বাদনর্থকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য উপাসনয়া সার্থকত্বায় অগ্নিহোত্রোপনিষদার-ভ্যতে অথাত ইতি। সংসারজ্ঞানং সংসারো হেয়ত্বয়া জ্ঞায়তেঽনেনেতি

সংসার বিরক্ত ব্যক্তির দেহস্থিতির নিমিত্ত অন্ন ভোজন আবশ্যক, কিন্তু উহা মুক্তির পক্ষে উপযোগী নহে, এই আশঙ্কা করিয়া উপাসনাতে অন্ন ভোজনের সার্থকতা প্রতিপাদনার্থ অগ্নিহোত্রোপনিষদের আরম্ভ হই-য়াছে। সংসারকে হেয়রূপে জ্ঞান করাই সর্ব্বপ্রকার উপনিষদের সার,

অস্মিন্নেব পুরুষশরীরে বিনাপ্যগ্নিহোত্রেণ বিনাপি সাংখ্যযোগেন সংসারবিমুক্তির্ভবতীতি স্বেন বিধিনা অন্নং ভূমৌ নিক্ষিপ্য যাওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীরিতি তিসৃভিঃ অন্নপত ইতি দ্বাভ্যামনুমন্ত্রয়তে ॥ ২ ॥

যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শতবিলক্ষণাঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥

অধীতং বেদেষু অন্নমেব সূত্রং সাধনং যস্মিন্ শারীরযজ্ঞং শরীরে ভবং যজ্ঞম্ ॥ ১ ॥

প্ররোচনার্থমাদৌ ফলমাহ অস্মিন্নিতি। স্বেন স্বগৃহ্যোক্তেন অন্নং ভূমাবিতি নত্বন্তরিক্ষে যদাদাবন্নপাত্রমারোপ্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যাহৃতিভির্ব্বলিত্রয়ং ভূমৌ দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সোমরাজ্ঞীরিতি। সোমো রাজা যাসাং তাঃ সোমরাজ্য ইত্যর্থঃ। তাঃ নঃ অস্মান্ অংহসঃ পাপাৎ মুঞ্চন্ত ইত্যন্বয়ঃ। শতম্ অনেকজাতীয়াঃ

উহা বেদে অধীত হইয়াছে। এইক্ষণ অন্নসাধন-শারীর-যজ্ঞ ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ কিরূপে অন্নদ্বারা শরীররক্ষা হয়, তাহাই কথিত হইতেছে ॥ ১ ॥

শারীর যজ্ঞে লোকের রুচির নিমিত্ত অগ্রে তাহার ফল কথিত হইতেছে।—এই পুরুষশরীরে শারীর-যজ্ঞদ্বারা সংসার বিমুক্তি হইতে পারে, ইহাতে অগ্নিহোত্র, অথবা সাংখ্যযোগের অপেক্ষা নাই। স্বগৃহ্যোক্তবিধানে ভূমিতে অন্নপাত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্যাহৃতিত্রয়দ্বারা ভূমিতে বলিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক "যাওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞী" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ মন্ত্রত্রয় এবং অন্নপতে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ২ ॥

ওষধী সকল আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুক্। সকল ওষধীরই রাজা সোম, অর্থাৎ চন্দ্রের অমৃতবর্ষণেই ওষধী সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া ওষধি সকলকে সোমরাজ্ঞী বলা যায়। এই সকল ওষধী

যাঃ ফলিনীর্য্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।' বৃহস্পতিপ্রসতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥

জীবলাং নঘারিষাং মা তে বধ্নাম্যোষধে। যাতয়াপুরুপহরাদপ রক্ষাংসি চাতয়াৎ ॥ ৫ ॥

বিলক্ষণাঃ রোগাদ্যপনয়নাঃ। তয়োঃ কম্মধারয়ঃ বৃহস্পতিনা প্রহৃতাঃ দর্শিতবীর্য্যাঃ। ৩-৪।

জীবলাং জীবং লাতি আদত্তে সা বিষৌষধিরিত্যর্থঃ তাং নঘারিষা' হর্ষা জননীম্ উদ্বেগকারিণীং যথা লাঙ্গলী গৃহোপরি নিক্ষিপ্তা কলহং করোতি কুটম্বিনাং তাদৃশী' ; হে ওষধে! হে বনভবে! তে তব ত্বৎস্বামিকা' তাং মা বধ্নামি ন স্বীয়াং করোমি। উপহরাৎ উপহরেৎ রক্ষা'সি চ অপ আতয়াৎ আয়াৎ আগতানি কুর্য্যাং তাং মা বধ্নামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনেক জাতীয় এবং ইহারা রোগাদি অপনয়ন করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ইহাদিগের বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩ ॥

যে সকল ওষধী ফলশালিনী, যাহারা ফলবিহীনা, যাহারা পুষ্পবতী ও যাহারা পুষ্পবিহীনা, বৃহস্পতি সেই সকল ওষধীর বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষণ ঐ ওষধী সকল আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করুক্ ॥ ৪ ॥

হে বনভবে ওষধি! তোমার অধীনা বিষনাম্নী ওষধী জীবন গ্রহণ করে; সুতরা' তাহা উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকে। যেমন লাঙ্গলী গ্রহোপরি নিক্ষিপ্তা হইলে সেই গৃহস্থিত পরিবারবর্গের মধ্যে পরস্পরের কলহ উৎপাদন করে, বিষৌষধীও সেইরূপ উদ্বেগকারিণী, অতএব সেই ওষধীকে আমি আত্মীয় জ্ঞান করি না, আর ঐ ওষধী জীবন অপহরণ করে এবং রাক্ষসদিগকে আনয়ন করিয়া থাকে; সুতরাং উক্তরূপা ওষধী আমি ইচ্ছা করি না ॥ ৫ ॥

অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রপ্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৬ ॥

ওঁ যদন্নমগ্নির্ব্বহুধা বিরাদ্ধি রুদ্রৈঃ প্রজগ্ধং যদি বা পিশাচৈঃ। সর্ব্বং তদীশানো অভয়ং কৃণোতু শিবমীশানায় স্বাহা ॥ ৭ ॥

অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং বষট্কারঃ ॥ ৮ ॥

অনমীবস্য ন অমীবং পাপং যস্য শুষ্মিণঃ তেজস্বিনঃ। শুষ্মং তেজোঽর্কয়োরুক্তম্ ইতি বিশ্বঃ। প্রপ্রদাতারং প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে ইতি প্রশব্দস্য দ্বিভাবঃ। তারিষ তারয় ঊর্দ্ধলোকং নয় ঊর্জ্জম্ অন্নং বলং বা ন অস্মভ্যং ধেহি দেহি ডুধাঞ্ লি ধারণে পুষ্টৌ দানে ইতি বোপদেবঃ দ্বিপদে মনুষ্যায় ॥ ৬ ॥

বিরাদ্ধি সিদ্ধি বিরোধি বিরাদ্ধোবাহ কদ্রৈরিতি। রুদ্রপিশাচাদিভ্যো যজমানৈর্ম্মার্পিতমিত্যর্থঃ সর্ব্বং তৎ অন্নম্ ঈশানঃ পরমাত্মা অভয়ং ভয়াজনকং কৃণোতু করোতু তদর্থম্ ঈশানায় স্বাহা আহুতিং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

জঠরাগ্নেঃ প্রার্থনা অন্তরিতি ॥ ৮ ॥

হে অন্নপতে! যিনি নিষ্পাপ ও তেজস্বী অন্ন আমাদিগকে প্রদান করেন, তুমি তাহাকে ঊর্দ্ধলোকে নয়নপূর্ব্বক পরিত্রাণ কর এবং দ্বিপদ, অর্থাৎ মনুষ্য ও চতুষ্পদ, অর্থাৎ পশুদিগের হিতার্থ আমাদিগকে অন্ন ও বল প্রদান কর, ইহাই প্রার্থনা ॥ ৬ ॥

সিদ্ধিবিরোধী রুদ্রপিশাচাদিরা যে অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে, অর্থাৎ যজমান যে অন্ন রুদ্রপিশাচাদিকে অর্পণ করিয়াছে, সেই মঙ্গলপ্রদ অন্নকে ঈশান, অর্থাৎ পরমাত্মা অভয় করুন, এই নিমিত্ত ঈশানকে অন্নাহুতি দিতেছি ॥৭॥

এইক্ষণ জঠরাগ্নির প্রার্থনা কথিত হইতেছে।—হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। গুহামধ্যেও তোমার অবস্থান আছে,

আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোং নমঃ ॥ ৯ ॥

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

অপাং প্রার্থনা আপোজ্যোতিরিত্যাদি। হে আপঃ! যূয়ং জ্যোতিঃ আদিত্যরূপাঃ স্থ তাভ্যঃ ওঁ নম ইত্যন্বয়ঃ। ৯ ॥

আপঃ পুনন্ত্বিতি তাসামেবাপরো মন্ত্রঃ। পূতা সতী মাং পুনাতু। ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রহ্মণস্পতয়ঃ পৃথিবীং পুনন্তু ব্রহ্মপূতা ব্রহ্মভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ পবিত্রিতা পৃথিবী মাং পুনাতু। মম উচ্ছিষ্টাদি সর্ব্বং তদাপঃ পুনন্তু শোধয়ন্তু ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

এবং সর্ব্বত্রই তোমার অভিমুখ আছে। তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি বিষ্ণু এবং তুমিই বষট্‌কার স্বরূপ ॥ ৮ ।

এইক্ষণ জলের প্রার্থনা কথিত হইতেছে,—হে জল! তুমি জ্যোতি, অর্থাৎ আদিত্যস্বরূপ, তুমি রস, তুমি অমৃত, তুমি ব্রহ্ম, তুমি ভূর্লোক, তুমি ভুবলোক এবং তুমি স্বর্লোক তোমাকে নমস্কার করি, তুমি জ্যোতি-রাদিরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছ ॥ ৯ ।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুক, পৃথিবী জল কর্ত্তৃক পবিত্রা হইয়া আমাকেও পূত করুন্, আর ব্রহ্মপতিরা পৃথিবীকে পবিত্র করুন্ এবং ব্রহ্মপূতা পৃথিবী আমাকে পবিত্র করুন্। আমি যদি উচ্ছিষ্ট, কিম্বা অভোজ্য ভোজন করিয়া থাকি, অথবা কোন দুষ্কার্য্য করিয়া থাকি কিম্বা অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া থাকি, জল সে সমুদায় শোধন করুক্, অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজনাদিজনিত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুক্। ১০ ।

আপোঽমৃতমস্যমৃতোপস্তরণমস্যমৃতঞ্চ প্রাণে জুহোমি অমা শিষ্যান্তোঽসি প্রাণায় প্রধানায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠয়াঙ্গুল্যা অঙ্গুষ্ঠেন চ প্রাণে জুহোমি অনামিকয়া অপানে মধ্যময়া ব্যানে প্রদেশিন্যা সমানে সর্ব্বাভিরুদানে তূষ্ণীমেকামেক-ঋষৌ জুহোতি। দ্বে আহবনীয়ে একাং দক্ষিণাগ্নাবেকাং গার্হপত্যে একাং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তীয়ে ॥ ১১ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

আপোঽমৃতমসীতি হে আপঃ! আপ্নোতেবসন্ বিধেয়বচনানুরোধেন বা অসীত্যেকবচনম্। অমা সহ হে শিষ্য প্রাণ! অন্তোঽসি অমিতোঽসি ভোজিতোঽসি। অম্গতো ভোজনে শব্দে অনামিকয়া ইত্যাদৌ অঙ্গুষ্ঠঃ সব্বত্রান্বেতি। একঋষৌ অগ্নৌ তন্নাম্নি সূর্য্যে আহবনীয়ে দর্শনাগ্নৌ

হে জল! তুমি অমৃত এবং অমৃতরূপে অন্নের উপস্তরণ হও, আমি তোমাকে প্রাণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছি। হে প্রাণ। তুমি ভোজন কর, তুমি প্রধান, তোমাকে আহুতি প্রদান করি, ব্যানকে আহুতি প্রদান করি, সমানকে আহুতি প্রদান করি এবং উদানকে আহুতি প্রদান করি। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাণে, অনিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা অপানে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা ব্যানে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা সমানে এবং সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা উদানে আহুতি দিতেছি। এইরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্যেতে একাহুতি আহবনীয়, অর্থাৎ দর্শনাগ্নিতে দুই আহুতি, দক্ষিণাগ্নি, অর্থাৎ হৃদয়স্থ শরীরাগ্নিতে একাহুতি গার্হপত্যাগ্নি, অর্থাৎ নাভিস্থ কোষ্ঠাগ্নিতে এক আহুতি এবং সর্ব্ব প্রায়-

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

অথাপিধানমস্যমৃতত্বায় উপদধামীত্যুপস্পৃশ্য পুনরাদায় পুনরুপস্পৃশেৎ। স তে প্রাণাবাপো গৃহীত্বা হৃদয়মন্বালভ্য জপেৎ ॥ ১ ॥

মুখস্থে দক্ষিণাগ্নৌ শরীরাগ্নৌ হৃদয়স্থে গার্হপত্যে কোষ্ঠাগ্নৌ নাভিস্থে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তীয়ে নাভেরধঃস্থিতে ॥ ১১ ।

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ্দীপিকায়াং
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ।

অপিধানম্ আচ্ছাদনম্। অনেন মন্ত্রেণ দ্বিবাচম্য ততো বামেন উদকং গৃহীত্বা দক্ষিণেন হৃদয়ম্ আলভ্য স্পৃষ্ট্বা অমৃতোঽসীত্যন্তং জপেৎ ॥ ১ ।

শ্চিত্তীয় নাভিস্থ অগ্নিতে একাহুতি প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে শারীর যজ্ঞসাধন করিবে ॥ ১১ ।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদে প্রথম খণ্ড ॥ ১ ।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রাণাহুতি প্রদান করিয়া জলকে বলিবে, তুমি অন্নের আচ্ছাদন হও, হে জল! তোমাকে অমৃতরূপে ধারণ করিতেছি, এই বলিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিবে এবং পুনর্ব্বার জলগ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। অনন্তর বামভাগে জলগ্রহণ এবং দক্ষিণ হস্তে হৃদয়াবলম্বনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ অমৃতোঽসি ইত্যন্তমন্ত্র জপ করিতে হইবে ॥ ১ ।

প্রাণোঽগ্নিঃ পরমাত্মা পঞ্চবায়ুভিরাবৃতঃ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভবেঽহং কদাচন ইতি ॥ ২ ॥

বিশ্বোঽসি বৈশ্বানরো বিশ্বরূপো বিশ্বং ত্বয়া ধার্য্যতে জায়মানম্। বিশ্বন্তু ত্বাহুতয়ঃ সর্ব্বা যত্র ব্রহ্মা বিশ্বামৃতোঽসি ইতি ॥ ৩ ॥

মহানবোঽয়ং পুরুষো যোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ তমদ্ভিঃ পরিষিঞ্চামি সোঽস্যান্তে অমৃতায় যোনৌ ইতি ॥ ৪ ॥

অভয়মিতি। সর্ব্বভূতেভ্যোঽভয়ং ভবেৎ অহং কদাচন কদাচিদপি ন ভবে অপি তু ভবেয়মেবেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

ইমে দ্বে প্রার্থনে। বিশ্বস্থিতি বিশ্বমিব ত্বা তব সর্ব্বা আহুতয়ঃ। যত্র বিশ্বস্মিন্ ব্রহ্মা বর্ত্ততে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তব আহুতয় ইত্যর্থঃ। তর্হি ত্বমপি কস্যচিদাহুতিঃ স্যাঃ? অত আহ বিশ্বামৃত ইতি। বিশ্বামৃতোঽসি বিশ্বেষু নিত্যোঽসি ॥ ৩ ॥

মহানিতি। অবঃ অন্নং তর্পক ইত্যর্থঃ অমৃতায় যোনৌ নিষেকস্থানে অমৃতভাবায় অনেন দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাগ্রং সিঞ্চেৎ ॥ ৪ ॥

প্রাণই অগ্নি, এই অগ্নিই পরমাত্মা, এই পরমাত্মা পঞ্চবায়ুদ্বারা আবৃত আছেন, ইনি সর্ব্বভূত হইতে অভয়, অর্থাৎ ইহার কোন ভয় নাই। আমিও কি কখন অভয় হইতে পারিব না, অবশ্য আমিও অভয় হইব ॥ ২ ॥

হে প্রাণ! তুমিই বিশ্বময়, তুমিই বৈশ্বানর, তুমিই বিশ্বরূপ এবং তুমিই এই জায়মান বিশ্বকে ধারণ করিতেছ।—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত এই জগৎ তোমারই আহুতিস্বরূপ, কিন্তু তুমি কাহারও আহুতিস্বরূপ হও না, এই বিশ্বমধ্যে তুমিই নিত্য ॥ ৩ ॥

যে মহাপুরুষরূপ অন্ন অঙ্গুষ্ঠাগ্রে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি তাহাকে অভিষেক করিতেছি। নিষেক স্থানের অমৃতীভাবার্থ জলসেক কর্ত্তব্য। অতএব অঙ্গুষ্ঠাগ্রে জলসেক করি, এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রে জলসেক করিবে ॥ ৪ ॥

এষ এবাত্মা ধ্যায়েতাগ্নিহোত্রং জুহোমীতি। সর্ব্বেষামেব সূনুর্ভবতি ॥ ৫ ॥

অথ যজ্ঞপরিবৃতয়াহুতীর্হোময়তি স্বে শরীরে যজ্ঞং পরিবর্ত্তয়ামীতি চত্বারোঽগ্নয়ঃ তে কিং নামধেয়াঃ? তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম সূর্য্যমণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত একঋষির্ভূত্বা মূর্দ্ধনি তিষ্ঠতি। যস্মাদুক্তো দর্শনাগ্নির্নাম চতুরাকৃতিরাহবনীয়ো ভূত্বা মুখে তিষ্ঠতি। শারীরাগ্নি-

---

এষ ভোক্তা অঙ্গুষ্ঠাগ্রে স্থিতঃ স এবাত্মা জ্ঞেয়ঃ। অত্রাগ্নিহোত্রবুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ ধ্যায়েতেতি সূনুঃ জনকঃ সোতা সূতে ইতিব্যুৎপত্ত্যা নতু রূঢ্যা সূনুঃ পুত্রেঽনুজে রবৌ ইতি বিশ্বোক্তেঃ। যদ্বা সূনুঃ পুত্রঃ যথা পিতুস্তর্পকঃ এবং সর্ব্বেষাং তর্পকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যজ্ঞপরিবৃতে ইতি। যজ্ঞপরিবর্ত্তনায় সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। অথ অগ্নিহোত্রবুদ্ধ্যনন্তরম্ অধিকারপ্রাপ্তৌ আহুতয়ো যাস্তা যজ্ঞবুদ্ধ্যা হোময়তি মুখে ক্ষিপতি যজ্ঞং পরিবর্ত্তয়ামীতি বুদ্ধ্যা। চত্বার ইতি পঞ্চমস্য প্রায়শ্চিত্তীয়স্যাসাৰ্ব্বত্রিকত্বাৎ। উপসনার্থং নামানি পৃচ্ছতি তে ইতি। যস্মাদুক্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে যস্মাৎ সূর্য্যঃ সহস্রদলাধিষ্ঠাতেতি বেদে-

---

এই যে ভোক্তা অঙ্গুষ্ঠাগ্রে আছেন, ইহাঁকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। এইস্থলে অগ্নিহোত্র বুদ্ধি করিবে, অর্থাৎ আমি যেন অগ্নিহোত্রে হোম করিলাম, এইরূপ চিন্তা করিবে। যেমন পুত্র পিতার তৃপ্তির কারণ, সেইরূপ অন্ন জগতের পরিতৃপ্তির হেতু ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অগ্নিহোত্র বুদ্ধির পর যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত "আমি যজ্ঞ পরিবর্ত্তন করিতেছি" এইরূপ জ্ঞানে স্বীয় শরীরে হোম করিবে, অর্থাৎ মুখে অন্ন নিক্ষেপ করিবে। শরীরমধ্যে চতুর্ব্বিধ অগ্নি বিদ্যমান আছে, উক্ত অগ্নিচতুষ্টয়ের নাম কি? উপাসনার্থই ইহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা আবশ্যক বোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—সূর্য্যনামা

নাম জরাপ্রণুদা হবিরবিস্কন্দতি। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দ্দক্ষিণাগ্নির্ভূত্বা হৃদয়ে তিষ্ঠতি॥ ৬॥

তত্র কোষ্ঠাগ্নিরিতি কোষ্ঠাগ্নির্নামাশিতপীতলীঢ়াস্বাদিতানি সম্যক্ শ্রপয়িত্বা গার্হপত্যো ভূত্বা নাভ্যাং তিষ্ঠতি।

ষুক্তঃ। তদধস্তনমগ্নিমাহ দর্শনাগ্নিরিতি চতুরাকৃতিঃ চতুরস্রাকৃতিঃ মুখে ইতি। তদুক্তম্—"জিহ্বামূলে স্থিতো দেবি! সর্ব্বতেজোময়োঽনলঃ। তদগ্রে ভাস্বরশ্চন্দ্রস্তালুমূলে প্রতিষ্ঠিতঃ॥" ইতি। তৃতীয়াগ্নিমাহ শারীরেতি। শারীরাগ্নিঃ জঠরাগ্নিঃ জ্ঞানাগ্নিঃ শুভাশুভভোক্তা জরাপ্রণুদা জরাং প্রণুদতি কনিৎ প্রত্যয়ঃ। অজরো ন জীবোম্রিয়ত ইতি শ্রুতেঃ। হৃদয়ে ইতি। তদুক্তম্—"হৃৎসরোরুহমধ্যেঽস্মিন্" ইত্যুপক্রম্য—"বিশ্বার্চ্চিষং মহাবহ্নিং জ্বলন্তং বিশ্বতো মুখম্" ইত্যাদি। হবিঃ ভুক্তম্ অবিস্কন্দতি অবস্কন্দতি শোষয়তি তদ্রসং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ॥ ৬॥

"নাভিমধ্যে ভবত্যেষ ভাস্করো দেহনায়কঃ।" ইতি। প্রায়শ্চিত্তীয়স্ত অধস্তাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বেষামিতি শেষঃ। তদুক্তম্—"ত্রিকোণঞ্চ পুরং বহ্নে-

---

অগ্নি সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি সহস্ররশ্মিপরিবৃত ও এক ঋষি নামে মূর্দ্ধপ্রদেশে বিদ্যমান আছেন। যাহা হইতে সূর্য্য সহস্রদলাধিষ্ঠাতা বলিয়া বেদে উক্ত আছে। তাহার অধস্তনপ্রদেশে দর্শন নাম অগ্নি বিদ্যমান আছে। ইহা চতুরাকৃতি আহবনীয়নামে মুখে স্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বতেজোময় অগ্নি জিহ্বামূলে এবং তাহার উপরিভাগে তালুমূলে ভাস্বর ও চন্দ্র আছেন। তৃতীয়াগ্নি, অর্থাৎ শরীরাগ্নি জঠরাগ্নিনামে অভিহিত হয়। এই অগ্নি জীবিগণের জরা বিনাশ করে এবং ভুক্ত অন্নাদি দ্রব্যের শোধন করিয়া তাহার রসগ্রহণ করিয়া থাকে, আর দক্ষিণাগ্নি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। ৬॥

পূর্ব্বে কোষ্ঠাগ্নি উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাণিগণ যাহা চোষণ করে, যাহা পান করে, যাহা লেহন করে ও যাহা

প্রায়শ্চিত্তীয়স্ত্বধস্তাৎ স্ত্রিয়স্তিস্রো হিমাংশুপ্রভাভিঃ প্রজননকর্ম্মা ॥ ৭ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদি
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

রধো মেঢ্রাদবস্থিতম্" ইতি। স্ত্রিয়স্তিস্রো যস্য বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ। নাড়ীনাং বাহুল্যেঽপি মুখ্যা নাড্যস্তিস্র এব ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাঃ তাভিঃ কিং করোতি ? ইত্যত আহ হিমাংশ্বিতি। হিমাংশোঃ ললাটস্থচন্দ্রমণ্ডলাৎ নাড়ীদ্বারা চ্যুতাভিঃ শুক্ররূপাভিঃ প্রজননং প্রজোৎপত্তিঃ কর্ম্ম যস্য সঃ তথা পুংলিঙ্গমূলং হ্যগ্নিকুণ্ডমধ্যেঽস্তি তেনাগ্নিকুণ্ডে পতিতং শুক্রং প্রাণেনাকৃষ্টং লিঙ্গাগ্রেণ গর্ভাশয়ং প্রবিশ্য প্রজা ভবতি তেনাগ্নীষোমাত্মকং শরীরমুচ্যতে ॥ ৭ ॥

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ্দীপিকায়াং
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ভক্ষণ করে, কোষ্ঠাগ্নি সেই সমুদায়ই পাক করিয়া গার্হপত্যনামে নাভিতে অবস্থিতি করে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, দেহনায়ক ভাস্কর নাভিমধ্যে বাস করেন। প্রায়শ্চিত্তীয় অগ্নি সকল অগ্নির অধোদেশে বিদ্যমান আছে, প্রমাণান্তরে জানা যায় যে, মেঢ্রের অধোভাগে বহ্নির ত্রিকোণপুর অবস্থিত আছে। এই অগ্নির স্ত্রীস্বরূপ তিন তিনটি নাড়ী আছে, দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী আছে বটে, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীই প্রধান। উক্ত অগ্নি এই নাড়ীত্রয়দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডল হইতে পরিচ্যুত শুক্ররূপ প্রভাগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদনকর্ম্ম করে, অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে পুংলিঙ্গের মূল আছে, সেই মূলদ্বারা অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। অনন্তর

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

অস্য শরীরযজ্ঞস্য যূপরশনাশোভিতস্য কো যজমানঃ? কা পত্নী? কে ঋত্বিজঃ? কোঽধ্বর্য্যুঃ? কো হোতা? কো ব্রাহ্মণাচ্ছংসো? কঃ প্রতিপ্রস্থাতা? কঃ প্রস্তোতা? কো মৈত্রাবরুণঃ? ক উদ্গাতা? কে সদস্যাঃ? কানি যজ্ঞপাত্রাণি? কানি হবীংষি? কা বেদিঃ? কা উত্তর-বেদিঃ? কেড়া? কো দ্রোণকলশঃ? কো রথঃ? কঃ পশুঃ? কা ধারাপোতা? কে দর্ভাঃ? কঃ স্রুবঃ? কা আজ্যস্থালী? কাবাঘারৌ? কাবাজ্যভাগৌ? কে

শরীরযজ্ঞস্য যূপেনোঙ্কারেণ রশনয়াশয়া শোভিতস্য উপকরণানি

প্রাণদ্বারা উহা আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশিত করিলেই সন্তানোৎ-পত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শরীরকে অগ্নীষোমাত্মক বলে ॥ ৭ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-প্রাণাগ্নিহোত্রোপনি-
ষদে দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

এইক্ষণ ওঙ্কাররূপ রশনাদ্বারা পরিশোভিত শারীর যজ্ঞের উপকরণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।—এই যজ্ঞের যজমান কে? পত্নী কে? পুরোহিত কে? অধ্বর্য্যু কে? হোতা কে? ব্রহ্মা কে? প্রতিষ্ঠাতা কে? প্রস্তোতা কে? মৈত্রাবরুণ কে? উদ্গাতা কে? সদস্য কে কে? যজ্ঞপাত্র কি কি? হবনীয় দ্রব্য কি কি? বেদি কে? উত্তরবেদি কে? ইড়া কে? দ্রোণ-কলস কে? রথ কে? পশু কে? ধারাপোতা কে? দর্ভা কে? স্রুব কে? আজ্যস্থালী কে? আঘারদ্বয় কে কে? আজ্যভাগদ্বয় কে কে? প্রযাজ্যা

প্রযাজাঃ? কে অনুযাজাঃ? কঃ সূক্তবাকঃ? কঃ শংযো-
র্ব্বাকঃ? কা অহিংসা? কে পত্নীসংযাজাঃ? কো যূপঃ?
কা রশনা? কা ইষ্টয়ঃ? কা দক্ষিণা কিমবভৃত-
মিতি ॥ ১ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা প্রাণাগ্নিহোত্রো-
পনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

পৃষ্ট্যন্তে পৃষ্ট্যা চোত্তরার্থং কচিৎ ক্রমেণ কচিদ্ব্যুৎক্রমেণানাস্থয়া দৃষ্টিসম্পা-
দন এব তাৎপর্য্যাৎ। কেড়া কা ইড়া ॥ ১ ॥

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ্দীপিকায়াং
তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

কে? অনুযাজা কে? সূক্তবাক্ কে? সংযোর্ব্বাক্ কে? অহিংসা কে?
পত্নীসংযাজা কে? যূপ কে? রশনা কে? ইষ্টি কে? দক্ষিণা কি? এবং
অবভৃথ কি? ॥ ১ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় প্রাণাগ্নিহোত্রোপনি-
ষদে তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অস্য শরীরযজ্ঞস্য যূপরশনাশোভিতস্য আত্মা যজমানঃ বুদ্ধিঃ পত্নী বেদা মহর্ত্বিজঃ প্রাণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অপানঃ প্রতিপ্রস্থাতা ব্যানঃ প্রস্তোতা সমানো মৈত্রাবরুণঃ উদান উদ্গাতা অহঙ্কারোঽধ্বর্য্যুঃ হোতা চিত্তং শরীরং বেদিঃ নাসিকোত্তরবেদিঃ মূর্দ্ধা দ্রোণকলশঃ দক্ষিণহস্তঃ স্রুবঃ সব্যহস্ত আজ্যস্থালী শ্রোত্রে আঘারৌ চক্ষুষী আজ্যভাগৌ গ্রীবা ধারাপোতা তন্মাত্রাণি সদস্যাঃ মহাভূতানি প্রযাজাঃ ভূতান্যনুযাজাঃ জিহ্বেড়া দন্তোষ্ঠৌ সূক্তবাকঃ তালুঃ সংযোর্ব্বাকঃ স্মৃতির্দয়া ক্ষান্তিরহিংসা

বেদাঃ মহর্ত্বিজঃ ঋত্বিজামপি ঋত্বিজঃ সর্ব্বেষামুপদেষ্টৃত্বাৎ। সামান্যপ্রশ্নস্য বিশেষপর্য্যবসায়িত্বাৎ বিশেষেণোত্তরং প্রাণ ইত্যাদিনা। আত্মাদীনাং যজমানাদিসাম্যং স্বাতন্ত্র্যাদিনা যথাসম্ভবমূহনীয়ম্ গ্রীবা কন্ধরা ধারাপোতা ধারাভিরুপলক্ষিতঃ পোতা পাবমানাধ্যেতা জিহ্বেড়া জিহ্বা

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরার্থ বলিতেছেন,—উক্ত যূপরশনাদিশোভিত শারীর যজ্ঞে যজমান আত্মা, বুদ্ধি পত্নী, বেদসকল পুরোহিত। প্রাণ ব্রহ্মা, অপান প্রতিপ্রস্থাতা, ব্যান প্রস্তোতা, সমান মৈত্রাবরুণ; উদান উদ্গাতা, অহঙ্কার অধ্বর্য্যু, চিত্ত হোতা, শরীর বেদি, নাসিকা উত্তরবেদি। হস্ত দ্রোণকলস, দক্ষিণহস্ত স্রুব, বামহস্ত আজ্যস্থালী, উভয়কর্ণ আঘারদ্বয়, উভয় চক্ষু আজ্যভাগদ্বয়, গ্রীবা ধারাপোতা, পঞ্চতন্মাত্র সদস্যগণ, মহাভূতসকল প্রযাজা, ভূতসকল অনুযাজা, জিহ্বা ইড়া (পাত্রবিশেষ) দন্ত ও ওষ্ঠ সূক্ত বাক্, তালু সংযোর্ব্বাক; স্মৃতি, দয়া, ক্ষান্তি ও হিংসা এই

পত্নীসংযাজাঃ ওঙ্কারো যূপঃ আশা রশনা মনো রথঃ কামঃ পশুঃ কেশা দর্ভাঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি যজ্ঞপাত্রাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হবীংষি অহিংসা ইষ্টয়ঃ ত্যাগো দক্ষিণা অবভৃথং মরণাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্বা হ্যস্মিন্ দেবতাঃ শরীরেঽধিসমাহিতাঃ।
বারাণস্যাং মৃতো বাপি ইদং বা ব্রহ্ম যঃ পঠেৎ ॥
একেন জন্মনা জন্তুর্ম্মোক্ষঞ্চ প্রাপ্নুয়াদিতি।
মোক্ষঞ্চ প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ২ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইড়া পাত্রবিশেষঃ স্মৃতিঃ দয়া ক্ষান্তিঃ অহিংসা চত্বারঃ পত্নীসংযাজাঃ মনো রথঃ মন এব রথঃ মরণাৎ দেহাখ্যমলাপনয়নাৎ অবভৃথঃ যজমানস্য যজ্ঞান্তস্নানম্ ॥ ১ ।

নন্থ ভবন্তু যজ্ঞোপকরণানি তথাপি দেবতাভাবে কথং যজ্ঞঃ স্যাৎ? ইত্যত আহ সর্ব্বা হীতি যাবদধিদৈবতং তাবদধ্যাত্মং বর্ত্ততে চক্ষুরাদীনাং

পত্নীচতুষ্টয় সংযাজা, ওঙ্কার যূপ, আশা রশনা, মন রথ, কাম পশু, কেশ দর্ভা; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আহবনীয় দ্রব্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যজ্ঞপাত্র অহিংসা ইষ্টি, ত্যাগ দক্ষিণা এবং মরণ অবভৃত, অর্থাৎ যজ্ঞাবসান স্নান, মরণ হইলেই দেহরূপ মনাপনয়ন হয় ॥ ১ ॥

যদিও সমস্ত যজ্ঞোপকরণ হইল বটে, কিন্তু দেবতার অভাবে কিরূপে যজ্ঞ হইতে পারে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—সকল দেবতাই এই

সূর্য্যাদ্যধিষ্ঠিতত্বাদিতিভাবঃ। নমু জ্ঞানাভাবে কথং মোক্ষঃ? ইত্যাশঙ্ক্য বারাণসীমরণং দৃষ্টান্তঃ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানামগ্নিহোত্রস্য দীপিকা॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদো-দীপিকা সম্পূর্ণা।

শরীরে বসতি করিতেছেন। যাবৎ শরীরে অধিদেবতা থাকেন, তাবৎ অধ্যাত্ম দেবতাও থাকেন। চক্ষুঃ প্রভৃতিতে সূর্য্যাদির অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। যদিও উক্ত প্রকারে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় বটে, তথাপি জ্ঞানাভাবে কিরূপে মুক্তি হইতে পারে? ইহাতে বক্তব্য এই যে, কাশীতে মরণ হইলে জ্ঞান জন্মিতে পারে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি কাশীতে প্রাণত্যাগ করে, অথবা এই উপনিষৎপাঠ করে, সেই ব্যক্তি এক জন্মেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে॥ ২॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় প্রাণাগ্নিহোত্রো-
পনিষদে চতুর্থ খণ্ড॥ ৪॥

**ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় প্রাণাগ্নিহোত্রো-
পনিষৎ সমাপ্ত॥**

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীশ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কাঽবিদ্যা কা বিদ্যেতি জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তং তুরীয়ঞ্চ কথম্ অন্নময়ঃ প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময় আনন্দময়ঃ কথং কর্ত্তা জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ

ওঁ বন্ধাদি মায়াপর্য্যন্তং লক্ষণং তৈত্তিরীয়কে।
সর্ব্বোপনিষদাং সারঃ সপ্তত্রিংশে চতুর্দ্দশে ॥

ত্রয়োবিংশতেরর্থানামাদৌ স্বরূপলক্ষণপ্রশ্নে বন্ধস্বরূপং তাবদাহ আত্মেশ্বর ইতি। অনাত্মনঃ স্থূলত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ আত্মত্বেন ব্রাহ্মণোঽহং মলোঽহং গচ্ছামীত্যাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমানো বন্ধঃ তত্ত্যাগো মোক্ষঃ তৎকারিকা অবিদ্যা তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা। মন আদীতি মনোবুদ্ধি-চিত্তাহঙ্কারশ্রোত্রত্বক্-চক্ষু-রসনাঘ্রাণবাক্-পাণিপাদপায়ু-পস্থাখ্যজ্ঞানকর্ম্ম-

---

বন্ধ কি? মোক্ষ কি? অবিদ্যা কি? বিদ্যা কি? জাগ্রদবস্থা কি? স্বপ্নাবস্থা কি? সুষুপ্তি কি? তুরীয়াবস্থা কি? অন্নময়কোষ কি? প্রাণময়-কোষ কি? মনোময় কি? বিজ্ঞানময় কি? আনন্দময় কি? কর্ত্তা কে? জীব কে? ক্ষেত্রজ্ঞ কে? সাক্ষী কে? কূটস্থ কে? অন্তর্য্যামী কে? প্রত্য-

সাক্ষী কূটস্থোঽন্তর্য্যামী কথং প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা আত্মা মায়া চেতি কথমাত্মেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

অনাত্মনো দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ তস্মিন্ নিবৃত্তির্মোক্ষঃ তমভিমানং কারয়তি যা সাঽবিদ্যা সোঽভিমানো যয়া নিবর্ত্ততে সা বিদ্যা মন আদিচতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্ ॥ ২ ॥

করণৈঃ পুষ্কলৈঃ বহিরাবির্ভূতৈশ্চন্দ্রাচ্যুত-শঙ্কর-চতুর্ম্মুখ-দিক্-বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রব্রহ্মভিরনুগৃহীতৈঃ সঙ্কল্পাধ্যবসায়চেতনাভিমানশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবক্তৃব্যাদানগমনবিসর্গানন্দান্ স্থূলান্ বহির্ভূতান যদোপলভতে তদা আত্মনো জাগ্রদ্ব্যবহারঃ ॥ ১২ ॥

গাত্মা কে? পরমাত্মা কে? আত্মা কে? এবং মায়া কে? এই ত্রয়োবিংশতি প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ বন্ধাদিস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

অনাত্মভূত দেহাদিতে যে আত্মত্বাভিমান, অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ আমি স্থূল এবং আমি গমন করি, ইত্যাদিরূপে দেহাদিতে আত্মত্বজ্ঞানই আত্মার বন্ধন। উক্ত অভিমান পরিত্যাগই মোক্ষ, যে উক্ত অনাত্ম দেহাদিতে আত্মত্বাভিমানের নিবৃত্তি করে, তাহাই বিদ্যা। যখন আত্মা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসিকা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপাস্থাখ্য, বহিরাবির্ভূত এবং চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা এই সকল অধিপতি-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত চতুর্দ্দশ করণদ্বারা সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বক্তৃব্যাদন, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ, এই সকল স্থূলবিষয় উপলাভ করে, তখনই আত্মার জাগ্রদবস্থা হয় ॥ ২ ॥

তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদোপলভতে তন্মনঃ স্বপ্নম্। চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্বিষয়বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা তদা আত্মনঃ সুষুপ্তম্। অবস্থাত্রয়াভাবাদ্ভাবসাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তত্তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

তদ্বাসনাবহিত ইতি। দেবতানিমিত্তে অদৃষ্টনিমিত্তে চ স্বপ্ন ইতি বোদ্ধব্যম্ চিন্তাস্বপ্নে বাসনায়া নিমিত্তত্বাৎ অতএব বাসনাময়ানিত্যুক্তম্ অরহিত ইতি বা ছেদঃ। দেবতাদৃষ্টকৃতে তু বাসনাদ্বয়ে বাসনাশব্দেন দেবেচ্ছা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ব্যাখ্যেয়ৌ। তন্মনঃ স্বপ্নমিতি সা মনোবৃত্তিঃ স্বপ্ন ইত্যর্থঃ। তদা আত্মনঃ স্বপ্নমিতি তু যুক্তঃ পাঠঃ জাগরণসুষুপ্ত্যোরাত্মশব্দগ্রহণাৎ। চতুর্দ্দশেতি স্বপ্নে তু দশানামেবোপরমঃ চতুর্ণামন্তঃকরণানাং ব্যাপারঃ করণাভাবে বিষয়াণাং শব্দাদীনাং বিশেষতো জ্ঞানাভাবাৎ যদা আত্মনোঽবস্থানমিতি শেষঃ তদা আত্মনঃ সুষুপ্তঃ সুষুপ্তিরিত্যর্থঃ। তন্মনঃ সুষুপ্তমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ তদা তন্মনঃ সুষুপ্তম্ উপরম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ভাবসাক্ষি ভাবানাং সাক্ষি সাক্ষাদ্দ্রষ্টৃ সাক্ষিশব্দঃ সাক্ষাদ্দ্রষ্টৃবাচী স্বয়ং

যখন আত্মা বাসনারহিত হইয়া শব্দাদির অভাবেও মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই করণচতুষ্টয়দ্বারা বাসনাময় শব্দাদি উপলাভ করে, তখনই আত্মার স্বপ্নাবস্থা হয়। এই বাসনা দেবতানিমিত্ত এবং অদৃষ্টনিমিত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু চিন্তাস্বপ্নে বাসনাই নিমিত্ত হয়। দেবতানিমিত্ত ও অদৃষ্টনিমিত্ত এই বসনাদ্বয়েই বাসনাশব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মই ব্যাখ্যেয়, স্বপ্নাবস্থায় বাক্পাণিপ্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুঃকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ইহাদিগের উপরম হয়, কেবল মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের কার্য্য থাকে। আর যখন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ই উপরত হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দাদিবিষয় সকলের বিশেষরূপ জ্ঞান থাকে না, এইরূপ আত্মার অবস্থাই সুষুপ্তি।

অন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোশানাং সমূহোঽন্নময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদিচতুর্দ্দশবায়ুভেদা অন্নময়ে কোশে যদা বর্ত্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশদ্বয়সংযুক্তো মন আদিভিশ্চতুর্ভিঃ করণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ সঙ্কল্পাদিধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎকোশত্রয়সংযুক্তস্তদ্গত-

---

ভাবরহিতং নির্লেপত্বাৎ নৈরন্তর্য্যং স্বার্থে ভাবপ্রত্যয়ঃ ব্যবধায়কবস্তন্তর-রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমাত্রং যদা অবতিষ্ঠতে ইতি শেষঃ তদা তুরী-য়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্নেতি ষট্‌কোশা যথা—"অস্থি মজ্জা মেদস্ত্বঙ্‌মাংসশোণিতম্। ষট্-কোশিকমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদেহেষু দেহিনাম্।" ইতি। প্রাণাদিচতু-র্দ্দশেতি। প্রাণাপনব্যানোদানসমান-নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়া দশ চত্বারোঽন্যে—বৈরম্ভণঃ স্থানমুখ্যঃ প্রদ্যোতঃ প্রাকৃতস্তথা। বৈরম্ভণাদয়-স্তত্র সর্ব্ববায়ুবশঙ্গতাঃ। ইতি। এতে চতুর্দ্দশ বায়বো দেহে যদা কৃতা-স্পদাঃ তদা প্রাণময়ঃ কোশঃ। এতদিতি এতৌ অন্নময়প্রাণময়ৌ কোশৌ তয়োর্দ্বয়ং তেন সংযুক্তঃ আত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ বিষয়া

যখন আত্মা ভাবপদার্থের সাক্ষী, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও স্বয়ং ভাবরহিত এবং ব্যবধায়ক বস্তন্তররহিত হইয়া চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তখনই তাঁহার তুরীয়াবস্থা হয় ॥ ৩ ॥

অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও রক্ত, এই ষট্ কোষই অন্নের কার্য্য, উক্ত ষট্‌কোষই অন্নময় কোষ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত এই চতুর্দ্দশ বায়ু যখন অন্নময়কোষে বর্ত্তমান হয়, তখনই তাহাকে প্রাণময় কোষ বলা যায়। যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণ-ময়, এই কোষদ্বয়সংযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই করণ-

বিশেষাবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশচতুষ্টয়স্বকারণ-বিজ্ঞানে বট-কণিকায়ামিব বৃক্ষো যদা বর্ত্ততে তদা আনন্দময়ঃ কোশ-ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

সুখ-দুঃখ-বুদ্ধ্যাশ্রয়ো দেহান্তঃকর্ত্তা যদা তদা ইষ্ট-

যেষাং তে তান্ মঙ্গলপাদয়ো যে ধর্ম্মস্তান্। এতদিতি এতেন পূর্ব্বোক্ত-কোশত্রয়েণ সংযুক্তঃ তদ্গতবিশেষা-বিশেষজ্ঞঃ তদ্গতঃ সঙ্কল্পাদিগতঃ বিশেষঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ অবিশেষঃ মনুষ্যত্বাদি-সামান্যং তয়োর্জ্ঞাতা স বিকল্প-কল্পনাদিমান্ স্বকারণ-বিজ্ঞানে স্বস্য কারণীভূতং যদা এতৎ কোশচতুষ্টয়ং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং ব্রহ্ম তত্র বর্ত্ততে। তত্র দৃষ্টান্তঃ বটবীজে যথা বটো বর্ত্ততে তদ্বৎ স চ নির্ব্বিষয়ে জাগ্রতি মনসি সুষুপ্তে ভবতি ॥ ৪ ॥

কর্ত্তৃলক্ষণমাহ সুখেতি। সুখং মে ভবতু দুঃখং মে মা ভূদিতি প্রবৃত্তঃ সুখ-দুঃখয়োরনুভবিতা দেহান্তঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহোপাধিঃ কর্ত্তেত্যর্থঃ। যদা

চতুষ্টয় দ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয় এবং সঙ্কল্পবিকল্পাদি ধর্ম্মই কারণ, তখনই তাহাকে মনোময় কোষ বলা যায়। আত্মা পূর্ব্বোক্ত অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় এই কোষত্রয়যুক্ত হইয়া সঙ্কল্পাদিগত ব্রাহ্মণত্বাদি বিশেষ এবং মনুষ্যত্বাদি অবিশেষজ্ঞ হইলে তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া থাকে। যখন আত্মা স্বকারণবিজ্ঞানবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়যুক্ত হয়, অর্থাৎ বটবীজ যেমন বৃক্ষের কারণ, সেইরূপ যখন আত্মা স্বীয় কারণী-ভূত হইয়া বর্ত্তমান হয়েন, তখনই তাহাকে আনন্দম কোষ বলিয়া থাকে ॥ ৪ ।

এইক্ষণ কর্ত্তৃলক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—"আমার সুখ হউক এবং আমার দুঃখ না হউক" এইরূপে প্রবৃত্ত, অর্থাৎ সুখ দুঃখের অনুভবকারী স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহোপাধিবিশিষ্ট আত্মাকেই কর্ত্তা বলা যায়, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-বুদ্ধি বিশিষ্ট আত্মাই কর্ত্তা। সুখ, দুঃখ ও বুদ্ধি এই সকলই কর্ত্তৃলক্ষণের অঙ্গ,

বিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিঃ অনিষ্টবিষয়ে বুদ্ধির্দুঃখবুদ্ধিঃ শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ সুখ-দুঃখ-হেতবঃ ॥ ৫ ॥

পুণ্য-পাপ-কর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্ত-শরীর-সম্বন্ধ-বিয়োগম্ অপ্রাপ্তশরীর-সংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বাজ্জীব ইত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥

তদেতৎ পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে যদা দেহোপাধিস্তদা কর্ত্তেত্যর্থঃ। সুখ-দুঃখ-বুদ্ধ্যোর্লক্ষণে লক্ষণান্তরমাহ ইষ্টেতি। ইষ্টানিষ্ট-বিষয়ানাহ শব্দেতি। অনুকূলবেদ্যাঃ সুখহেতবঃ প্রতিকূলবেদ্যা দুঃখহেতবঃ ॥ ৫ ॥

সুখ-দুঃখ-হেতূন্ নিদর্শয়ন্ জীবলক্ষণমাহ পুণ্যেতি। পুণ্য পাপানু-সারিত্বং জ্ঞান-সংস্কারয়োরপ্যুপলক্ষণম্ তমেতং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ ইতি শ্রুতেঃ। প্রাপ্তস্য শরীরস্য যঃ সম্বন্ধঃ তস্য বিয়োগমিব কুর্ব্বাণঃ অপ্রাপ্তস্য শরীরস্য সংযোগমিব শব্দো বস্তুতোঽসঙ্গত্বাৎ। উপ-হিতত্বাৎ নানা শরীরোপাধিমত্বাৎ জীব ইত্যুচ্যতে। প্রাপ্ত-শরীর-সন্ধি-র্যোগমিতি পাঠে প্রাপ্তঃ শরীর-যোগ-সন্ধিঃ যেন সঃ। একশরীরত্যাগেন অপর-শরীর-গ্রহণম্। সন্ধির্যোগমিত্যস্যৈব ব্যাখ্যানম্ অপ্রাপ্ত-শরীর-সংযোগমিতি ॥ ৬ ॥

অতএব এইস্থলে বলিতেছেন।—ইষ্টবিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহাই সুখ বুদ্ধি এবং অনিষ্ট বিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহাই দুঃখ বুদ্ধি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারাই বিষয় এবং সুখদুঃখের হেতু। যাহা অনুকূল বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই সুখের হেতু এবং যাহা প্রতিকূল বলিয়া জানা যায়, তাহা দুঃখের হেতু ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে সুখ দুঃখের হেতু প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ জীবলক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—যখন আত্মা পুণ্য, পাপ, জ্ঞান ও সংস্কারের অনুসারী হইয়া প্রাপ্ত শরীরসম্বন্ধের বিয়োগকে অপ্রাপ্ত শরীরযোগের ন্যায় করেন, দেখা যায়, অর্থাৎ তিনি অসঙ্গ হইয়াও যখন নানা শরীরোপাধিমান হয়েন, তখনই তাঁহাকে জীব বলা যায় ॥ ৬ ॥

মন আদিশ্চ প্রাণাদিশ্চ সত্ত্বাদিশ্চ ইচ্ছাদিশ্চ পুণ্যাদি-শ্চৈতে পঞ্চ বর্গা ইতি ॥ ৭ ॥

এতেষাং পঞ্চবর্গাণাং ধর্ম্মীভূতাত্মজ্ঞানাদৃতে ন বিনশ্যতি। আত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধি-র্যস্তল্লিঙ্গশরীরং হৃদয়গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং লক্ষয়িতুং লিঙ্গং নিরূপয়িষুঃ পঞ্চ বর্গানাহ মন আদিরিতি। মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চ প্রাণাদিঃ পঞ্চ বায়বঃ সত্ত্বাদিঃ ত্রয়ো গুণাঃ ইচ্ছাদিঃ কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীশ্চ পুণ্যাদিঃ পুণ্য-পাপ-জ্ঞানসংস্কারাঃ পঞ্চ এতে বর্গাঃ ইতি বাক্যসমাপ্তৌ ॥৭॥

লিঙ্গস্য মন আদিসন্নিমাহ এতেষামিতি। ধর্ম্মো ভূতাত্মজ্ঞানাৎ ভূতসিদ্ধো য আত্মা তস্য জ্ঞানং বিনা ন নশ্যতি আত্মজ্ঞানে তু নশ্যতি। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি রিত্যাদিশ্রুতেঃ। ইদানীং লিঙ্গলক্ষণান্তর্ভূতমাত্মান্তরমাহ আত্মসন্নিধাবিতি। আত্মনো নিত্যত্বধর্ম্মাধ্যাসাৎ নিত্য ইব ভাসমান ইতি

এইক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ নিরূপণার্থ লিঙ্গ নির্ণয়াভিপ্রায়ে পঞ্চ বর্গ নিরূপণ করিতেছেন।—মন আদি অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার; প্রাণাদি অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু; সত্ত্বাদি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়; ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ও মোহ; পুণ্যাদি অর্থাৎ পুণ্য, পাপ, জ্ঞান ও সংস্কার। এই মন আদি, প্রাণাদি, সত্ত্বাদি, ইচ্ছাদি এবং পুণ্যাদি, ইহারা পঞ্চ বর্গ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭ ॥

ভূতসিদ্ধ যে আত্মা, তাহার জ্ঞানব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ বর্গের ধর্ম্ম বিনাশ পায় না। আত্মজ্ঞান হইলেই পঞ্চবর্গের ধর্ম্ম বিনাশ পাইয়া থাকে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয় এবং সর্ব্ববিধ সংশয় ছিন্ন হইয়া থাকে। আত্মসন্নিধানে উহা নিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে আত্মোপাধি, তাহাই লিঙ্গ শরীর, ইহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলা যায় ॥ ৮ ॥

তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যং স ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ানামাবির্ভাব-তিরোভাব-জ্ঞাতা স্বয়মেব-মাবির্ভাব-তিরোভাব-হীনঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স সাক্ষীত্যু-চ্যতে। ব্রহ্মাদি-পিপীলিকাপর্য্যন্তঃ সর্ব্বপ্রাণি বুদ্ধিষ্ব-বিশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থো যদা তদা

স্বরূপকথনম্ এবম্বিধো য আত্মোপাধিঃ তস্য দ্বে সংজ্ঞে লিঙ্গং হৃদয়গ্রন্থি-রিতি চ ॥ ৮ ॥

যদর্থং লিঙ্গলক্ষণমুক্তং তল্লক্ষণমাহ তত্রেতি। জ্ঞাতা প্রমাতা জ্ঞানং চিত্তবৃত্তিঃ জ্ঞেয়াঃ বিষয়াঃ তেষামুৎপত্তি-বিলয়ৌ জানাতি স্বয়মেবং জ্ঞাত্রাদিবৎ যস্য তৌ নস্তঃ কিন্তু নির্ব্বিকারঃ স্বপ্রকাশশ্চ স সাক্ষাৎ অব্যবধানেন তদ্দ্রষ্টৃত্বাৎ সাক্ষীত্যুচ্যতে। অবিশিষ্টতয়া বিশেষরহিত-চেতনাকারেণ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থঃ ধ্যায়তীব লেলায়তীব সুধীরিতি শ্রুতেঃ কূটে বুদ্ধ্যাদৌ মিথ্যাভূতে তিষ্ঠতি কূটস্থঃ কূটস্থাদয়ো যে উপহিতাঃ ভেদাঃ উপাধিযুক্তা বিশেষাঃ তেষাং স্বরূপলাভং প্রতি হেতুঃ সন্ মণি-

---

যদর্থ লিঙ্গলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহারই লক্ষণ কথিত হই-তেছে।—সেই লিঙ্গ শরীরে যে চৈতন্য প্রকাশ পায়, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। প্রমাতা, চিত্তবৃত্তি ও বিষয়, ইহাদিগের উৎপত্তিপ্রলয় যিনি জানেন এবং যিনি উৎপত্তিপ্রলয়বিহীন, নির্ব্বিকার, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অর্থাৎ স্বপ্রকাশমান, যিনি অব্যবধানরূপে সকলের দ্রষ্টা, তাঁহাকেই সাক্ষী বলিয়া থাকে। যিনি ব্রহ্মাদি পিপীলিকাপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে বিশেষ রহিত চৈতন্যাকারে লভ্যমান হইয়া যখন সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থান করেন, তখনই তিনিই কূটস্থ হয়েন, অর্থাৎ কূটে (মিথ্যাভূত বুদ্ধ্যাদিতে) বিদ্যমান হইয়া থাকেন, আর কূটস্থাদি উপাধি বিশেষের স্বরূপ লাভের প্রতি হেতু হইয়া মালাস্থিত মণিগণের মধ্যগত সূত্রের ন্যায়

কূটস্থ ইত্যুচ্যতে কূটস্থাদ্যুপহিতভেদানাং স্বরূপ-লাভ-হেতুর্ভূত্বা মণিগণসূত্রমিব সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুস্যূতত্বেন যদা প্রকাশতে আত্মা তদান্তর্যামীত্যুচ্যতে। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তস্মুবর্ণঘনবদ্বিজ্ঞানচিন্মাত্র-স্বভাব আত্মা যদাব-ভাসতে তদা ত্বং পদার্থঃ প্রত্যগাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ৯ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম সত্যমবিনাশি নামদেশ-কাল-বস্তু-নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি তদবিনাশি জ্ঞানমিতি উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভি-

---

গুচ্ছস্থসূত্রবৎ সর্ব্বশরীরেষ্বনুগতত্বেন যদা ভাত্যাত্মা তদান্তর্যামিসংজ্ঞো ভবতি। তদুক্তম্—অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ময়ি সর্ব্ব-মিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ইতি। ত্বম্পদার্থঃ শোধিত ইতি শেষঃ ন হ্যশোধিতে ত্বম্পদার্থে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তত্বাদি-বিশেষণ-সম্ভবঃ। ৯।

পরমাত্মানং তৎপদার্থং বক্তুং ব্রহ্মণো রূপ-চতুষ্টয়মাহ সত্যমিতি। চতুষ্টয়ং ক্রমেণ লক্ষয়তি সত্যমবিনাশীতি। অবিনাশীত্যস্য কোঽর্থঃ ইত্যত

সর্ব্বশরীরে অনুগত আত্মা যখন প্রকাশ পাইতে থাকেন, তখন তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ভগবান কহিয়াছেন, আমাহইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। আর যেমন সূত্র-মধ্যে মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই অখিল বিশ্ব আশ্রিত আছে। যখন সেই আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া চিন্মাত্র রূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন, তখনই তাহাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া থাকে এবং তিনিই ত্বং পদার্থ। ৯।

এইক্ষণ পরামাত্মনির্ণয়ার্থ ব্রহ্মের রূপ চতুষ্টয় বলিতেছেন, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ এবং ব্রহ্ম এই সকলকেই ব্রহ্মের রূপ চতুষ্টয় বলা যায়। যিনি অবিনাশী, তিনিই সত্য অর্থাৎ নাম, দেশ, কাল, বস্তু ও নিমিত্ত,

ধীয়তে। অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুকার্য্যেষু তন্তুরিব অব্যক্তাদিসৃষ্টিপ্রপঞ্চেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যমনন্তমিত্যুচ্যতে। আনন্দো নাম সুখচৈতন্য-স্বরূপোঽপরিমিতানন্দ-সমুদ্রঃ। অবিশিষ্ট-সুখ-স্বরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে। এতদ্বস্তুচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশ-কাল-নিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। ত্বং পদার্থাদৌপাধিকাৎ তৎপদার্থা-

---

আহ নামেতি। নামাদি-পঞ্চসু নষ্টেষ্বপি যৎ তত্ত্বং স্থিরং তদবিনাশি জ্ঞাতব্যমিতিশেষঃ। জ্ঞানপদার্থমাহ জ্ঞানমিতীতি। আদ্যং জ্ঞানপদং প্রতীকম্ উত্তরমর্থনির্দ্দেশঃ। এবমনন্তানন্দয়োরপি দ্রষ্টব্যম্। পূর্ব্বং কার্য্যাৎ প্রাগ বর্ত্তমানং কার্য্যজাতস্য চ ব্যাপকং রূপাচ্ছাদকং শুক্তিমিব রজতব্যাপিকা। সুখেতি সুখাত্মকং যচ্চৈতন্যং তদ্রূপঃ ন তু জ্ঞানাদ্ভিন্নং সুখমস্তি। তস্য নিরবধিতামাহ অপরিমিতেতি। দৃষ্টিসুখং শ্রোত্রসুখ-মিতিবৎ। বিশেষোঽত্র নাস্তীত্যাহ। অবিশিষ্টেতি। লক্ষণমিতি এত-চ্চতুষ্টয়ং রূপমিত্যর্থঃ। অব্যভিচারি সদোপলভ্যমানং যদ্রূপং স তৎপদার্থ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। তস্যৈব পুনর্নামদ্বয়মাহ পরমিতি। পরমিত্যুভয়ত্রাপ্য-

---

এই পঞ্চের বিনাশ হইলেও যাহার বিনাশ হয় না, তিনিই অবিনাশী। যিনি উৎপত্তিবিনাশরহিত চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়েন। যিনি মৃদ্বিকারে মৃত্তিকার ন্যায়, সুবর্ণ বিকারে সুবর্ণের ন্যায় এবং তন্তুকর্য্যে তন্তুর ন্যায় অব্যক্ত, আদি সৃষ্টি প্রপঞ্চকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্ব-ব্যাপক চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাকেই অনন্ত বলা যায়। যিনি সুখ ও চৈতন্য স্বরূপ, অথচ অপরিমিত আনন্দসাগর এবং অবিশিষ্ট সুখস্বরূপ, তাঁহাকেই আনন্দ বলা যায়। এতদ্বস্তু চতুষ্টয় যাহার লক্ষণ এবং যিনি দেশ, কাল ও নিমিত্তের অব্যভিচারী, সেই তৎপদার্থ পরব্রহ্ম নামে কথিত হইতে-

দৌপাধিকাদ্‌বিলক্ষণঃ আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তা-মাত্রস্তৎপদার্থস্যাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ১০ ॥

অনাদিরন্তর্ব্বর্ত্তিনী প্রমাণাপ্রমাণ-সাধারণা ন সতী নাসতী ন সদসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতৌ নিরূপ্য-

---

ব্যয়ম্। তত্ত্বং পদলক্ষিতমর্থং লক্ষয়তি ত্বং পদার্থাদিতি। অতৎপদার্থশ্চ তৎপদার্থাদৌপাধিকাদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। আত্মা শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

মায়ালক্ষণমাহ অনাদিরিতি। অনাদিঃ পূর্ব্বাবধিবিধুরা অন্তর্ব্বর্ত্তিনী গর্ভিণী কার্য্যোৎপাদন-সমর্থা। অন্তবতীতি পাঠে কার্য্য-রূপেণ নশ্বরা চিদ্রূপেণ কারণাত্মনা তু নিত্যৈব শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। চিচ্ছক্তি-ত্বাচ্চাস্যাঃ কদাচিদপি ব্রহ্মণো জগজ্জননাদ্যসামর্থ্যাসম্ভবাৎ স্বভাবহানি-প্রসঙ্গাৎ প্রাগ্‌জ্ঞানাৎ সত্ত্বাৎ সান্তেতি সম্প্রদায়বিদঃ। প্রমাণেতি। উভয়োবতত্ত্ব-বিষয়ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেন প্রমাণাবিষয়ত্বাৎ ন সতী ব্রহ্মাতিরেকেণ নাসতী উপলব্ধিবিরোধাৎ ন সদসতী বিরোধাৎ কিন্তু সদ-সদ্বিলক্ষণানির্ব্বচনীয়া জ্ঞানবাধ্যা ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বয়ন্তু ব্রূমঃ ব্রহ্ম-রূপেণ সতী কার্য্যরূপেণাসতী তেন সর্ব্বাত্মনা সতী নাপ্যসতী নাপি সদ-সতী সদ্রূপেণাসত্ত্বাভাবাৎ অসদ্রূপেণ সত্ত্বাভাবাৎ এতদুপপাদিতম্ অধস্তাৎ স্বয়মধিষ্ঠানস্য ব্রহ্মণোঽবিকারাৎ বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী আত্মা-নমদর্শয়ন্তী ব্রহ্মাতিরেকেণানুপলভ্যমানা অনিরূপ্যমাণে অবিবেক দশায়াং

ছেন। আর যিনি ঔপাধিক ত্বং পদার্থ এবং ঔপাধিক তৎপদার্থ হইতে অতিরিক্ত, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, কেবল তৎপদার্থের সত্তা মাত্র, তাহাকে আত্মা বলা যায় ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ মায়া লক্ষণ কহিতেছেন।—যাহা অনাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বাবধি-রহিত কার্য্যোৎপাদন সর্থা। কেহ কেহ বলেন, যাহা কার্য্যরূপে নশ্বর এবং কারণ রূপে নিত্য, প্রমাণ ও অপ্রমাণসাধারণ, যাহা সৎ বা অসৎ নহে, সদসৎস্বরূপও নয়, অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মরূপে সৎ এবং কার্য্যরূপে অসৎ

মাণে অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়েত্যুচ্যতে ॥ ১১ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বোপনিষৎসারঃ সমাপ্তঃ ॥

সতী স্বকার্য্যং দর্শয়ন্তী লক্ষণশূন্যা ঈদৃশী তাদৃশীতি নির্ব্বক্তুমশক্যা সা মায়া। মাশব্দো নিষেধে যাশব্দঃ প্রাপ্তৌ প্রাপ্তাপি সতী যা নাস্তি সা মায়া ॥ ১১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদ-বাক্যানাং সর্ব্বোপনিষদ্দীপিকা।

ইতি সর্ব্বোপনিষৎসারস্য দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

আর স্বয়ং বিকাররহিতপ্রযুক্ত বিকারহেতু নিরূপ্যমাণ হইলে অসৎ এবং অনিরূপ্যমাণে সৎ, আর যাহা লক্ষণশূন্য, অর্থাৎ কোনরূপেও যাহার নির্ব্বচন করা যায় না, তাহাই মায়া বলিয়া কথিত হয়। ১১।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বোপনিষৎসার সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীন[illegible]কুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁব্রহ্মবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বজ্ঞানমনুত্তমাম্।
যত্রোৎপত্তিং লয়ঞ্চৈব ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাৎ ॥ ১ ॥

ওঁ ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদি দ্বিখণ্ডায়াং ত্রিদেবতাঃ।
স্থিত্যুৎপত্তিলয়াঃ প্রোক্তাঃ প্রণবস্যাক্ষরত্রয়াৎ ॥ ১ ॥

প্রশ্নে প্রণবস্ত্রিমাত্রাভেদেনোপাস্যতয়োপক্ষিপ্তঃ তস্যাবয়বশঃ শরীরবর্ণ-স্থানলয়া নোক্তা ইতি তদর্থং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদারভ্যতে। ব্রহ্মবিদ্যাং প্রবক্ষ্যামীতি শ্লোকঃ ক্বচিদেবাদৌ পঠ্যতে। ব্রহ্ম প্রণবঃ তস্য বিদ্যাং জ্ঞানং তাং কিম্ভূতাং সর্ব্বেষাং জ্ঞানম্ উপায়ভূতাম্ তথা যত্র বিদ্যায়াং দেবত্রয়াৎ উৎপত্তিং লয়ং চকারাৎ পালনঞ্চ প্রবক্ষ্যামীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। শ্রুতেঃ প্রতিজ্ঞেয়ম্ ॥ ১ ॥

প্রণবের ত্রিমাত্রাভেদে উপাসনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অবয়ব-ক্রমে শরীর, বর্ণ, স্থান ও লয় উক্ত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যোপনি-ষদের আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যা বলিব। ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রণব, তাহার জ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যা. এই ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের হেতু। এই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই দেবত্রয়, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ॥ ১ ॥

প্রসাদান্তঃ সমুত্থস্য বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
রহস্যং ব্রহ্মবিদ্যায়াং ধ্রুবাগ্নিঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম যদুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।

প্রসাদেতি। বিষ্ণোর্ব্রহ্মবিদ্যায়া রহস্যং ধ্রুবাগ্নিঃ প্রণবতেজ ইতি প্রচক্ষতে বুধা ইত্যন্বয়ঃ। বিষ্ণুনেয়ং বিদ্যা প্রবর্ত্তিতেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য প্রসাদেন ভক্তকৃপয়া অন্তঃ অন্তরাৎ স্তম্ভমধ্যাৎ সমুত্থস্য নৃসিংহরূপেণ প্রকটীভূতস্য যদ্বা প্রসাদো দেবভূভুজাম্ ইতি কোষাৎ। ক্ষীরোদার্ণববৈকুণ্ঠবলিগৃহদ্বারাদেঃ প্রসাদস্যান্তরাৎ জগদ্রক্ষণার্থং প্রকটীভূতস্য। যদ্বা প্রসাদঃ লিঙ্গাদ্যপেক্ষয়া প্রসন্নরূপো জীবঃ তস্য অন্তরম্ আবরণমবিদ্যাদি ততঃ সমুত্থস্য নিক্রান্তস্য অবিদ্যাবরণরহিতস্যেত্যর্থঃ যথোক্তং ছান্দোগ্যে স এষ প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিসম্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি। অদ্ভুতকর্ম্মণঃ মৎস্যাদিরূপেণ। ২।

ওঙ্কারঃ ধ্রুবঃ অক্ষরনির্ঘণ্টাবুক্তঃ তথাহি "ওঙ্কারো বর্ত্তুলস্তারো বিন্দুঃ

ব্রহ্মবিদ্যাই বিষ্ণুর রহস্য, ইহাকে পণ্ডিতগণ ধ্রুবাগ্নি, অর্থাৎ প্রণবতেজ বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুই এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক, ইনি ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে সমুত্থানপূর্ব্বক নৃসিংহরূপে প্রকাশিত হইয়া অথবা ক্ষীরোদার্ণবশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ জগতের রক্ষণার্থ বলিরাজের গৃহদ্বারে আবির্ভূত হইয়া এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন ইনি জীবের আবরণভূত অবিদ্যা হইতে নিক্রান্ত, অর্থাৎ মায়ারহিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে, সেই বিষ্ণু পরমপ্রসাদ, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ অতি প্রধান। তিনি এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বীয়রূপে অভিসম্পন্ন হয়েন। তিনিই উত্তম পুরুষ। এই বিষ্ণু অদ্ভুতকর্ম্মা, অর্থাৎ মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন। ২ ॥

ব্রহ্মবাদীরা ওম্ এই একাক্ষরকে ব্রহ্মস্বরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই ওঙ্কারই ধ্রুব, অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্ম। শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে,

শরীরং তস্য বক্ষ্যামি স্থানং কালং লয়ং তথা ॥ ৩ ॥
তত্র দেবাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা লোকা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
তিস্রো মাত্রার্দ্ধমাত্রা চ ত্র্যক্ষরস্য শিবস্য চ ॥ ৪ ॥

শক্তিস্ত্রিদেবতা। প্রণবো মন্ত্রগর্ভশ্চ পঞ্চদেবো ধ্রুবঃ শিবঃ। মন্ত্রাদ্যঃ পরমং বীজং মূলমাদ্যশ্চ তারকঃ। শিবাদি ব্যাপকো ব্যক্তঃ পরং জ্যোতিশ্চ সংবিদঃ।" ইতি স্থানং কালং লয়ং তথেতি। কালশব্দো মেচকবাচকো বর্ণং লক্ষয়তি তেন বর্ণং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। বর্ণমিত্যেব বক্তব্যে কালগ্রহণং মাত্রারূপকালস্যাপি সংগ্রহার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩ ॥

অবয়বশঃ শরীরং তাবদাহ তত্র দেবা ইতি। ত্র্যক্ষরস্য শিবস্য চেতি শিবঃ অর্দ্ধমাত্রার্থঃ তিস্রো মাত্রাস্ত্র্যক্ষরস্য অর্দ্ধমাত্রা শিবস্যেত্যর্থঃ প্রণবস্য দেবাদয়স্ত্রয় উক্তাঃ। তিস্রো মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা চেতি বক্তব্যে ছান্দসঃ সন্ধিঃ তদুক্তং হটপ্রদীপিকায়াম্। "অকারশ্চ উকারশ্চ মকারো বিন্দুসংজ্ঞকঃ। ত্রিধা মাত্রা স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি" ॥ ৪ ॥

ওঙ্কারকে বর্ত্তুল ও তার বলে। ত্রিদেবতা, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ইহারাই প্রণবের শক্তি। এই ওঙ্কার মন্ত্রগর্ভ, পঞ্চদেবাত্মক, ধ্রুব ও শিবস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, আর ইহা সর্ব্বমন্ত্রের আদি, পরমবীজ সকলের মূল, সকলের আদি ও সকলের তারক। ইহা শিবাদির ব্যাপক, পরন্তু জ্যোতিঃস্বরূপ এবং শিবাদিই ইহার ব্যক্তরূপ। স্থান, কাল ও লয় ইহারাই ওঙ্কারে শরীররূপে বর্ণিত হইবে। অতঃপর ওঙ্কারের শরীর ও বর্ণ বর্ণন করিব ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বশ্রুতি প্রতিজ্ঞাত ওঙ্কারের শরীর কথিত হইতেছে।—ওঙ্কারে তিন দেব, তিন লোক, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি বিদ্যমান আছে, আর ত্র্যক্ষরাত্মক শিবস্বরূপ ওঙ্কারে ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রা বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহারাই প্রণবের শরীর। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, যে প্রণবে অকার, উকার, মকার ও বিন্দুসংজ্ঞকমাত্রাত্রয় অবস্থিত আছে, সেই প্রণবই, পরম জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ॥ ৪ ।

ঋগ্বেদো গার্হপত্যশ্চ পৃথিবী ব্রহ্ম এব চ।
অকারস্য শরীরন্তু ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
যজুর্ব্বেদোঽন্তরিক্ষঞ্চ দক্ষিণাগ্নিস্তথৈব চ।
বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেব উকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥
সামবেদস্তথা দ্যৌশ্চাহবনীয়স্তথৈব চ।
ঈশ্বরঃ পরমো দেবো মকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥
সূর্য্যমণ্ডলমিবাভাত্যকারঃ শঙ্খমধ্যগঃ।
উকারশ্চন্দ্রসঙ্কাশস্তস্য মধ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

ত্রয় ইত্যুক্তং তদেব বিভজতে ঋগ্বেদ ইত্যাদিনা। ব্রহ্ম এব চেত্যত্র ছান্দসো হ্রস্বঃ প্রকৃতিভাবশ্চ ব্রহ্মা দেব ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৭ ॥

খণ্ডান্তেন গ্রন্থেন শরীরমুক্তং সম্প্রতি স্থানং বর্ণসহিতমাহ সূর্য্যেতি। সূর্য্যমণ্ডলমিব আভাতি অকারঃ শঙ্খঃ ললাটাস্থি তন্মধ্যং নেত্রস্থানং তত্র বর্ত্তমানঃ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষপুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। শঙ্খো নিধ্যন্তরে কম্বু ললাটাস্থিনখেষু চ ইতি বিশ্বঃ। তস্য মধ্যে শঙ্খস্যৈব মধ্যে অর্থাৎ বামনেত্রে স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

ঋগ্বেদ, গার্হপত্যাগ্নি, পৃথিবী ও ব্রহ্মা ইহারাই অকারের শরীর, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এইরূপ প্রণবের অন্তর্গত অকারের শরীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

যজুর্ব্বেদ, অন্তরীক্ষ, দক্ষিণাগ্নি ও ভগবান্ বিষ্ণুদেব, ইহারাই উকারের শরীর বলিয়া কীর্ত্তিত আছে ॥ ৬ ॥

সামবেদ, স্বর্গ, আহবনীয় অগ্নি এবং পরমদেব ঈশ্বর, ইহারা মকার শরীর বলিয়া কথিত আছে, অর্থাৎ মকারে সামবেদাদি বিদ্যমান আছে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে অকার, উকার ও মকারের শরীর বর্ণন করিয়া সম্প্রতি উক্ত অকারাদির বর্ণ ও স্থান বলিতেছেন।—অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়

মকারশ্চাগ্নিসঙ্কাশো বিধূমো বিদ্যুতোপমঃ।
তিস্রো মাত্রাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সোমসূর্য্যাগ্নিতেজসঃ॥ ৯
শিখাভা দীপসঙ্কাশা যস্মিন্নুপরি বর্ত্ততে।
অর্দ্ধমাত্রা তু সা জ্ঞেয়া প্রণবস্যোপরি স্থিতা॥ ১০॥

মকার ইতি অত্রাপি তস্য মধ্যে ইত্যপেক্ষতে শঙ্খস্য মধ্যে অর্থাৎ তৃতীয় নেত্রে ব্যবস্থিতঃ; অতএব যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তম্। "ইড়ায়াং পিঙ্গলায়াঞ্চ চরতশ্চন্দ্রভাস্করৌ। ইড়ায়াং চন্দ্রমা জ্ঞেয়ঃ পিঙ্গলায়াং রবিঃ স্মৃতঃ॥" ইতি খেচর্য্যাঞ্চ "জিহ্বামূলে স্থিতো দেবি! সর্ব্বতেজোময়োঽনলঃ। তদগ্রে ভাস্করশ্চন্দ্রস্তালুমধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন তস্য সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।" ইতি তিস্রো মাত্রাঃ অকারাদয়ঃ অনেন কাল উক্তঃ সোমসূর্য্যাগ্নিতেজস ইত্যনেন বর্ণা উক্তাঃ যস্মিন্ শঙ্খে উপরি তৃতীয়নেত্রাদুপরি অনেনার্দ্ধমাত্রাস্থানমুক্তম্॥ ৯-১০॥

দীপ্তিশালী এবং ললাটাস্থিমধ্যে, অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্রস্থানে বর্ত্তমান আছে। "দক্ষিণেঽক্ষ পুরুষঃ" এই শ্রুতিপ্রমাণেও অকারের দক্ষিণনেত্রবর্ত্তিত্ব জানা যায়। উকার চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশ এবং বামনেত্রে ইহার অবস্থিতি॥৮॥

মকার নির্ধূম অগ্নিসদৃশপ্রভাশালী এবং বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল। ললাটমধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয়নেত্রে ইহার অবস্থিতি আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে চন্দ্র ও সূর্য্য বিচরণ করেন, অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্যের বিচরণ হইয়া থাকে। খেচরীতে লিখিত আছে যে, জিহ্বা মূলেতে সর্ব্বতেজোময় অনল বাস করেন, তাহার অগ্রে ভাস্কর এবং তালু মধ্যে চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে সাধক এইরূপ তত্ত্ব জানিতে পারেন, তাহার নিশ্চয় সিদ্ধি হয়। অতএব অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয় ক্রমত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তেজঃশালী জানিবে। ইহাদ্বারা অকারাদির বর্ণ উক্ত হইল॥ ৯॥

যাহা শিখাভা ও দীপসঙ্কাশা এবং তৃতীয়নেত্রের উপরি বিদ্যমান

ধ্রুবং হি চিন্তয়েদ্‌ব্রহ্ম সোঽমৃতত্বায়কল্পতে।
সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তৎপরং ব্রহ্ম। তদুক্তং হটপ্রদীপিকায়াম্ "কাষ্ঠে প্রবর্ত্তিতো বহ্নিঃ কাষ্ঠেন সহ শাম্যতি। নাদে প্রবর্ত্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে বিসৃজ্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াশু মনসা ব্রহ্মাকাশে বিলীয়তে।" ইতি। লয়লক্ষণন্ত। "লয়ো লয় ইতি প্রাহুঃ কীদৃশং লয়লক্ষণম্। অপুনর্ব্বাসনোত্থানাৎ লয়ো বিষয়বিস্মৃতিঃ॥" ইতি। যদ্বা যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। উপসংহরতি ধ্রুবমিতি। ধ্রুবম্ ওঙ্কারং হি ব্রহ্ম চিন্তয়েৎ ধ্রুবম্ একরূপং বা একাগ্রতয়া বা ব্রহ্ম চিন্তয়েৎ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ১৪ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা ব্রহ্মবেদনে।

ইতি ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদোদীপিকা সমাপ্তা ॥

আছে যে, যেমন বহ্নি কাষ্ঠেত প্রবর্ত্তিত হইয়া কাষ্ঠের সহিত শান্ত হয়, সেইরূপ চিত্ত নাদে প্রবর্ত্তিত হইয়া নাদের সহিত লয় পাইয়া থাকে। অতএব সকল বাহ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধাম্বুর ন্যায় নাদের সহিত একীভাব অনুভব করত ব্রহ্মাকাশে বিলীন হয়। লয় লক্ষণে উক্ত আছে যে, লয় লয় বলিয়া যাহা কথিত আছে, তাহা কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে, বাসনার বিনাশ হইলে যে বিষয়বিস্মৃতি হয়, তাহাই লয়। অথবা যাহাহইতে বাক্য নিবৃত্ত হয়, তাহাই লয়। উপসংহারে বলিতেছেন, ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মকে চিন্তা করিবে। একাগ্রমনে ব্রহ্ম চিন্তাকরিলে, সেই সাধক অমৃতত্ব, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। উপনিষৎ সমাপ্তিতে অন্তবাক্য দুইবার পাঠ করিতে হয়, এই নিমিত্ত "সোঽমৃতত্বায়কল্পতে" এই বাক্যের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

কৈবল্যোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

কৈবল্যোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ ॥ অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং
পরমেষ্ঠিনং পরিসমেত্যোবাচ।

কৈবল্যোপনিষদো-দীপিকা।

ওঁ ॥ কৈবল্যোপনিষদ্ ব্রহ্ম শতরুদ্রিয়-সংজ্ঞিকা।
একচত্বারিংশত্তমী মধ্যে খণ্ডদ্বয়সমন্বিতা ॥

সাধনোপদেশপ্রকরণস্থাৎ জাবালে শতরুদ্রিয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানসাধনত্বেন বৈনিযুক্তম্ ততঃ কিং স্বরূপম্ ইত্যপেক্ষায়াং সেতিহাসং তৎ কৈবল্যোপ-

---

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।

কৈবল্যাখ্যোপনিষদং কৈবল্যার্থাববোধিনীম্।
ব্যাখ্যাস্যে কৈবল্যস্তেন কৈবল্যাত্মা প্রসীদতু।

ভগবতী শ্রুতির্ম্মাতেব সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং কঞ্চনাশ্বলায়নমুররীকৃত্য আখ্যায়িকামবতারয়তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামাস্তিক্যং জনয়িতুম্। অথ সাধন-

---

ঋগ্বেদাচার্য্য আশ্বলায়ন শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং
সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।
যয়াচিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যপোহ্য
পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্॥ ১॥

নিষদি প্রদর্শ্যতে অথাশ্বলায়ন ইতি। অশ্বলস্যাপত্যম আশ্বলায়নঃ নড়াদিফগন্তঃ। পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তম্। অধীহি ইত্যাদিঃ বিদ্বানিত্যন্ত একো মন্ত্রঃ। এতদাদয়ঃ সপ্ত বৃত্তমন্ত্রাঃ ততশ্চতস্রোঽনুষ্টুভঃ পুনস্ত্রীণি সার্দ্ধানি বৃত্তানি এতাবচ্ছতরুদ্রিয়মিতি। অস্য ফলাববোধকো দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তত্র অস্পষ্টপদানি স্পষ্টীক্রিয়ন্তে। সদা সদ্ভিঃ সাধুভিঃ। যতিভিরিতি কচিৎ পাঠঃ। অচিরাৎ অবিলম্বেন সর্ব্বপাপং সর্ব্ববন্ধনং ব্যপোহ্য নিরাকৃত্য যাতি প্রাপ্নোতি কচিদুপৈতীতি পাঠঃ। ১।

চতুষ্টয়-সম্পত্ত্যনন্তরম্ আশ্বলায়নঃ ঋগ্বেদাচার্য্যঃ ভগবন্তং পূজাবন্তং পরমেষ্ঠিনং সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থাননিবাসং পরিসমেত্য শাস্ত্রীয়েণ বিধিনা সমীপমাগত্য উবাচ উক্তবান্। অধীহি মদনুগ্রহার্থং স্মর ভগবন্! সমগ্রধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্য-যশঃ-শ্রীমন্! ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ দেশ-কাল-বস্তুপরিচ্ছেদ-শূন্যস্য বিদ্যা বুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকারকারণং তাং বরিষ্ঠাম্ অতিশয়েন শ্রেষ্ঠাং সদা নিত্যং সদ্ভিঃ দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিশূন্যৈঃ সেব্যমানাং হৃদয়ে ধ্রিয়মাণাং নিগূঢ়াং সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনো বিদ্যমানত্বেন বিদ্যমানামপ্যবিদ্যয়া নিতরাং সংবৃতাম্ যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া অচিরাৎ অদীর্ঘেণ কালেন সর্ব্বপাপং নিখিলং দুঃখকারণম্ অজ্ঞানং সসংস্কারং ব্যপোহ্য বিবিধং পরিত্যজ্য বিনাশ্যেত্যর্থঃ। পরাৎ সর্ব্বজগৎকারণাদব্যাকৃতাৎ পরম্ উৎকৃষ্টম্ অজ্ঞানাশ্রয়বিষয়-স্বাভ্যাং পুরুষং পরিপূর্ণং যাতি প্রাপ্নোতি বিদ্বান্ সোঽস্মীতি সাক্ষাৎ-কারবান্। ১।

তত্ত্বজ্ঞানী সাধুগণ-কর্ত্তৃক পরিষেবিত অতি গোপনীয় সর্ব্ববিদ্যার প্রধান-ভূতা ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণীভূতা বিদ্যার উপদেশ

তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ
শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২ ॥

অবৈহি জানীহি অবেহীতি যুক্তঃ পাঠঃ একে মুখ্যাঃ। ২ ॥

এবং পৃষ্টঃ তস্মৈ স্বশিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার্থিনে স গুরুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ হ কিল উবাচ উক্তবান্ পিতামহশ্চ জগৎপিতৃণাং দক্ষাদীনাং পিতা পিতামহঃ কমলাসনঃ চকারঃ অপিকারার্থঃ স পিতামহোঽপ্যুবাচ ন তূপেক্ষাং কৃতবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সাক্ষাদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ তদর্থস্য চ ব্রহ্মণো বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ অতঃ সোপায়াং তামাহ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাৎ শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ ভক্তিঃ ভজনং তদেকতাৎপর্য্যবুদ্ধিঃ ধ্যানং বিজাতীয়-প্রত্যয়শূন্যসজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ এতেষাং যোগঃ সম্বন্ধঃ এতৎ-কারণমিতি যাবৎ তস্মাৎ অবৈহি জানীহি। ইদানীং যথা শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগো ব্রহ্মবিদ্যায়াং কারণং তদ্বৎ সন্ন্যাসোঽপীত্যাহ ন কর্ম্মণা শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন নেতি পূর্ব্বমনুষজ্যতে অমৃতত্বমিতি বক্ষ্যমাণানুষঙ্গঃ কর্ম্ম-প্রজা-ধনপদেষ্বেবগন্তব্যঃ ত্যাগেন নিখিলশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগেন পারমহংস্যাশ্রমরূপেণ একে মহাত্মানঃ সম্প্রদায়বিদঃ অমৃতত্বম্ অবিদ্যামরণভাব-রাহিত্যং আনশুঃ আনশিরে প্রাপ্তাঃ ॥ ২ ॥

করুন। বিদ্বান ব্যক্তিরা যে বিদ্যাপ্রভাবে অচিরকালে অজ্ঞানের কারণ সর্ব্বপাপ বিনাশ করিয়া পরাৎপর পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারেন ॥১॥

আশ্বলায়ন স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বলোক পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ গুরু ব্রহ্মা কহিলেন, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান যোগদ্বারা সেই পরমপুরুষকে জানিতে যত্ন কর। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান, ইহারাই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের কারণ এবং সন্ন্যাসদ্বারাও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে, তদ্ভিন্ন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্ম, পুত্রপৌত্রাদি সন্তান, অথবা কোনরূপ

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥ ৩ ॥

পরেণ নাকমিত্যনয়া দ্বিতীয়া ইতি পরেণ যোগে দ্বিতীয়া গুহায়াম্ অজ্ঞানগহ্বরে ॥ ৩ ॥

এবং কৃতে সন্ন্যাসে পরেণ পরস্তাৎ নাকং কং সুখং তদ্বিরোধি দুঃখম্ অকম্ ন অকং যস্মিন্ স নাকঃ তং স্বর্গস্তোপরীত্যর্থঃ। অথ বা পরেণ পরং নাকম্ আনন্দাত্মানং নিহিতং প্রক্ষিপ্তং ধাত্রা গুহায়াং বুদ্ধৌ বিভ্রাজতে বিশেষেণ স্বয়ং প্রকাশত্বেন দীপ্যতে যৎ প্রসিদ্ধং বিশ্বব্যাপিস্বরূপং যতয়ঃ কৃতসন্ন্যাসাঃ প্রযত্নবন্তো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পন্নাঃ প্রবিশন্তি ইদং বয়ং স্ম ইতি সাক্ষাৎকারেণ তদেব ভবন্তীত্যর্থঃ। যতীনাং বিশেষণান্যাহ বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ বেদান্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ তেভ্যো জাতং বিশিষ্টম্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং তস্মিন্নেব সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে। অথবা সুনিশ্চিতঃ অয়মিত্থমেবেতি সম্যগবধারিতো ব্রহ্মলক্ষণঃ অর্থো বিষয়ো যৈস্তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। সন্ন্যাসযোগাৎ সম্যক্ বান্তবিষ্ঠাদিবৎ লোকদ্বয়-ভোগস্য ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ তস্য যোগঃ অহং সন্ন্যাস্য-স্মীতি বোধঃ তস্মাৎ যতয়ঃ ব্যাখ্যাতম্ পুনরাদানং বিশেষ্যত্ব কথনার্থম্।

ধনদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান হয় না, কেবল নিখিলকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পারম-হংস্য আশ্রয় করিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অনেক মহাত্মারা উক্ত কারণে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বেদান্তশাস্ত্রের বিজ্ঞানবলে যাহাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে এবং যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে রাগাদি বিদূরিত হইয়া চিত্তের শুদ্ধি জন্মিয়াছে, সেই সকল যতিরা সন্ন্যাসযোগ, অর্থাৎ লোকদ্বয়ের ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে পরমব্রহ্মে প্রবেশ করেন,

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।
বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ॥ ৪ ॥

পরান্তকালে কল্পান্তসময়ে। "ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে সম্প্রাপ্তে যুগপর্য্যয়ে" ইতি স্মৃতেঃ। সন্ন্যাসযোগাদিত্যুক্তম্ তত্র গুহানিহিতপ্রকাশনায় যোগস্বরূপমাহ বিবিক্তেতি। সমানি গ্রীবাশিরঃশরীরাণি যস্য স সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ। আপ ইতি গ্রীবাশব্দস্য হ্রস্বঃ। সমা গ্রীবা যস্য তৎ সমগ্রীবং

শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং রাগাদিকষায়রহিতং সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং যেষাং তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥ ৩ ॥

এবম্ভূতা অপি কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধাদস্মিন্ শরীরে অনুৎপন্নসাক্ষাৎকারাশ্চেৎ তদা তে উক্তা যতয়ঃ ব্রহ্মলোকেষু ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যৈক এব লোকোঽনেকভূমিকাপ্রাসাদবদধ উপর্য্যাদিভাগেনাবস্থিতা বহব এব তেনাভিধীয়ন্তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মণঃ অন্তকালো বিনাশকালঃ দ্বিপরার্দ্ধাবসানঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্ পরামৃতাৎ উৎকৃষ্টাৎ অমরণধর্ম্মিণোঽব্যাকৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি পরিমুচ্যন্তে সর্ব্বতো বিমুক্তা ভবন্তি সর্ব্বে নিখিলাঃ। ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানাবাপ্ত্যর্থমুপাসনং কর্ত্তুম্ উপবেশনার্থং দেশবিশেষাদিকমাহ বিবিক্তদেশে একান্তদেশে চশব্দাদব্যাকুলকালেঽপি

সেই পরমাত্মা স্বর্গোপরি বহ্নিরূপ গুহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই পরব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, ইনি সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান আছেন। যাঁহারা "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানবান্ যতি, তাঁহারাই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ যতিদিগের যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত যতিরা প্রলয়াবসানপর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ব্রহ্মবিজ্ঞানপ্রাপ্তির

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকে বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিষদং বিশোকম্॥ ৫॥

তাদৃশং শিরো যস্মিন্ তৎ সমগ্রীবশিরঃ তাদৃশং শরীরং যস্য স তথেতি বা॥ ৪॥

সুখাসনস্থঃ সুখম্ অনুদ্বেগকরং দর্ভাদ্যাসনং সুখাসনং তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি সুখাসনস্থঃ শুচিঃ বহিরন্তঃশৌচবান্ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ সমং গ্রীবা চ শিরশ্চ শরীরঞ্চ যস্য স সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ঋজুকায়ঃ পদ্মস্বস্তিকাদ্যাসনস্থ ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

অত্যাশ্রমস্থঃ অতি অধিকঃ ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-কুটীচক-বহূদক-হংসেভ্য আশ্রমঃ পারমহংস্যলক্ষণঃ অত্যাশ্রমঃ তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিখিলানি সমনস্কানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য স্বস্বপ্রকারেভ্যোঽবরুধ্য ভক্ত্যা দেববৎ দেবাদাধিক্যাদ্বা স্বগুরুং স্বস্য তত্ত্বমসীত্যর্থস্যাববোধকং প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা অনন্তরং হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদয়কমলং পঞ্চছিদ্রাদিবিশেষণং বিরজং বিরজস্কম্ অপগতরাগদ্বেষাদিকং

নিমিত্ত উপাসনা করিতে হইলে উদ্বেগাদিশূন্য নির্জ্জনদেশে ও দর্ভাদিরচিত অক্লেশকর আসনে (সুখাসনে) উপবেশন করিয়া বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃকরণ শুদ্ধিপূর্ব্বক গ্রীবা, শির ও শরীর সমভাবে রাখিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনকালে কোনরূপ উদ্বেগাদি প্রতিবন্ধক না হইতে পারে, এইরূপ স্থানে শরীরকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন করিতে হইবে॥ ৪।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু যোগিগণ, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বানপ্রস্থপ্রভৃতি আশ্রম অতিক্রম করিয়া পারমহংস্য অবলম্বনপূর্ব্বক হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে নিরোধ করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে স্বস্ব বিষয় হইতে নিবারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে, অর্থাৎ দেববৎ কিম্বা

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ ৬॥

বিশুদ্ধং বিগতসমস্তদুঃখাদিদোষং বিচিন্ত্য বিশেষেণ ধ্যাত্বা মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকস্যান্তঃ বিষদং নির্ম্মলং শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমিত্যর্থঃ বিশোকং বিগতশোক দুঃখং বিশোকম্ আনন্দপূর্ণহৃদয়ং স্মেরাননঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৫॥

বস্তুতস্তু অচিন্ত্যং বাঙ্মনসোরতীতত্বেন প্রত্যয়সন্ততাবিষয়ম্। বাঙ্মনসাতীতত্বে হেতুঃ অব্যক্তং শব্দাদ্যশেষশূন্যত্বাদস্পষ্টমব্যক্তম্। অসত্বং পরিচ্ছেদঞ্চ বারয়তি অনন্তরূপং ন বিদ্যতে অন্তঃ ইয়ত্তা রূপাণাং শরীরাণাং যস্য সোঽনন্তরূপঃ তং দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যং বা অনন্তরূপং শিবং মঙ্গলরূপং প্রশান্তম্ অবিদ্যাদিদোষরহিতম্ অমৃতং কালত্রয়াসংস্পৃষ্টম্ অমৃতবদ্বা নিরতিশয়ানন্দরূপত্বেন ব্রহ্ম বৃহৎ সর্ব্বস্মাদভ্যধিকং যোনিং জগজ্জন্মাদিকারণং তথা যথৈতদ্বিশেষেণ জাতং তদ্বৎ স্বরূপমপি আদিমধ্যান্তবিহীনম্ উৎপত্তিপরিচ্ছেদবিনাশবর্জ্জিতম্ তত্র হেতুঃ একং দ্বিতীয়বস্তুমাত্ররহিতং বিভুং সমর্থং ব্যাপিনং বা চিদানন্দং স্বয়ং প্রকাশমানং

দেবাধিকাবোধে স্বীয় গুরুকে প্রণাম করিয়া হৃদয়কমলকে রাগদ্বেষাদি বিহীন ও সুখদুঃখাদিরহিত হইয়া বিশুদ্ধ পুরুষকে চিন্তা করিবে, অনন্তর সেই হৃদয়পদ্মমধ্যে দুঃখাদিরহিত আনন্দপূর্ণ ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। ৫।

পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে ধ্যানকরিবে। বাস্তবিক ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর, যেহেতু তিনি অব্যক্ত, শব্দাদি দ্বারা কেহ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। তিনি অনন্তরূপী, অর্থাৎ তাঁহার রূপের পরিসীমা নাই, অথবা দেশ কালাদিদ্বারা তাঁহার রূপের ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি মঙ্গলস্বরূপ এবং প্রশান্ত, অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষরহিত। তিনি অমৃত, অর্থাৎ তাঁহার মরণ নাই, কিম্বা অমৃতবৎ নিরতিশয় আনন্দরূপী, তিনি ব্রহ্ম এবং জগতের জন্মাদির কারণ। তিনি আদি, মধ্য ও

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৭॥

অন্ত্যাশ্রমঃ চতুর্থাশ্রমঃ ব্রহ্মযোনিং বেদকারণং সমস্তসাক্ষিং সর্ব্বসাক্ষিণম্। ইকারান্তঃ সাক্ষিশব্দশ্ছান্দসঃ॥ ৫-৭॥

নিরতিশয়ানন্দম্ অরূপং চিদানন্দব্যতিরিক্তরূপরহিতং ততঃ অদ্ভুতম্ আশ্চর্য্যকরম্॥ ৬॥

উমাসহায়ং ব্রহ্মবিদ্যা ভাবনী সহায়ঃ কামাদিপাটচ্চরভক্ষকঃ অর্দ্ধনারীশরীরত্বেন বামাঙ্গস্থিতানুপমযুবতিরূপত্বেন বা যস্য স উমাসহায়ঃ তং পরমেশ্বরম্ উৎকৃষ্টব্রহ্মাদিনিয়ন্তারং প্রভুং সমর্থং ত্রিলোচনং ত্রীণি সোমসূর্য্যাগ্ন্যাত্মকানি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ তং নীলকণ্ঠং কৃষ্ণকণ্ঠং প্রশান্তং প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ং ধ্যাত্বা প্রত্যয়প্রবাহেণ সাক্ষাৎ কৃত্য মুনিঃ মননশীলঃ গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ভূতযোনিম্ আকাশাদিমহাভূতকারণম্। তর্হি কিং কারণত্বোপাধিকমিত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ সমস্তসাক্ষিং সমস্তসাক্ষিণং সর্ব্ববুদ্ধিপ্রচারদ্রষ্টারম্। সাক্ষিত্বমপি ন কেবলস্য ইত্যত আহ তমসঃ

অন্তবিহীন, তাঁহার উৎপত্তি, পরিচ্ছেদ ও প্রলয় কিছুই নাই। তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার দ্বিতীয় নাই এবং তিনি বিভু, অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সচ্চিদানন্দময় এবং অরূপ, অর্থাৎ চিদানন্দাতিরিক্ত তাঁহার অন্য রূপ নাই। অতএব তিনি আশ্চর্য্য রূপী॥ ৬॥

সেই ব্রহ্ম উমাসমন্বিত, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সহিত; সুতরাং তিনিই কামাদি তস্করভক্ষক, অথবা অর্দ্ধনারীশ্বররূপে বামাঙ্গস্থিত উমারূপ যুবতীযুক্ত। তিনিই ব্রহ্মাদির নিয়ন্তা সর্ব্বকার্য্যসমর্থ এবং ত্রিলোচন, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি ইহারাই তাঁহার নেত্রস্বরূপ। তিনি নীলকণ্ঠ এবং প্রসন্ন বদনেন্দ্রিয়। যোগিগণ এইরূপ মননশীল হইয়া পরব্রহ্মকে ধ্যান করিলে আকাশাদিভূতের কারণ পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই সর্ব্বসাক্ষী,

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৮ ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।

আবরণশক্তিবিক্ষেপরূপায়া অবিদ্যায়াঃ পরস্তাৎ পরতঃ অবিদ্যাসম্বন্ধশূন্য-মিত্যর্থঃ উমাসহায়োপাসনাতঃ প্রাপ্যো নিরবদ্যো বিদ্যাদশায়াং সর্ব্বাত্মে ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সঃ উক্তঃ ব্রহ্মা প্রথমশরীরী কার্য্যকারণভূতঃ সঃ উক্তঃ শিবঃ উমা সহায়ঃ সেন্দ্রঃ সঃ উক্তঃ ইন্দ্রঃ ত্রিলোকীপতিঃ সঃ উক্তঃ অক্ষরঃ বিনাশ রহিতঃ পরমঃ উৎকৃষ্টঃ স্বরাট্ অন্যানপেক্ষত্বেন স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্ স এব উক্ত এব বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ স উক্তঃ প্রাণঃ প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তিরূপঃ স উক্তঃ কালাগ্নিঃ কালরূপী বৈশ্বানরঃ সঃ উক্তঃ চন্দ্রমাঃ শশাঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

স এব উক্ত এব সর্ব্বং নিখিলং যৎ প্রসিদ্ধং ভূতম্ অতীতং যচ্চ যদপি ভব্যং ভাবি চকারাৎ বর্ত্তমানমপি সনাতনং চিরন্তনং জ্ঞাত্বা অহং

অর্থাৎ সর্ব্ববুদ্ধিপ্রচারদর্শী পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা সাধক তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে সেও সর্ব্বদর্শী হইতে পারে। আর তিনি তমঃপারবর্ত্তী, তাঁহার অবিদ্যা সম্পর্ক নাই; সুতরাং সাধকও ব্রহ্মতে লয়প্রাপ্ত হইলে অবিদ্যা-বিহীন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত পরব্রহ্মই ব্রহ্মা, অর্থাৎ প্রথম শরীরধারী কার্য্যকারণভূত। তিনিই শিব, তিনিই ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র, তিনি অক্ষয়, অর্থাৎ বিনাশ-রহিত, তিনিই সর্ব্বধাম, তিনি স্বপ্রকাশমান, তাঁহার প্রকাশ অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না, তিনিই শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, তিনি বিষ্ণু, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপনশীল। তিনিই প্রাণাদিপঞ্চবায়ুরূপী, তিনি কালাগ্নিস্বরূপ, অর্থাৎ কালরূপী বৈশ্বানর এবং তিনিই চন্দ্র ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত পরব্রহ্মই ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালবর্ত্তী সর্ব্বপদার্থস্বরূপ, সেই সনাতন পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ আমি, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য তম্ উক্তমানন্দাত্মানং মৃত্যুম্ অবিদ্যাং সসংস্কারাম্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি। নান্যঃ উক্তাদ্ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ব্যতিরিক্তঃ পন্থাঃ মার্গঃ বিমুক্তয়ে বিমুক্ত্যর্থং নাস্তীতি শেষঃ। যদ্বা ত্রয়াণাং বিশ্ব-তৈজসপ্রজ্ঞানাং বিরাট্ হিরণ্যগর্ভেশ্বরাণাং বা স্বয়ং প্রকাশত্বেন লোচনং প্রকাশস্বরূপং ত্রিলোচনং নীলং তমোঽজ্ঞানং কণ্ঠে কণ্ঠবচ্ছিদেকদেশে অধিকব্যাপ্তত্বেন চৈতন্যস্য বর্ত্ততে যস্য স নীলকণ্ঠঃ তমিতি ব্যাখ্যাতং তদা বিষদম্ অবিদ্যারহিতং বিশোকং দুঃখসংস্কাররহিতম্ উমাসহায়ং ব্রহ্মবিদ্যাসহায়ং প্রশান্তং পুনরুত্থানসংস্কারবর্জ্জিতমিতি নির্গুণপরত্বেন সমগ্রং বাক্যমবগন্তব্যম্ নির্গুণস্যাপ্যুপলব্ধত্বেন হৃদয়প্রদেশমধ্যস্থত্বমবিরুদ্ধম্ তথা চ ধ্যাত্বা মননিদিধ্যাসনে কৃত্বা ইত্যেতদপ্যুপপন্নমেব ॥ ৯ ॥

সর্ব্বভূতস্থং নিখিলেষু স্থাবরজঙ্গমেষু তিষ্ঠতীতি সর্ব্বভূতস্থঃ তম্ আত্মানম্ অস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহারযোগ্যং সর্ব্বভূতানি চ নিখিলানি স্থাবরজঙ্গমানি চ চকারঃ আধারাধেয়ভাবব্যুৎক্রমার্থঃ। আত্মনি আনন্দাত্মনি অহ-

---

করিতে পারিলে অবিদ্যা, কিম্বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। বিশ্ব, তৈজষ ও প্রাজ্ঞরূপী বিরাটপুরুষ হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর, ইহাঁরা স্বয়ং প্রকাশরূপে পরব্রহ্মের লোচনত্রয়, ইহাই ত্রিলোচনশব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং নীলকণ্ঠ শব্দে যাঁহার কণ্ঠবচ্ছিদেকদেশে নীল, অর্থাৎ অজ্ঞান আছে, তিনিই নীলকণ্ঠ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি বিষদ (অবিদ্যারহিত) বিশোক (শোকশূন্য) ইত্যাদি বিশেষণে সগুণ নির্গুণভেদে ব্রহ্মোপানসা উপপন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

সেই পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন এবং স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বভূত যে পরমাত্মাতে বর্ত্তমান আছে, সেই পরব্রহ্মকে

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥ ১১॥

সেন্দ্রঃ স ইন্দ্রঃ ছান্দসঃ সন্ধিঃ॥ ৮-১১॥

স্বপ্রত্যয়যোগ্যে সম্পশ্যন্ সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়মন্তরেণাবলোকয়ন্ ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকালবস্তপরিচ্ছেদশূন্যং পরমম্ উৎকৃষ্টম্ অনুপচরিতমিত্যর্থঃ যাতি প্রাপ্নোতি ন যাতীতি দেহলীপ্রদীপন্যায়েন সম্বধ্যতে ন যাতি ন প্রাপ্নোতি অন্যেন উক্তবোধব্যতিরিক্তেন হেতুনা কারণেন॥ ১০॥

ধ্যাত্বা গচ্ছতীত্যস্য ব্যাখ্যানং জ্ঞাত্বা তমিত্যাদি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ইত্যস্য ব্যাখ্যানন্তু ইদং সর্ব্বভূতস্থমিত্যাদি। যদা তু এবং জ্ঞানং নোপপদ্যতে তদা তদুৎপাদনোপায়মাহ আত্মানম্ অন্তঃকরণম্ অরণিং বহ্নিজনকং মন্ত্রসংস্কৃতং কাষ্ঠং কৃত্বা অধো নিধায় অধরারণিত্বেন চিন্তয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রণবম্ ওঙ্কারম্ উত্তরারণিমপি চকারঃ কৃত্বেত্যেতদনুবৃত্ত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ জ্ঞানস্য সর্ব্বাত্মকোঽহমস্মীত্যেবং রূপস্য নির্ম্মথনং

সংশয়বিপর্য্য ব্যতিরেকে অবলোকন করিলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, অন্য কোন উপায়ে সেই পরব্রহ্মের লাভ হইতে পারে না। পরমাত্মজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মপ্রাপ্তির আর উপায় নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অবশ্য ব্রহ্মধ্যান করিতে হইবে॥ ১০॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারিলে এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই ব্রহ্মলাভ হয়। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন বিমুক্তির উপায় নাই; সুতরাং আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থরূপে জানিতে হইবে। যখন ব্রহ্মবিজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, তখন মুক্তি হইতেও পারে না, এই নিমিত্ত এইক্ষণ সেই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদনের উপায় নিরূপণ করিতেছেন।— আত্মা, অর্থাৎ অন্তঃকরণকে অধঅরণি এবং ওঙ্কারকে উত্তরারণি করিয়া (যজ্ঞাদিতে অগ্নি উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে অধোদেশবর্ত্তী কাষ্ঠকে অধ-অরণি এবং অপরটিকে উত্তরারণি বলা যায়) জ্ঞান নির্ম্মথনাভ্যাস করিবে, অর্থাৎ

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১২ ॥

স্ত্রিয়ন্নেতি ছান্দস ইয়ঙ ॥ ১২ ॥

যুক্তিভির্ব্বিলোড়নং তস্য অভ্যাসঃ আবৃত্তিরূপঃ জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসঃ তস্মা
উৎপন্নেনাহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারাগ্নিনা পাশম্ আত্মনো বন্ধনরূপ
অজ্ঞানরজ্জুরচিতম্ অহমাদিগ্রন্থিং দহতি ভস্মীকরোতি পণ্ডিতঃ পণ্ডা অহ
ব্রহ্মাস্মীতি বুদ্ধিঃ তাম্ ইতঃ প্রাপ্তঃ পণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥

নন্বস্যাসঙ্গোদাসীনস্যাদ্বিতীয়স্য কুতঃ সংসারপাশরূপঃ? ইত্যত আ
স এব উক্তোঽসঙ্গোদাসীন এব নত্বন্যঃ মায়াপরিমোহিতাত্মা মায়
অবিদ্যা আবরণবিক্ষেপকরী শক্তিঃ তয়া পরিমোহিতঃ স্বয়মপ্রকাশ
আনন্দাত্মা স্বস্বরূপঃ মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরং স্থূলাদিভেদভিন্নং মনু
ষ্যাদিকলেবরম্ আস্থায় অহং মনুষ্য ইত্যাদ্যভিমানম্ আসমন্তাৎ স্বীকৃত
করোতি সর্ব্বং নিখিলং ব্যাপারজাতং কুরুতে। স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্র
ভোগৈঃ স্ত্রিয়ঃ মনোঽনুকুতা যুবত্যঃ অন্নপানে মনোঽনুকূলে আদিশব্দে

আমিই সর্ব্বভূতাত্মা, এইরূপ জ্ঞানকে যুক্তিদ্বারা দ্রঢ়ীভূত করিতে হইবে
তাহাহইলেই আমি ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। আত্মতত্ত্ববি
পণ্ডিতগণ এই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা আত্মার বন্ধনরূপ অজ্ঞানরজ্জু রচিত আমি
আমার ইত্যাদিরূপ সংসার-গ্রন্থিকে ভস্মীভূত করিতে পারেন ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মধ্যানে আত্মার সংসারপাশ দগ্
হয়, এইক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ও অদ্বিতীয়;
সুতরাং তাঁহার সংসারপাশ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই আশঙ্কা নিবা
সার্থ বলিতেছেন।—আত্মা উদাসীন ও অসঙ্গ হইলেও অবিদ্যাদ্বারা
তাঁহার স্বপ্রকাশরূপ স্বভাব সমাচ্ছন্ন থাকে, এই নিমিত্তই মনুষ্যাদিশরীর

স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ ১৩ ॥

স্বমায়য়া স্বাজ্ঞানেন কল্পিতে জীবলোকে সুখদুঃখ-ভোক্তা ইত্যন্বয়ঃ। সকলে জগতি বিলীনে কারণভাবমাপন্নে তমোঽভিভূতঃ অজ্ঞানাবৃতঃ স্বপিতি ॥ ১৩ ॥

বসনাচ্ছাদনাদীনি মনোঽনুকূলানি তৈঃ স্ত্রিয়ন্নপানাদিভিঃ বিচিত্রৈঃ ভোগৈঃ স্ত্রিয়নেতি ছান্দসম্। স এব মায়াপরিমূঢ় এব নত্বন্যঃ জাগ্রৎ জাগরণম্ ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বাহ্যবিষয়োপলব্ধিরূপং কুর্ব্বন্ পরিতৃপ্তিঃ সর্ব্বতো বিষয়-সুখজা তৃপ্তিঃ পরিতৃপ্তিঃ তাম্ এতি গচ্ছতি সুখং দুঃখঞ্চ প্রাপ্নোতী-ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং স্বপ্নসুষুপ্ত্যোর্ব্বিক্ষেপতদভাবকথনেন সংসারমোক্ষয়োবর্থাং দৃষ্টান্তমাহ। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গ্রামোপরমরূপায়াং স্বপ্নাবস্থায়াং স জীবঃ প্রাণানাং ধারয়িতা বিবিধবাসনাবাসিতঃ সুখদুঃখভোক্তা সুখদুঃখয়োঃ প্রসিদ্ধয়োঃ ভোক্তা অহং সুখী অহং দুঃখীত্যেবং রূপপ্রত্যয়বান্ সুখদুঃখভোক্তা।

আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ আমি মনুষ্য এইরূপ অভিমানের বশীভূত হইয়া জীব সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। আর সেই মায়াপরিমূঢ় আত্মাই অভিলষিত যুবতী এবং আপন অভিপ্রেত অন্নপানাদি বিবিধ বিচিত্র ভোগোপভোগ পূর্ব্বক বসনাচ্ছাদনাদিতে পরিতৃপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা অভি-ভূত হইয়াই জীব সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

এইক্ষণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিক্ষেপ ও তদভাবকথনদ্বারা সংসার মোক্ষের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়সমূহের উপরতিরূপ স্বপ্না-বস্থাতে জীবই প্রাণকে ধারণ করে এবং বিবিধবাসনার বশীভূত হইয়া সুখদুঃখ ভোগকরে, অর্থাৎ আমি সুখী ও আমি দুঃখী, এইরূপ জ্ঞান

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।

প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নাদুত্থিতঃ পুরত্রয়ে বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞৈরভিমতে অবস্থাত্রয়ে

তত্র সংসারস্য দৃষ্টান্তেন বাস্তবত্বং বারয়তি স্বমায়য়া স্বস্য তত্তদেহাভিমানিনঃ মায়া অজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানঞ্চ তথা কল্পিতবিশ্বলোকে কল্পিতে বাসনারূপে বিশ্বস্মিন্ রথযোগে পথাদিকে নিখিলে লোকে ভুবনে জনে চ কল্পিতবিশ্বলোকে। স্বপ্নে যথা তদ্বজ্জাগরণেঽপীত্যর্থঃ। সুষুপ্তিকালে আনন্দভোগাবসরে সকলে নিখিলে বিলীনে বিশেষবিজ্ঞানে স্বকারণে লয়ং গতে এতাবৎ সুষুপ্তৌ মোক্ষে চ সমম্ ইয়াংস্তু বিশেষঃ তমোঽভিভূতঃ অজ্ঞানাবৃতঃ সুখরূপং স্বস্বরূপং স্বয়ং প্রকাশমানম্ আনন্দাত্মস্বরূপম্ এতি গচ্ছতি। ১৩।

পুনশ্চ আনন্দাত্মস্বরূপং প্রাপ্য ভূয়োঽপি জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ প্রাগ্ভবীয় কর্ম্মানুসারাৎ স এব আনন্দাত্মস্বরূপং প্রাপ্ত এব সুষুপ্তিং গতঃ নষ্টস্যঃ জীবঃ প্রাণবিধারকঃ স্বপিতি স্বপ্নাবস্থাং গচ্ছতি। অথবা সুষুপ্তাৎ প্রবুদ্ধঃ প্রবোধং জাগরণং প্রাপ্তঃ ভবতীতি শেষঃ। ইদানীং জীবব্রহ্মণো-

---

ভাজন হইয়া থাকে। দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের স্বীয় অজ্ঞানবশতই জগৎ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নকালে অজ্ঞানবশত জগৎ পরিকল্পিত হয়, জাগরণ কালেও এইরূপ হইয়া থাকে। অনন্তর যখন সুষুপ্তিকাল উপস্থিত হইয়া আনন্দভোগের অবস হয়, তখন এই সংসার বিলীন, অর্থাৎ স্বীয় কারণে লয় পায়। সুষুপ্তি ও মোক্ষ উভয় অবস্থাতেই এইরূপ হয় বটে, পরন্তু সুষুপ্তিকালে জীব অজ্ঞানাভিভূত হইয়া সুখ ভোগ করে এবং মোক্ষকালে স্বপ্রকাশমান হইয়া আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ১৩॥

জীব পুনর্ব্বার আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশত সুষুপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রাণধারক জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর

পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব-
স্ততঃ সুজাতং সকলং বিচিত্রম্ ॥ ১৪ ॥
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ১৫ ॥

সকলং ততঃ সুজাতং তস্মাৎ জীবাৎ সম্যগুৎপন্নম্। তৎ সৎ জাতমিতি যুক্তঃ পাঠঃ। তুরীয়মাধারমিতি পুরত্রয়ঞ্চ যস্মিন্ লয়ং যাতি ॥ ১৪ ॥

এতস্মাৎ তুরীয়াবস্থাৎ ব্রহ্মণঃ ॥ ১৫ ॥

রৈক্যমাহ পুরত্রয়ে স্থূলসূক্ষ্মজ্ঞানাখ্যে শরীরত্রয়ে ক্রীড়তি বিহরতি যশ্চ জীবঃ চকারঃ এবকারার্থঃ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মৈব প্রাণধারকঃ ততস্তু তস্মাদেব জীবাভিপন্নঃ নত্বন্যঃ তস্মাৎ জাতম্ উৎপন্নম্ সকলং নিখিলং বিচিত্রং বিবিধকর্ম্মনামরূপং বিশ্বম্ ॥ ১৪ ॥

আধারং রজ্জুরিব সর্পধারাবলীবর্দ্দমূত্রিতত্বাদেঃ সকলস্য বিশ্বস্যাধারভূতম্ আনন্দং নিরতিশয়ানন্দস্বরূপম্ অখণ্ডবোধম্ আনন্দরূপত্বেঽপি স্বয়ং প্রকাশৈকস্বভাবম্। যস্মিন্ অখণ্ডবোধে লয়ং বিনাশং যাতি গচ্ছতি পুরত্রয়ঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। চশব্দাদন্যদপি। এতস্মাৎ পুরত্রয়াধিষ্ঠানাৎ বুদ্ধে-

---

স্বপ্নাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগরণাবস্থা পায়। ঐ জীবপুরত্রয়ে, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাখ্যশরীরত্রয়ে ক্রীড়া করে। প্রসিদ্ধ জীবই পরমাত্মা এবং প্রাণধারক। এই জীব হইতেই নিখিল বিচিত্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

পরমাত্মাই বিশ্বের আধার, ইনিই নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ এবং অখণ্ডানন্দবোধ, অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ হইলেও প্রকাশস্বভাব। এই অখণ্ডবোধরূপ পরমাত্মাতেই বিশ্ব এবং পুরত্রয়, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাখ্যশরীরত্রয় লয় পায়। এই পুরত্রয়াধিষ্ঠিত পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, (ক্রিয়াশক্তি)

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥ ১৬॥

তত্ত্বমেবেতি। ব্রহ্মণস্তদনন্যত্বং বোধ্যতে ত্বমেব তদিতি তব ব্রহ্মান ন্যত্বম্। প্রপঞ্চমিতি ছান্দসং নপুংসকত্বম্। নচাস্তি বেত্তা মমেতি নান্যো ঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতেতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥ ১৬॥

হ্র্ষ্টঃ জায়তে উৎপদ্যতে প্রাণঃ ক্রিয়াশক্তিঃ মনঃ অন্তঃকরণং জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি চশব্দাদ্দেহাদিকমপি খং নভঃ বায়ুঃ নভস্বান্ জ্যোতিঃ ধাতুঃ আপঃ নীরাণি পৃথিবী ভূমিঃ বিশ্বস্য নিখি লস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য প্রাণিজাতস্য ধারিণী বিধাবিণী॥ ১৫॥

ইদানীং মহাবাক্যার্থমাহ যৎ প্রসিদ্ধং পবম্ উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম বৃহৎ দেশ কালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ সর্ব্বানন্যশ্চ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য কার্য্যকারণজাতস্য আয়তনম্ আধাবভূতম্ মহৎ প্রৌঢ়ং সর্ব্বাধাব ত্বেন এবং সূক্ষ্মাৎ অণুপরিমাণাৎ সূক্ষ্মতরং মহদপ্যতিশয়েন অণু নিত্যং বিনাশশূন্যং তৎ উক্তং পরং ব্রহ্ম ত্বমেব ত্বদনুগতমেব নত্বন্যৎ। নমু তৎ

মন (জ্ঞানশক্তি বা অন্তঃকবণ) বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বধাবিণী পৃথিবী এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে॥ ১৫॥

এইক্ষণ মহাবাক্যার্থ বলিতেছেন,—যিনি প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম, তিনি বৃহৎ, অর্থাৎ দেশ, কাল, অথবা বস্তুদ্বারা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইনিই সর্ব্বাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীব হৃদয়ে অবস্থিত আছেন এবং কার্য্যকাবণরূপ জগতের আধাবস্বরূপ। যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বাধার, অতএব ইনি মহৎ, অথচ অতিসূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। ইনি নিত্য, অর্থাৎ বিনাশরহিত। উক্তরূপ পবব্রহ্মই ত্বং পদের বাচ্য, অন্য কেহ ত্বং পদেব প্রতিপাদ্য নহে। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, যিনি তৎপদবাচ্য, তিনি আমা হইতে অন্য এবং আমিও তৎপদবাচ্য হইতে অন্য হইতেছি,

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।

মত্তোঽন্যৎ অহন্তু তস্মাদন্যঃ ময়ি কর্তৃত্বাদিবিশেষোপলম্ভাদিত্যত আহ ত্বমেব তৎ ত্বং কর্ত্তা ভোক্তা অবিদ্যয়া বস্তুতঃ পরং ব্রহ্মৈব নত্বন্যৎ ॥ ১৬ ॥

ইদানীমেবং জ্ঞানে ফলমাহ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদয়ঃ উক্তাঃ তদাদয়ঃ বিশ্ববিরাড়াদয়ঃ ত এব প্রপঞ্চো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চঃ তং যৎ প্রসিদ্ধং স্বয়ং প্রকাশমানং প্রকাশতে প্রকাশয়তি। তৎ উক্তং স্বয়ং প্রকাশং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্। অহং ব্রহ্মাবগন্তা চিদানন্দাত্মা ইতি। অনেন প্রকারেণ জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎ কৃত্য সর্ব্ববন্ধৈঃ নিখিলবন্ধৈঃ অহং মমাদ্যৈশ্চ সকারণৈঃ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতীতি ॥ ১৭ ॥

ইদানীং সর্ব্বস্মাৎ প্রপঞ্চাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ ত্রিষু জাগরণস্বপ্নসুষুপ্তেষু

সুতরাং তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয় প্রতিপাদ্যের ভেদ হইতেছে। তাহা নহে, অবিদ্যা বশতই আত্মার কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি প্রতীতি হয়, বাস্তবিক তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎ ও ত্বং উভয়ই অভিন্ন। অতএব তৎ ও ত্বং-পদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ফল প্রদর্শন করিতেছেন।—পরমাত্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, বিশ্ব, বিরাট ও তৈজসপুরুষ, এই সকল প্রপঞ্চের প্রকাশ করিতেছেন। ইনিই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। যে ব্যক্তি "আমি ব্রহ্মাবগন্তা এবং চিদানন্দা" এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। তাঁহার "আমি আমার" এইরূপ জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন ॥ ১৭ ॥

অতঃপর সর্ব্বপ্রপঞ্চ হইতে পরব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন।—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে যে প্রসিদ্ধ ভোগ্য, অর্থাৎ স্থূল,

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥ ১৮
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ ১৯॥

ধামসু স্থানেষু যৎ প্রসিদ্ধং ভোগ্যং স্থূলং প্রবিবিক্তানন্দরূপং ভোক্তা বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যঃ ভোগশ্চ স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দভোগোঽপি চশব্দাদধিদৈবাদিবিভাগোঽপি যং উক্তং ত্রিধাম ভোগ্যাদিপ্রপঞ্চজাতং ভবেৎ স্পষ্টম্ তেভ্যঃ ত্রিধামাদিভ্যঃ বিলক্ষণঃ বিপরীতলক্ষণঃ বৈলক্ষণ্যমাহ সাক্ষী স্বাধ্যঃ তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্টা চিন্মাত্রঃ চিদেকরসঃ অহং অহংপ্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্যঃ সদাশিবঃ কৈবল্যাত্মা নিত্যকল্যাণরূপো মহেশ্বরঃ। ১৮॥

প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যং স্বস্যোক্ত্বা ইদানীং জগজ্জন্মাদিকারণত্বমপি স্বস্যাহ ময্যেবং মত্ত এব ব্রহ্মাভিন্নাৎ সকলং নিখিলং ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চজাতং জাতম্ উৎপন্নম্। ময়ি বহ্মাভিন্নে সর্ব্বং নিখিলং বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং প্রকর্ষেণ স্থিতিমাপ্তম্ ময়ি সর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্ লয়ং যাতি নাশং গচ্ছতি তৎ তস্মাৎ সর্ব্বজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসকারণত্বাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদ-

---

প্রবিবিক্ত আনন্দরূপ এবং উক্ত স্থানত্রয়ে যে ভোক্তা, অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস ও বিরাট্ পুরুষ, আর ভোগ, অর্থাৎ স্থূল, প্রবিবিক্ত আনন্দভোগ। এই সকল হইতেই পরব্রহ্ম বিলক্ষণ, অর্থাৎ উক্ত ত্রিধামভোগ্যাদি হইতে পর ব্রহ্মের স্বরূপ অন্যপ্রকার। কোনরূপেও পরব্রহ্মের সহিত ত্রিধামভোগ্যাদির ঐক্য হয় না। যেহেতু পরব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষী। পরমাত্মা চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়াও বিশ্বদর্শন করেন। ইনিই অহং প্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্য এবং নিত্য কল্যাণরূপী মহেশ্বর॥ ১৮॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্য নিরূপণ করিয়া এই শ্রুতিতে সেই ব্রহ্মে জগতের উৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়-কারণত্ব প্রমাণ করিতেছেন।—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, আমা হইতেই নিখিল ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মরূপী আমাতেই সমস্ত বিশ্বপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং সেইরূপ আমাতে উক্ত বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ব-

অণোরণীয়ানহমেব তদ্ব-
ন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো
হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥ ২০ ॥

শূন্যম্ অদ্বয়ং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগশূন্যম্ অস্মি ভবামি। অহং ব্রহ্মণোঽব-গন্তা ॥ ১৯ ॥

অণোঃ অণুপরিমাণাৎ অতিশয়েনাণুঃ অহমেব জগৎকারণম্ অহং প্রত্যয়ব্যবহারস্য যোগ্যঃ নত্বন্যঃ তদ্বৎ। যথা অণুঃ তথা মহান্ সর্ব্ব-স্মাদভ্যধিকঃ অহং ব্যাখ্যাতম্ অণীয়সাং মহতাঞ্চ কারণানাং যথা ভেদঃ তথা তত্রাপি স্যাদিত্যত আহ। বিশ্বং সাবিদ্যং ভূতভৌতিকং প্রপঞ্চজাতম্ অহং ব্যাখ্যাতম্ অস্য তত্ত্বাভেদরাহিত্যে স্বস্মাদপ্যভেদঃ স্যাদিত্যত আহ বিচিত্রং বিবিধং স্বয়মনন্তভেদবদিত্যর্থঃ। তদভিন্নস্য তস্য তবাপ্যাধুনি-কত্বং স্যাদিত্যত আহ পুরাতনঃ চিরন্তনঃ আধুনিকসর্পধারাবলীবর্দ্দমূত্রি-

---

জগতের উৎপত্তিস্থিতি-ধ্বংস-কারণহেতু ব্রহ্মই বৃহৎ, অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ জ্ঞাতাজ্ঞেয়াদিবিভাগ রহিত। আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ এবং আমিই ব্রহ্মের জ্ঞাতা ॥ ১৯ ॥

আমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম এবং আমিই জগৎ কারণরূপী অহং প্রত্যয়যোগ্য। তদ্ভিন্ন অহং প্রত্যয়যোগ্য ও অতিসূক্ষ্ম আর নাই। আমি যেমন অতি সূক্ষ্ম, সেইরূপ অতি মহৎ, অর্থাৎ সক-লের অধিক। অণু ও মহতের যেরূপ ভেদ আছে, অহং ও ব্রহ্ম ইহারাও সেইরূপ বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা নহে। যেহেতু অবিদ্যা পরিকল্পিত ভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহই আমি। এই প্রপঞ্চ জগতের তত্ত্বাভেদরাহিত্যহেতু পরমব্রহ্ম হইতে ভেদ হইতেছে, বাস্তবিক আমিই বিচিত্র, অর্থাৎ বিবিধরূপী; সুতরাং ব্রহ্মেতে অনন্তভেদসত্ত্বেও দোষ হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতীয়মান হইবে। ব্রহ্মের আধুনিকত্ব শঙ্কাও হইতে পারে না,

অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ
পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো
ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্॥ ২১॥

তত্ত্বাদ্যভিন্না চিরন্তনী রজ্জুরিব অহং ব্যাখ্যাতম্। পুরুষঃ পরিপূর্ণো বস্তুতঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। অবিদ্যাদশায়াম্ ঈশঃ নিয়ন্তা নিয়ন্তৃত্বে সামর্থ্যমাহ হিরণ্ময়ঃ জ্ঞানপ্রচুরঃ তৎপ্রধানো বা আদিত্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যকারণাত্মা অহং ব্যাখ্যাতম্। শিবরূপং মঙ্গলস্বরূপং ব্রহ্ম অস্মি ভবামি॥ ২০॥

ইদানীং সর্ব্বকারণহীনস্য সর্ব্বজ্ঞতাং স্বস্যাহ অপাণিপাদঃ পাণিপাদ হীনঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। অচিন্ত্যশক্তিঃ দুর্ব্বোধশক্তিঃ এবম্ভূতোঽপি জবনো গৃহীতবেগ ইত্যর্থঃ। পশ্যামি অবলোকয়ামি সঃ অচক্ষুঃ অক্ষুষা হীনঃ সঃ অচক্ষুঃ দ্রষ্টা। শৃণোমি শ্রবণং করোমি অকর্ণঃ কর্ণরহিতঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। বিজানামি বিবিধং প্রপঞ্চজাতম্ অবগচ্ছামি। বিবিক্তরূপঃ বুদ্ধ্যাদি পৃথগ্রূপঃ নচাস্তি নাস্ত্যেব বেত্তা কর্ম্মকর্তৃভাবনাবগন্তা মম আনন্দাত্মনো

যেহেতু তিনি পুরাতন, আমিই সেই পরিপূর্ণ পুরুষ। অবিদ্যাদশাতে "ইনি ঈশ্বর, এই আমি" ইত্যাকারজ্ঞান হয়, বাস্তবিক আমিই সেই ঈশ্বর। যিনি হিরণ্ময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, আদিত্যস্থ সর্ব্বকার্য্যকারণস্বরূপ সেই প্রধান পুরুষই আমি। অতএব আমিই মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়॥ ২০॥

এইক্ষণ সর্ব্বকারণহীন পরব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা দেখাইতেছেন।—যিনি পাণিপাদবিহীন, আমি তাঁহাকে জানি। যিনি অচিন্ত্যশক্তি, কেহ যাঁহার শক্তি বুঝিতে পারে না, আমিই সেই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই তাঁহাকে জানি। ব্রহ্ম এইরূপ হস্তপদবিহীন হইয়াও গমন করিতে ও গ্রহণ করিতে পারেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আমি অচক্ষু, তথাপি দর্শন করিতেছি এবং কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করিতেছি। সেই অচক্ষু অকর্ণ ব্রহ্মই আমি, আমিই তাঁহার অবগন্তা। আমিই বিবিধরূপী প্রপঞ্চ জগৎ জানিতেছি

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।
নপুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো ন জন্মদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥২২॥
ন ভূমিরাপো নচ বহ্নিরস্তি ন চানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ।

ন পুণ্যপাপে মম স্তঃ নাস্তি নাশো মমেত্যেব ন জন্ম মমেত্যেব দেহে-
ন্দ্রিয়যুক্তা বুদ্ধির্মম নেত্যেব। আপো নচেতি বাক্যম্ বহ্নিরস্তি নচেতি

ভেদরহিতস্য চিৎ স্বয়ং প্রকাশবোধস্বভাবঃ সদা সর্ব্বদা অহং ব্যাখ্যা-
তম্ ॥ ২১ ॥

ইদানীং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যস্যাত্মনঃ সর্ব্ববিকারাভাবং দর্শয়তি বেদৈঃ
ঋগাদিভিঃ অনেকৈঃ বহুভিঃ অহমেব ব্যাখ্যতম্। বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যঃ
বেদান্তকৃৎ বেদান্তসূত্রকৃৎ বেদব্যাসরূপঃ বেদবিদেব চ বেদান্তকৃতো
বিশেষণম্ বেদানাং সাঙ্গানাং সাঙ্খ্যবিদ্যাস্থানানাং বেত্তা বেদবিৎ স এব
নান্যঃ। চশব্দাদনেকতপঃসম্পন্নশ্চ অহং ব্যাখ্যাতম্ অনেন বিভূতিমৎসত্ত্বে-
ষ্বিদমেব প্রধানমিত্যুক্তম্। ন পুণ্যপাপে মম স্পৃষ্টম্। ন স্ত ইতি শেষঃ
নাস্তি নাশঃ বিনাশো ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ ন জন্ম জনিঃ ন মম
অস্তীত্যনুষঙ্গঃ। দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিঃ দেহশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ বুদ্ধয়শ্চ দেহেন্দ্রিয়
বুদ্ধিঃ নাস্তি ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২২ ॥

ন ভূমিরাপো মম পৃথিবী নোদকা মম নাস্তিত্যনুষঙ্গঃ। বহ্নিঃ প্রসিদ্ধঃ

এবং আমিই বিবিক্তরূপ, বাস্তবিক আমি ভিন্ন আমাকে কেহ জানে না,
যেহেতু আমি সর্ব্বদা চিৎস্বরূপ ॥ ২১ ॥

অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য আত্মার সর্ব্ববিকারাভাব প্রদর্শন
করিতেছেন।—আমিই ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয়ের
প্রতিপাদ্য, আমিই বেদান্তসূত্রকারী বেদব্যাসরূপ, আমিই সাঙ্গ বেদ-
বিদ্যার জ্ঞাতা, পুণ্য ও পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ
আমার পুণ্য, কিম্বা পাপ কিছুই নাই এবং আমার বিনাশ নাই ও
জন্ম নাই, আর আমার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি নাই ॥ ২২ ॥

আত্মার ভূমি নাই, জল নাই, বহ্নি নাই। এইরূপে আত্ম সাক্ষাৎ-

এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্।
সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্॥ ২৩॥

যঃ শতরুদ্রিয়মধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ু-পূতো ভবতি স আত্মপূতো ভবতি স সুরাপানাৎ পূতো

বাক্যম্ অনিলো নাস্তীতি বাক্যম্ অম্বরঞ্চ নাস্তীতি বাক্যম্। একং ফল-মাহ এবমিতি। এবং বিদিত্বা শুদ্ধং পরমাত্মরূপং প্রয়াতীত্যন্বয়ঃ॥ ২২-২৩॥

বেদনে ফলমুক্ত্বা পাঠফলমাহ য ইতি। সকৃদ্বা ইতি প্রত্যহমিতি

নাস্তি। ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ ন চানিলো মেঽস্তি বায়ুরপি মম ন বিদ্যতে চকারাৎ বায়বীয়ং কার্য্যমপি নচাম্বরঞ্চ আকাশমপি মম নাস্তী-ত্যর্থঃ। চকারৌ আকাশকার্য্যতদ্ব্যতিরিক্তোক্তানুক্তভাবার্থৌ। এবম্ উক্ত প্রকারেণ বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য পরমাত্মরূপম্ উৎকৃষ্টানন্দাত্মরূপম গুহা-শয়ং বুদ্ধৌ শয়ানং নিষ্কলং নির্গতপ্রাণ-শ্রদ্ধা-খ-বায়ু-জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বী-ন্দ্রিয় মনোঽন্নবীর্য্যতপোমন্ত্রকর্ম্মলোকনামাখ্যকলঃ তম্ অদ্বিতীয়ং সজাতীয়-বিজাতীবস্তুশূন্যং সমস্তসাক্ষিং সমস্তসাক্ষিণং সর্ব্বদ্রষ্টারং সদসদ্বিহীনং ভাবা-ভাববিবর্জ্জিতম্। তদেব নিরবদ্যং গচ্ছতীত্যাহ প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্ম-রূপং স্পষ্টম্॥ ২৩॥

এবম্ভূতং পরমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্তস্য অশুদ্ধান্তঃকরণস্য অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমাহ যঃ প্রসিদ্ধঃ মুমুক্ষুঃ অনুৎপন্নসাক্ষাৎকারঃ শতরুদ্রিয়ং নমস্তে রুদ্র ইত্যাদি রুদ্রাধ্যায়ম্ অধীতে পঠতি যথাশক্তি নিত্যং সঃ শতরুদ্রিয়াধ্যাপকঃ অগ্নিভিঃ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈঃ পবিত্রীকৃতঃ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। সুরাপানাৎ

কার করিয়া পরমাত্মরূপী উৎকৃষ্টানন্দস্বরূপ বুদ্ধিরূপগুহাশায়ী নিষ্কাম সর্ব্বসাক্ষী ভাবাভাবগুণবিবর্জ্জিত শুদ্ধপরমাত্মস্বরূপপ্রাপ্ত হয়॥ ২৩॥

এইক্ষণ উপনিষৎ পাঠের ফল বলিতেছেন।—পরমাত্মজ্ঞানে অশক্ত ব্যক্তি এই উপনিষৎ পাঠ করিলেই শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে পারে। প্রতি-দিন একবারমাত্র পাঠ করিলেই যথোক্ত ফললাভ হয়। অশক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন যথাশক্তি রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে সেই ব্যক্তি অগ্নিপূত, অর্থাৎ

ভবতি স ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি স সুবর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি স কৃত্যাকৃত্যাৎ পূতো ভবতি তস্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবত্যিত্যাশ্রমী সর্ব্বদা সকৃদ্বা জপেৎ ॥ ২৪ ॥

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনম্।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং পদমশ্নুতে।
কৈবল্যং পদমশ্নুতে ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদগতা কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

মহাপাতকদোষাৎ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। ব্রহ্মহত্যাৎ ব্রহ্মহত্যায়াঃ ব্রহ্মহত্যারূপাৎ মহাপাতকদোষাৎ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। কৃত্যাকৃত্যাৎ কৃত্যং করণীয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপম্ অকৃত্যম্ অবুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপং কৃত্যম্ অকৃত্যঞ্চ কৃতাকৃত্যং তস্মাৎ পূতো ভবতীতি স্পষ্টম্। তস্মাৎ শতরুদ্রিয়াধ্যাপনাৎ অবিমুক্তবিরুদ্ধত্বেন মুক্তাঃ বিমুক্তাঃ পশবঃ তেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ অবিমুক্তঃ পশুপতিঃ তম্ আশ্রিতো ভবতি স্পষ্টম্। অত্যাশ্রমী অত্যাশ্রমঃ উক্তপরমহংসলক্ষণঃ স যস্যাস্তীতি সোঽত্যাশ্রমী সর্ব্বদা নিরন্তরম্ সকৃদ্বা কদাচিদ্বা দিবসে দিবসে একবারমিত্যর্থঃ। অনেন রুদ্রাধ্যায়জপেন জানন্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকাররূপম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনং

শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মদ্বারা পবিত্র হইতে পারেন, বায়ুপূত হইতে পারেন এবং আত্মপূত হইতে পারেন। আর সেই ব্যক্তির মদিরাপানজনিত মহাপাতক নিবারিত হইয়া আত্মা পবিত্র হয়, ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক বিনাশ পাইয়া আত্মশুদ্ধি জন্মে এবং সেই ব্যক্তি স্বর্ণস্তেয়জনিত মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। আর রুদ্রাধ্যায় পাঠকারী ব্যক্তির জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশ পায়। অতএব শতরুদ্রিয়, অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে পশুপতি হইতে পারে এবং সর্ব্বপ্রকার পরমহংসলক্ষণান্বিত হয়; অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিরা সর্ব্বদা, কোন

শেষঃ। কৈবল্যং কেবলভাবং মোক্ষং পদম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ইতি স্বরূপকথনে। ২৪ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং কৈবল্যস্য প্রদীপিকা ॥

ইতি কৈবল্যোপনিষদোদ্দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

সংসারসাগরশোষণম্। যস্মাৎ রুদ্রাধ্যায়জপঃ অশেষপাপনির্হরণদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানহেতুঃ তস্মাৎ ততঃ এবম্ উক্তেন প্রকারেণ ত্রিনেত্রধ্যানরুদ্রা-ধ্যায়াধ্যয়নেন বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য এনং পরমাত্মানং কৈবল্যং কেবলস্য আত্মনো ভাবঃ কৈবল্যং তৎ ফলং পুরুষাভিলাষবিষয়ং সর্ব্বপুরুষার্থ-সমাপ্তিভূতম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি কৈবল্যং ফলমশ্নুতে ব্যাখ্যাতম্। পদা ভ্যাসঃ উপনিষৎ সমাপ্ত্যর্থঃ। ২৪ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদ
শিষ্যস্য শ্রীশঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতিঃ কৈবল্যো
পনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা ॥

কোন সময়ে, অথবা দিবসের মধ্যে একবার এই রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে। তাহাহইলেই এই রুদ্রাধ্যায় পাঠফলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ আত্মসাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া সংসারসাগর শোষণ করিতে পারে, অর্থাৎ তাহার কোনরূপ সংসারক্লেশ ভোগ হয় না। যেহেতু রুদ্রাধ্যায়জপ অশেষ পাপ নাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির হেতু হয়, অতএব উক্তপ্রকারে ত্রিনেত্র-ধ্যানপুরঃসর রুদ্রাধ্যায় জপদ্বারা পরমাত্মসাক্ষাৎকার করিয়া কৈবল্য, অর্থাৎ কেবল আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপনিষৎ সমাপ্তি দ্যোতনার্থ "কৈবল্যং পদমশ্নুতে" এই পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে। অতএব জানা যায় যে, উপনিষৎ পাঠকালে শেষ বাক্য দুইবার পাঠ করিতে হয়। ২৪ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ক্ষুরিকোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ক্ষুরিকোপনিষৎ ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ ক্ষুরিকাং সম্প্রবক্ষ্যামি ধারণাং যোগসিদ্ধয়ে ।
যাং প্রাপ্য ন পুনর্জ্জন্ম যোগযুক্তঃ স জায়তে ॥ ১ ॥

ওঁ ক্ষুরিকা শস্ত্রিকা প্রোক্তা তত্তুল্যা ধারণা যতঃ ।
তদ্বাচকস্ত্রিখণ্ডোঽয়ং ক্ষুরিকাগ্রন্থ উচ্যতে ॥ ১ ॥

গুরুতঃ প্রাপ্তবিদ্যস্য তত এব লব্ধজ্ঞানপ্রণবমন্ত্রস্য ষড়ঙ্গে যোগেঽধিকার ইতি তদর্থমুত্তরো গ্রন্থঃ ক্ষুরিকামিত্যাদি। ক্ষুরিকামিব সংসারোচ্ছিত্তয়ে শস্ত্রিকামিব রূপকং ধারণাম্ আত্মনি চিত্তাবস্থানলক্ষণাম্ উক্তঞ্চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যেন "শমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি। ধারণেত্যুচ্যতে

যাঁহারা গুরুর নিকট বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও প্রণবমন্ত্রলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই ষড়ঙ্গযোগে অধিকার, এতদর্থ এই ক্ষুরিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে। এইক্ষণ আত্মাতে চিত্তাবস্থানরূপ ধারণা বলিতেছি। যেমন ক্ষুরিকা (অস্ত্রবিশেষ) ছেদন কার্য্যসম্পাদন করে, সেইরূপ এই ধারণা সংসার ছেদনকরিয়া থাকে। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত আছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,

বেদতত্ত্বার্থবিহিতং যথোক্তং হি স্বয়ম্ভুবা।
নিঃশব্দং দেশমাস্থায় তত্রাসনমবস্থিতঃ ॥ ২ ॥

সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥" ইতি। ন পুনর্জ্জন্ম ভবতীতি শেষঃ। সঃ ধারণাবান্ কুতশ্চিদপরাধাদ্যদি যোগভ্রষ্টো ভবতি তর্হি জন্মান্তরে যোগযুক্ত এব জায়তে ইত্যর্থঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১ ॥

বেদেতি ইদং যোগস্বরূপং বেদেন তত্ত্বার্থেন পরমার্থেন বিহিতং বিধিবিষয়ীকৃতং স্বয়ম্ভুবা ব্রহ্মণা যথোক্তং যথা বর্ত্ততে তথোক্তং ন বিসম্বাদীত্যর্থঃ। তথোক্তং যোগিযাজ্ঞবল্ক্যেন "বক্ষ্যামি যোগসর্ব্বস্বং ব্রহ্মণা কীর্ত্তিতং পুরা।" ইতি "তথোক্তং পরমেষ্ঠিনা" ইতি চ। যোগস্বরূপং সাধয়িতুং ষড়ঙ্গান্যাহ নিঃশব্দমিতি। যদুক্তং—"কান্তারে বিজনে দেশে ফলমূলোদকান্বিতে। তপশ্চরন্ বসেন্নিত্যম্ ইতি। ষড়ঙ্গলক্ষণান্যমৃত বিন্দাবুক্তানি। যমাদীনাং পূর্ব্বকাণ্ডাদেব সিদ্ধত্বাদিহানভিধানং নতু

শমাদি গুণযুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে যে মনের অবস্থিতি, তাহাই ধারণা। এই ধারণাদ্বারা যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি এই ধারণ সাধন করিতে পারেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। ধারণাবান্ ব্যক্তি কোন অপরাধে যোগ ভ্রষ্ট হইলেও তিনি জন্মান্তরে যোগী হইয়া থাকেন। যেহেতু চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। একবার ধারণাদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে তাহার মন আর বিষয়ে সমাশক্ত হইতে পারে না। স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগীব্যক্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা যেরূপ বেদতত্ত্বার্থ বিহিত যোগস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, সেইরূপে এই ধারণাযোগ কথিত হইবে। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যেরূপ যোগসার বলিয়াছেন, আমি সেইরূপ যোগতত্ত্ব কীর্ত্তন করিব। এইক্ষণ যোগস্বরূপনিরূপণার্থ ষড়ঙ্গ বলিতেছেন।—নিঃশব্দ দেশ আশ্রয় করিয়া যথোক্ত আসনে অবস্থিতি করিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ফল-মূল-জলসমন্বিত নির্জ্জন-দুর্গম-প্রদেশে তপ-

কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহৃত্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

কাপালিকবদনঙ্গীকারাৎ। যমা যথা—অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যংদয়া-র্জ্জবম্। ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচশ্চেতি যমা দশ॥ দশনিয়মা যথা। তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপো হুতম্ ইতি। অবস্থিতঃ আবস্থিত আরূঢ়ঃ তদুক্তং গীতায়ং। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন-কুশোত্তরম্ ইতি। তথা তন্ত্রেণাসনং পদ্মাদ্যাস্থিত ইত্যপি বোদ্ধব্যম্। তদুক্তং হঠপ্রদীপিকায়াম্। হঠস্য প্রথমাঙ্গত্বাদাসনং পূর্ব্বমুচ্যতে। তৎ-কুর্য্যাদাসনস্থৈর্য্যমারোগ্যশ্চাঙ্গপাটবম্ ইতি। ২॥

কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেতি প্রত্যাহার একঃ অত্র ইন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। তদুক্তম্

শ্চরণকরত বাস করিবে। ষড়ঙ্গলক্ষণ যোগ অমৃতবিন্দূপনিষদে সবি-শেষ উক্ত আছে, অতএব যোগের পূর্ব্বসিদ্ধ যমাদি এইস্থলে উক্ত হইল না, কিন্তু কাপিলাদির ন্যায় যমাদি অস্বীকৃত নহে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সারল্য, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ এই দশবিধকার্য্য যমনামে অভিহিত আছে। নিয়ম যথা—তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরপূজা, সিদ্ধান্তবাক্যশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম ইহারাই নিয়মশব্দপ্রতিপাদ্য। ভগবদ্গী-তায় লিখিত আছে যে, পবিত্রস্থানে আসনবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিবে। অতি উচ্চ বা অতি নীচ স্থানে যোগসাধন হয় না। চেল অজিন (চর্ম্ম) অথবা কুশা আস্তরণ করিয়া তদুপরি আসন করিয়া উপবেশন করিতে হইবে। এই ধারণাসাধনে পদ্মাসনে অবস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। হঠ-প্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, আসনই যোগের প্রথমাঙ্গ, অতএব প্রথমে আসন কথিত হইতেছে। আসনের স্থিরতা হইলে আচার্য্যে অঙ্গের পটুতা জন্মে॥ ২।

এইক্ষণ প্রত্যাহার কথিত হইতেছে।—শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃ বিষয়ে সঞ্চরণ করে, সাধকবর্গ বলপূর্ব্বক সেই

মাত্রাদ্বাদশযোগেন প্রণবেন শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩ ॥
পূরয়েৎ সর্ব্বমাত্মানং সর্ব্বদ্বারান্ নিরুধ্য চ।
উরোমুখকটিগ্রীবং কিঞ্চিদ্‌হৃদয়মুন্নতম্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ইতি আন্তর প্রত্যাহারসিদ্ধয়ে মন ইতি। হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকে মাত্রা ইতি। দ্বাদশ মাত্রা নাদবিন্দাবুক্তাঃ ঘোষিণী প্রথমা মাত্রা ইত্যাদিনা তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ। প্রণবেন শনৈরুচ্চারিতেন বায়ুং পূরয়েৎ কীদৃশেন মাত্রাঃ অকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রাখ্যাশ্চতস্রঃ তাসাং প্রত্যেকং তিস্রস্তিস্রো মাত্রা ঘোষিণ্যাদয়ো ভূমিপত্যাদিফলাঃ দ্বাদশ তাসাং যোগঃ চিন্তনং যস্মিন্ তেন। যদা দ্বাদশভিঃ প্রণবৈঃ পূরণং তদা অষ্টচত্বারিংশদ্ভিঃ কুম্ভনং চতুর্ব্বিংশতিভিশ্চ রেচনম্। যদা তু ষোড়শভিঃ পূরণং তদা চতুঃষষ্টিভিঃ কুম্ভনং দ্বাত্রিংশদ্ভীরেচনম্। অষ্টভির্যদা পূরণং তদা দ্বাত্রিংশদ্ভিঃ কুম্ভনং ষোড়শভীরেচনমিতি বিবেকঃ। সর্ব্বমাত্মানং নতু কতিপয়াঙ্গনিরোধেনোপবিশেৎ তথা সতি বায়ুবৈষম্যং স্যাৎ। সর্ব্বদ্বারান্ সর্ব্বদ্বারাণীত্যর্থঃ। উরোমুখকটিগ্রীবমুন্নতং ধারয়েদিতি শেষঃ। তদুক্তং গীতাসু—সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরম্ ইতি। হৃদয়ং কিঞ্চি

সকল বিষয়াশক্ত ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়াকর্ষণকে প্রত্যাহার বলে। যেমন কূর্ম্ম আপন অঙ্গ-সকল সঙ্কোচিত করে, সেইরূপ সাধক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সমাকর্ষণ করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীকে মনকে নিরুদ্ধ করিবে। অনন্তর দ্বাদশমাত্রাযোগে বারম্বার প্রণবোচ্চারণদ্বারা বায়ুপূরণ করিতে হইবে। নাদবিন্দূপনিষদে এই দ্বাদশমাত্রা বিবৃত হইয়াছে। অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা, এই মাত্রাচতুষ্টয় উক্ত আছে, ইহাদিগের প্রত্যেকের তিন তিনমাত্রা কথিত হইয়াছে। এই দ্বাদশমাত্রা ঘোষিণীপ্রভৃতি দ্বাদশনামে বিখ্যাত। এই দ্বাদশমাত্রার ভূপতিত্বপ্রভৃতি ফলও উক্ত আছে। উক্ত দ্বাদশ মাত্রা চিন্তাকরত প্রণব জপ করিতে করিতে পূরক কুম্ভক রেচকাত্মক প্রাণ সংযম করিতে

প্রাণান্ সঞ্চারয়েদ্‌যোগী নাসাভ্যন্তরচারিণঃ।
ভূত্বা তত্র গতঃ প্রাণঃ শনৈরথ সমুৎসৃজেৎ॥ ৫ ॥

ত্নন্নতং ধারয়েৎ অনেন জালন্ধরবন্ধঃ সূচিতঃ স যথা—"কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ম্। বন্ধো জালন্ধরাখ্যোঽয়মমৃতাক্ষয়কারকঃ॥" ইতি॥ ৩-৪॥

সঞ্চারয়েৎ পূরকমাত্রাভিঃ তস্মিন্ হৃদয়ে। নাসেতি তেন মুখেন পূরকরেচকৌ নিষিদ্ধৌ। ভূত্বেতি প্রাণঃ তত্র সর্ব্বশরীরে গতঃ প্রবিষ্টঃ ভূত্বা তিষ্ঠতীতি শেষঃ। এতেন কুম্ভক উক্তঃ স চ পূরকমাত্রাপেক্ষয়া চতুর্গুণাভির্ম্মাত্রাভিঃ কার্য্যঃ। অথ রেচকমাহ শনৈরিতি। সমুৎসর্জ্জনঞ্চ পূরণাপেক্ষয়া দ্বিগুণাভির্ম্মাত্রাভিঃ॥ ৫॥

হইবে। যখন দ্বাদশবার প্রণব জপে পূরণ করিবে, তখন অষ্টচত্বারিংশদ্বার জপে কুম্ভক এবং চতুর্বিংশতিবার জপে রেচন করিবে। আর যখন ষোড়শবার জপে পূরণ, তখন চতুঃষষ্টিবার জপে কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশদ্বার জপে রেচন করিতে হইবে এবং যখন অষ্টবার জপে পূরণ, তখন দ্বাত্রিংশদ্বার জপে কুম্ভক এবং ষোড়শবার জপে রেচন করিবে। এইরূপে প্রাণসংযম করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারনিরোধপূর্ব্বক উপবেশন করিবে। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিয়া কোন কোন ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে বায়ু বৈষম্য হইয়া থাকে। এইরূপে ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক বক্ষঃস্থল, কটি, গ্রীবা ও মুখ কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া ধারণা করিবে। গীতাতে উক্ত আছে যে, যোগসাধনকালে শরীর, গ্রীবা ও শির সমস্থির ও অচলভাবে ধারণ করিয়া হৃদয়কে কিঞ্চিৎ উন্নত ভাবে ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা জালন্ধর বন্ধ সূচিত হইল। কণ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়া হৃদয়ে চিবুক দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবে। ইহারই নাম জালন্ধর বন্ধ, এই বন্ধ অভ্যাস করিলে সাধক অমৃত ও অক্ষয় হইতে পারে॥ ৩-৪॥

যোগিগণ নাসিকামধ্যসঞ্চারী বায়ুকে পূরকমাত্রায় স্বহৃদয়ে সংযমিত করিবে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, বায়ুসংযমনকালে নাসিকা-

স্থিরমাত্রাদৃঢ়ং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠে তু সমাহিতঃ।
দ্বে তু গুল্‌ফে তু কুর্ব্বীত জঙ্ঘে চৈব ত্রয়স্ত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥
দ্বে জানুনি তথোরুভ্যাং গুদে শিশ্নে ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
বায়োরায়তনঞ্চাত্র নাভিদেশে সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

স্থিরেতি স্থিরাভিঃ একরূপাভির্ম্মাত্রাভিঃ দৃঢ়ং স্থিরং প্রাণং কৃত্ব কেবলকুম্ভকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ। ততো ধারণাভিঃ প্রত্যাহারমভ্যস্যেদিত্যাঃ অঙ্গুষ্ঠ ইত্যাদিনা। অঙ্গুষ্ঠে ইত্যাদৌ জাতাবেকবচনম্ অঙ্গুষ্ঠয়োঃ গুল্ ফয়োঃ জঙ্ঘয়োঃ ইত্যাদি বোধ্যব্যম্। অঙ্গুষ্ঠয়োর্ধারণে কুর্ব্বীতেত্যন্বয়ঃ দ্বে তু ধারণে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ত্রয়স্ত্রয় ইতি আদ্যন্তমধ্যেষু নিরোধাঃ কর্ত্তব্যাঃ ইতি শেষঃ। জানুনি আদ্যন্তয়োঃ উরুভ্যাং সাধনাভ্যাম্ উর্ব্বোরপি তথা দ্বে ইত্যর্থঃ। নাভিদেশে ইতি। অত্র নাভিদেশে বায়োঃ আয়তনং মুখ্যং স্থানমস্তি। তচ্চ ধারণয়া সমাশ্রয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬-৭ ॥

দ্বারাই বায়ুর পরিচালনা করিবে, মুখদ্বারা পূরক ও রেচন নিষিদ্ধ। এই রূপ বায়ুসংম করিলে সেই বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী হইয়া থাকে। ইহাতে কুম্ভক উক্ত হইল। পূরকমাত্রার চতুর্গুণমাত্রায় এই কুম্ভক করিতে হইবে। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই বায়ু রেচন করিবে। এই রেচনমাত্রার পরিমাণ পূরকমাত্রার দ্বিগুণ জানিবে ॥ ৫ ॥

অনন্তর একরূপ মাত্রায় প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণকে স্থিরতর করিয়া কুম্ভক সিদ্ধিকরিবে। তৎপর ধারণাদ্বারা প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হইবে। সাধক সংযতচিত্ত হইয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে দুইবার, গুল্‌ফদ্বয়ে দুইবার জঙ্ঘাদ্বয়ের প্রত্যেকে তিন তিনবার ধরণা করিবে, অর্থাৎ আদ্য, মধ্য ও অবসানে নিরোধ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর জানুদ্বয়ে আদিতে ও অন্তে দুইবার, উরুদ্বয়ে দুইবার এবং গুহ্যদ্বারে ও শিশ্নে প্রত্যেকে তিন তিন বার ধারণ করিবে। তৎপর নাভিদেশে যে বায়ুর মুখ্যস্থান আছে, ধারণা দ্বারা সেই স্থান আশ্রয় করিবে ॥ ৬-৭ ॥

তত্র নাড়ী সুষুম্না তু নাড়ীভির্ব্বহুভির্ব্বৃতা।
অণুরক্তাশ্চ পীতাশ্চ কৃষ্ণাস্তাম্রবিলোহিতাঃ॥ ৮॥

তত্রেতি তত্র নাভৌ সুষুম্না মধ্যনাড়ী বহুভিঃ দ্বাসপ্ততিসহস্রৈঃ বৃতা মূলন্তু তস্যাঃ কন্দমধ্যে। কন্দস্তু—"গুদধ্বজান্তরে কন্দমুৎসেধাদ্দ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ।" ইতি "গুদমেঢ্রান্তরে যদ্বৈ বেণুকন্দং তদুচ্যতে॥" ইতি চ। বেণুঃ সুষুম্না সা চ ষট্‌চক্রবতী মূলাধারদণ্ডান্তর্ব্বিবরং গতা মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বা ব্রহ্মলোকান্তং নির্গতা। তদুক্তং ছান্দোগ্যে "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা" ইতি। নাভেরূর্দ্ধন্তু চক্রানুক্রমেণ ধারণা মূর্দ্ধান্তং দ্রষ্টব্যা উক্তঞ্চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যেন "মর্ম্মস্থানানি সিদ্ধ্যর্থং শরীরে যোগক্ষেময়োঃ। তানি সর্ব্বাণি বক্ষ্যামি যথাবচ্ছৃণু সুব্রত॥ পাদাঙ্গুষ্ঠৌ চ গুল্‌ফৌ চ জঙ্ঘামধ্যৌ তথৈব চ। চিত্যোর্ম্মূলঞ্চ জান্বোশ্চ মধ্যে চোরুদ্বয়স্য চ॥ পায়ুমূলং ততঃ পশ্চান্মধ্যদেহশ্চ মেঢ্রকম্। নাভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি! কণ্ঠকূপস্তথৈব চ॥ তালুমূলঞ্চ নাসায়া মূলঞ্চাক্ষ্ণোশ্চ মণ্ডলে।

নাভিদেশে যে, সুষুম্না, অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যগতা নাড়ী আছে, তাহা দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীদ্বারা পরিবৃত। এই নাড়ীর মূল কন্দমধ্যে অবস্থিত আছে। গুহ্য ও লিঙ্গের অভ্যন্তরে অঙ্গুলদ্বয় উৎসেধবিশিষ্ট কন্দ রহিয়াছে এবং গুহ্য ও মেঢ্রের অভ্যন্তরে যে কন্দ আছে, তাহাকে বেণুকন্দ, অর্থাৎ সুষুম্নাকন্দ বলে। এই সুষুম্নাই ষট্‌চক্রবর্ত্তী এবং এই নাড়ীই মূলাধার হইতে উদ্ভূত হইয়া মূর্দ্ধাভেদপুরঃসর ব্রহ্মলোকে নির্গত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, হৃদয় নাড়ীর সংখ্যা একশত এক, তাহাদিগের মধ্যে একটী নাড়ীমূর্দ্ধাকে অক্রমণ করিয়াছে। অতএব নাড়ীর ঊর্দ্ধে চক্রানুসারে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ধারণা করিবে। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, শরীরে যে সকল মর্ম্মস্থান আছে, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকল স্থান বলিতেছি, যথাবৎ শ্রবণ কর। পাদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, গুল্‌ফদ্বয়, জানুদ্বয়ের মধ্য, উভয় উরুর মধ্য, পায়ুমূল, মধ্যদেহ, মেঢ্র, নাড়ী, হৃদয়, কণ্ঠকূপ, তালুমূল, নাসিকামূল, অক্ষিমণ্ডল, ভ্রূমধ্য ও ললাট, এই

অতিসূক্ষ্মাঞ্চ তন্বীঞ্চ শুক্লাং নাড়ীং সমাশ্রয়েৎ।

ভ্রুবোর্ম্মধ্যং ললাটঞ্চ প্রোক্তানি মুনিসত্তমৈঃ। মর্ম্মস্থানানি চৈতানি” ইতি। এতেষু চ তত্রৈব ধারণোক্তা—“স্থানেষ্বেতেষু মনসা বায়ুমারোপ্য ধারয়েৎ। স্থানাৎ স্থানং সমাকৃষ্য প্রত্যাহারং প্রকুর্ব্বতঃ। সর্ব্বে রোগাশ্চ নশ্যন্তি যোগাঃ সিধ্যন্তি তস্য চ॥” ইতি। অঙ্গুষ্ঠাদূর্দ্ধমারোহে ফলমিদমুক্তম্ মূর্দ্ধোঽঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তাবরোহেঽপি ধারণানাং ফলমুক্তম্—“স্থানাৎ স্থানং সমাকৃষ্য যস্ত্বেবং ধারয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা জীবেদাচন্দ্রতারকম্॥” ইতি। অনুরক্তাশ্চেতি অণুরক্তাশ্চেত্যাদি নাড়ীনাং বিশেষণম্ তদুক্তং ছান্দোগ্যে—অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য” ইতি। অণবশ্চ তা রক্তাশ্চেতি সমাসঃ॥ ৮॥

এবং কেবলকুম্ভকে সিদ্ধে প্রাণমনসোঃ স্থানবিশেষেষু প্রত্যাহার-

সকল স্থানকে মুনিগণ মর্ম্মস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর এই সকল স্থানকে গর্ভস্থানও বলিয়া থাকে। এই সমুদায় স্থানেই ধারণা উক্ত আছে। উক্ত স্থানসমূহে মনদ্বারা বায়ু আরোপিত করিয়া ধারণ করিবে। এইরূপে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বায়ু সমাকর্ষণ করিয়া প্রত্যাহার করিলে সেই ব্যক্তির সর্ব্বরোগ নষ্ট হইয়া যোগসিদ্ধি হয়। অঙ্গুষ্ঠের উর্দ্ধভাগে ধারণার এইরূপ ফল উক্ত হইল, মূর্দ্ধা হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ধারণারও ফল উক্ত আছে। যে সুধীব্যক্তি একস্থান হইতে স্থানান্তরে বায়ু সমাকর্ষণ করিয়া প্রত্যাহার সাধন করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যাবৎ চন্দ্র ও তারকা থাকে, তাবৎ কাল জীবিত থাকেন। ঐ নাড়ীসকল অতি সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, তাম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে সকল নাড়ী হৃদয়ে অবস্থিত আছে, তাহারা অণুতর শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, পীতবর্ণ ও লোহিতবর্ণ॥ ৮॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হইলে স্থানবিশেষে প্রাণ ও

ততঃ সঞ্চারয়েৎ প্রাণানূর্ণনাভীব তন্তুনা ॥ ৯ ॥

মধ্যস্থ ধারণাসিদ্ধয়ে সুষুম্নায়াং প্রাণমনসোঃ প্রবেশঃ কর্ত্তব্যঃ তত্রোপায়ঃ মূলোড্ডীয়ানজালন্ধরবন্ধৈঃ শক্তিচালনেনাপানমূর্দ্ধমাকুঞ্চ্য তেন দেহমধ্যেঽগ্নিং প্রজ্বাল্য তজ্জ্বালয়া কুণ্ডলীং প্রতাপ্যোদ্বোধ্য ব্রহ্মনাড়ীদ্বারমধ্যস্থ-তন্মুখপ্রসারণেন তত্র বায়ুমনোবহ্নীন্ প্রবেশয়েদিত্যাশয়েনাহ অতিসূক্ষ্মামিতি। তত্র জালন্ধরবন্ধ উক্তঃ উড্ডীয়ানো যথা—"উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ। উড্ডীয়ানো হ্যয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥" ইতি। মূলবন্ধো যথা—"পার্ষ্ণিভাগেন সম্পীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্‌গুদম্। অপানমূর্দ্ধমাকৃষ্য মূলবন্ধো নিগদ্যতে॥" ইতি। শক্তিচালনং যথা—"সব্যাসনস্থস্য ফণাবতী সা প্রাতশ্চ সায়ং প্রহরার্দ্ধমাত্রম্। প্রপূর্য্য

মনের প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া ধারণাসিদ্ধির নিমিত্ত সুষুম্নাতে প্রাণ ও মনের প্রবেশ কর্ত্তব্য। তাহার উপায় এই,—মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ, ও জালন্ধর বন্ধদ্বারা শক্তিচালনপূর্ব্বক অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকুঞ্চন করিয়া সেই অপান বায়ুদ্বারা দেহমধ্যে অগ্নিপ্রজ্জ্বালনপুরঃসর সেই অগ্নিজ্বালাদ্বারা কুণ্ডলীকে পরিতাপিত করিয়া প্রবোধিত করিবে। অনন্তর ব্রহ্মনাড়ীমধ্যস্থ সেই কুণ্ডলীর মুখপ্রসারণদ্বারা সেই মুখে বায়ু, মন ও বহ্নি প্রবেশিত করিবে, এই আশয়ে বলিতেছেন।—জালন্ধরবন্ধ উক্ত আছে, উড্ডীয়ান বন্ধ এই যে,—উদরের পশ্চিমতানকে নাভির ঊর্দ্ধভাগে প্রবেশিত করিবে। ইহাকে উড্ডীয়ানবন্ধ বলে, এই উড্ডীয়ানবন্ধ মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের কেশরীস্বরূপ, অর্থাৎ উক্ত বন্ধসাধন করিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। মূলবন্ধ এই যে,—পার্ষ্ণিভাগদ্বারা যোনিস্থান পীড়িত করিয়া গুহ্য আকুঞ্চিত করিবে এবং অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধদেশে আকুঞ্চিত করিতে হইবে। ইহাকে মূলবন্ধ বলা যায়। শক্তিচালন এই যে,—সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অর্দ্ধপ্রহর মাত্র সব্যাসনস্থ হইয়া সূর্য্যনাড়ীদ্বারা বায়ু পূরণপূর্ব্বক কুণ্ডলীকে পরিচালিত করিবে। এইরূপ মূলবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ ও শক্তিচালন দ্বারা অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধে আকুঞ্চিত করিয়া শুক্লবর্ণ অতি সূক্ষ্মা,

ততো রক্তোৎপলাভাসং পুরুষায়তনং মহৎ।
দহরং পুণ্ডরীকেতি বেদান্তেষু নিগদ্যতে ॥ ১০ ॥

সূর্য্যাৎ পরিধানযুক্তা প্রদত্ত নিত্যং পরিচালনীয়া॥" ইতি। অতিস্বচ্ছাং তন্বীং বালাগ্রশতসহস্রাস্তভাগোপমাং নাড়ীং সুষুম্নাং সমাশ্রয়েৎ অন্যা নাড়ীরুৎসৃজ্য তত্রৈব মনো রুন্ধ্যাদিত্যর্থঃ। ততঃ তয়েত্যর্থঃ তৃতীয়ার্থে তসিঃ তন্তুনেতি প্রতিযোগিনি তৃতীয়াশ্রবণাৎ সুষুম্নয়া প্রাণান্ সঞ্চারয়েৎ ঊর্দ্ধং নয়েৎ। ঊর্ণনাভী লূতাখ্যা কীটবিশেষঃ তন্তুনা যথা ঊর্দ্ধং সঞ্চরতি তথা সঞ্চারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ সঞ্চরণানন্তরং তদ্ভিন্দ্যাদিত্যগ্রতনেনান্বয়ঃ। তৎ পুণ্ডরীকং কীদৃশং? রক্তোৎপলবদাভাসং রক্তবর্ণং. নানাবর্ণনাড়ীযোগাৎ রক্ততা "পুণ্ডরীকং সিতাম্বুজে" ইতি কোষাৎ সিতত্বেঽপ্যৌপাধিকী জ্ঞেয়া। পুরুষায়তনং জীবননীড়ঃ মহৎ সর্ব্বাবভাসকত্বাৎ দহরং দভ্রং সূক্ষ্মস্বরূপেণ হৃৎপদ্মং দহরাখ্যমাকাশং। বেদান্তেষু ছান্দোগ্যাদিষু নিগদ্যতে পঠ্যতে তদ্‌যথা "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইতি ॥ ১০ ॥

অর্থাৎ কেশাগ্রের শতভাগের সহস্রভাগসদৃশী সুষুম্নানাড়ীকে আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ অন্য নাড়ী সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সুষুম্নানাড়ীতেই মনোনিরোধ করিতে হইবে। তৎপরে সেই সুষুম্নানাড়ীদ্বারা প্রাণকে উর্দ্ধে প্রেরণ করিবে। যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) সূত্রদ্বারা উর্দ্ধে সঞ্চরণকরে, সেইরূপ উক্ত সুষুম্নাদ্বারা প্রাণকে উর্দ্ধে সঞ্চারিত করিবে। ৯ ॥

সুষুম্নাদ্বারা প্রাণসঞ্চারণানন্তর রক্তোৎপলবৎ আভাবিশিষ্ট জীবননিলয় স্বরূপ সর্ব্বাবভাসক যে হৃদয়পুণ্ডরীক আছে, তাহা ভেদ করিতে হইবে। বেদান্তেও এই হৃদয়পুণ্ডরীক কথিত আছে। ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্যগত আকাশে ব্রহ্মানুসন্ধান করিবে। ১০।

তদ্ভিত্ত্বা কণ্ঠমায়াতি তাং নাড়ীং পূরয়ন্ যতঃ।
মনসস্তু ক্ষুরং গৃহ্য সুতীক্ষ্ণং বুদ্ধিনির্ম্মলম্॥ ১১॥
পাদস্যোপরি মর্মজ্য তদ্রূপং নাম কৃন্তয়েৎ।
মনোদ্বারেণ তীক্ষ্ণেন যোগমাশ্রিত্য নিত্যশঃ॥ ১২॥

তৎ পুণ্ডরীকম্ অনাহতাখ্যং কুণ্ডলিনীং মনপ্রাণাগ্নিভির্ভিত্ত্বা কণ্ঠং বিশুদ্ধচক্রস্থানম্ অর্গলাং ভেত্তুমায়াতি জীবঃ তাং সুষুম্নাং পূরয়ন্ ব্যাপ্নুবন্ যতঃ প্রযতঃ সাবধানঃ পূরয়ন্ দিবি ইতি পাঠে দিবি ইতি নিমিত্তসপ্তমী ফলমপি চ নিমিত্তং ভবতি দিবঃ প্রাপ্ত্যর্থম্ ঊর্দ্ধমারোহেদিত্যর্থঃ। মনঃপ্রকৃতিকং ক্ষুরং শাস্ত্রনিষ্ণাতং মন এবেত্যর্থঃ সুতীক্ষ্ণং তর্কেণ ঘর্ষণোপলেন নিঘৃষ্টং শাণস্থানীয়য়া বুদ্ধ্যা নির্ম্মলম্॥ ১১॥

পাদস্যেতি ব্রহ্মণঃ পাদস্য শ্রুত্যন্তরোক্তস্য পুষ্পাদস্থানীয়স্য উপরি তদুপাসনায় মর্মজ্য নির্ম্মলীকৃত্য মৃজের্ষণ্ডস্তাৎ ল্যপ্ ছান্দসঃ। ব্রহ্মণঃ পাদা যথা—"তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদঃ ইত্যধ্যাত্মং অথাধিদৈবতম্ অগ্নিঃ পাদঃ বায়ুঃ পাদঃ আদিত্যঃ পাদঃ দিশঃ পাদঃ ইত্যুভয়মেব আদিষ্টং ভবতি অধ্যাত্মঞ্চৈবাধিদৈবত-

---

পূর্ব্বোক্ত অনাহতাখ্য চক্র ও হৃদয়পুণ্ডরীক ভেদ করিয়া জীব কণ্ঠস্থানস্থিত বিশুদ্ধচক্র ভেদ করিতে সেই চক্রে আগমন করে। তখন যত্নশীল হইয়া সুষুম্নানাড়ীকে পূরণকরত সূক্ষ্ম অর্থাৎ তর্কস্বরূপ ঘর্ষণ পাষাণে নিঘৃষ্ট এবং বুদ্ধিরূপশাণদ্বারা নির্ম্মলীকৃত মনকে গ্রহণ করিবে। ১১॥

অনন্তর ব্রহ্মোপাসনার্থ মনকে ব্রহ্মপাদোপরি মার্জ্জন করিয়া নির্ম্মল করিবে। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, তাহার বিশেষ এই,—বাক্য প্রথমপাদ, প্রাণ দ্বিতীয়পাদ, চক্ষুঃ তৃতীয়পাদ এবং শ্রোত্র চতুর্থপাদ। এই সকলকে অধ্যাত্মপাদ বলিয়া জানিবে। অধিদৈবতপাদ যথা—অগ্নি প্রথমপাদ, বায়ু দ্বিতীয় পাদ, আদিত্য তৃতীয়পাদ এবং দিক্‌সকল

ক্ষেতি।" অথবা প্রণবস্য চত্বার্য্যক্ষরাণ্যেব জাগ্রদাদিরূপাণি পাদাঃ "ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারঃ" ইত্যথর্ব্বশিখোক্তেঃ। তৎ প্রসিদ্ধং রূপং ভূতাদিস্বরূপং নাম তদ্বাচকঃ শব্দঃ তদ্দ্বয়ং ব্রহ্মণো লোমস্থানীয়ং স্বরূপাদ্‌ বাহ্যং কৃন্তয়েৎ নিবর্ত্তয়েৎ তদ্বিষয়াং বৃত্তিং ভূতশুদ্ধিমার্গেণ ত্যজেদিত্যর্থঃ। ইদমেব তস্য নিকৃন্তনং যদবিষয়ীকরণং মনোময়ত্বাৎ সংসারস্য মনসানুপরক্তস্য স্বরূপাভাবাৎ হঠপক্ষে উত্তরমার্গরোধকং সংগ্রন্থিনাড়ীচক্রং ছিন্দ্যাৎ তদুক্তং—"নাসাদক্ষিণমার্গবাহিপবনঃ প্রাণাতিদীর্ঘীকৃতশ্চন্দ্রাম্ভঃপরিপূরিতামৃততনুঃ প্রাগ্‌ ঘণ্টিকায়াং তদা। ছিন্দ্যাৎ কালবিশালবহ্নিবশতো ব্রহ্মরন্ধ্রনাড়ীগণাংস্তৎকার্য্যং কুরুতে পুনর্নবতরং ছিন্নক্রমস্কন্ধবৎ॥" ইতি। কিং কৃত্বা নিকৃন্তয়েৎ? অত আহ মন ইতি। মনসা উপায়েন নিত্যশঃ অভীক্ষ্ণং যোগং জীবাত্মপরমাত্মনোরৈক্যং পক্ষান্তরে যোগম্‌ উদ্যোগম্‌ আশ্রিত্য॥ ১২॥

চতুর্থপাদ, এই অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয়বিধ পাদই আদিষ্ট আছে। অথবা প্রণবের অক্ষরচতুষ্টয়ই ব্রহ্মের পাদ। অথর্ব্বশিখোপনিষদে উক্ত আছে যে. "ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বার" এই ব্রহ্মপাদে মনোমার্জ্জন করিয়া প্রসিদ্ধ ভূতাদিস্বরূপ এবং তদ্বাচকশব্দ এই উভয় পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ ভূতশুদ্ধিদ্বারা ভৌতিকবৃত্তি ত্যাগকরিয়া মনকে মনোময় সংসারের অবিষয়ী করিবে। হঠযোগপক্ষে উত্তরমার্গরোধক সংগ্রন্থি নাড়ীচক্র ছেদকরিবে। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সাধক প্রাণ বায়ুকে দক্ষিণনাসিকাবাহী করিয়া প্রাণকে অতিদীর্ঘ করিবে এবং চন্দ্রামৃতদ্বারা শরীরকে পরিপূর্ণ করিয়া কালস্বরূপ বিশালবহ্নি সহকারে ব্রহ্মরন্ধ্রের অন্তর্গত নাড়ীগণকে ছেদ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে ছিন্নশাখ বৃক্ষ যেমন নবীনভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধকের শরীর নূতন হইয়া থাকে। সর্ব্বদা মনদ্বারা জীব ও পরমাত্মার যোগ আশ্রয় করিয়া উক্তরূপ সংসারবুদ্ধি ছেদন করিবে॥ ১২॥

ইন্দ্রবজ্র ইব প্রোক্তো মর্ম্মজঙ্ঘানুকীর্ত্তনম্।
তদ্ধ্যানবলযোগেন ধারণাভির্নিকৃন্তয়েৎ॥ ১৩॥

কীদৃশং যোগম্? ইন্দ্রবজ্র ইবেতি। তথা প্রোক্তং যথা ইন্দ্রো বজ্রেণ ভেদ্যং ভিনত্তি এবমযং যোগঃ ছেদ্যং বাসনাজালম্ ইন্দ্রবজ্রঃ বিদ্যুৎ তত্তু-ল্যযা কুণ্ডলিন্যা নাড়ীজালঞ্চ ছিনত্তি। পুনঃ কীদৃশং? মর্ম্মণো জঙ্ঘায়া অনুকীর্ত্তনং যস্মিন্ স তং জঙ্ঘারূপং মর্ম্মধ্যানস্থানং যত্র কথিতম। জঙ্ঘা-গ্রহণমঙ্গুষ্ঠাদেরপ্যুপলক্ষণং তুল্যন্যায়ত্বাৎ অঙ্গুষ্ঠাদিমূর্দ্ধান্তানাং মর্ম্মণামনু-কীর্ত্তনাৎ। মর্ম্মজঙ্ঘানুকর্ত্তনম্ ইতি পাঠে যথা নাপিতেন ক্ষুরস্য তৈক্ষ্ণ-জ্ঞানায জঙ্ঘা অনুকৃত্যতে মুণ্ড্যতে তথা অঙ্গুষ্ঠাদিমর্ম্মস্থানানি নাড়ীমলানু-কৃন্তনেন নির্ম্মলীক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ। তদিতি তচ্ছব্দেন যোগ্যতাবশাৎ মর্ম্মজঙ্ঘাদি গুণীভূতমপি পরামৃশ্যতে তৎ সনাড়ীকং মর্ম্মাদি ধারণাভি-শ্ছিন্দ্যাৎ। অথবা ব্যবহিতমপি রূপং নাম তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে স এবার্থঃ॥ ১৩॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত যোগের বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন।—এই যোগ ইন্দ্রবজ্রসদৃশ, অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা ভেদ্য মেঘাদি ভেদ করেন, যোগিগণ এই যোগসাধন করিলে বাসনা সমূহ ছেদ করিতে পারেন। অথবা ইন্দ্রবজ্র, অর্থাৎ বিদ্যুৎ তত্তুল্য কুণ্ডলিনী শক্তিদ্বারা নাড়ীসমূহের জরা বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। আর এই যোগে শরীরের অঙ্গুষ্ঠাদি মস্তকান্ত মর্ম্মস্থান সকল পরিশুদ্ধ হয়। অথবা যেমন নাপিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা পরি-জ্ঞানার্থ আপন জঙ্ঘা মুণ্ডন করে, সেইরূপ এই যোগে অঙ্গুষ্ঠাদি শারীরিক মর্ম্মস্থান সকল নির্ম্মলীভূত হয় এবং ধ্যানযোগবশতঃ ধারণাদিদ্বারা সনাড়ীজঙ্ঘাদি মর্ম্মস্থান সকল পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে॥ ১৩॥

উরোর্ম্মধ্যে তু সংস্থাপ্য মর্ম্মপ্রাণবিমোচনম্।
চতুরভ্যাসযোগেন ছিন্দেদনভিশঙ্কিতঃ॥ ১৪ ॥

উরোরিতি। উরুগ্রহণমুত্তরোত্তরস্থানোপলক্ষণম্ উরোর্ম্মধ্যে সমনস্কং প্রাণং সংস্থাপ্য মর্ম্মণঃ প্রাণস্য চ বিমোচনং কর্ত্তব্যম্। অস্মিন্ মর্ম্মণ্যহং স্থিতঃ ইত্যভিমানং ত্যক্ত্বা নিরালম্বস্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। এবং স্থানান্তরেষ্বপ্যূহ্যম্। অথবা সর্ব্বত্রাবচ্ছেদেন ব্যবধায়কং নাড্যাদি বিদার্য্য স্থানাৎ স্থানান্তরে গমনঞ্চ। চতুরিতি। উরোরুত্তরেষু চতুর্ষু গুদশিশ্ননাভিহৃদয়স্থানেষু অভ্যাসযোগেন নামরূপমর্ম্মপ্রাণান্ ছিন্দেৎ। অথবা চতুর্ব্বারং চতুরাবৃত্ত্যা প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নে সায়ং নিশীথে চ সর্ব্বেষু স্থানেষ্বভ্যাসযোগেন। নন্বেবং ছেদনে দেহাভিমানত্যাগেন দেহপাতঃ স্যাদত আহ অনভিশঙ্কিত ইতি। অয়ং ভাবঃ নহ্যভিমানত্যাগেন দেহপাতো ভবতি সুষুম্নাদিষু তথা দর্শনাৎ ধ্যানিনাং চিরকালং দেহাবস্থানস্মৃতেশ্চ ন বা চক্রাদিভেদেনাপি সা শঙ্কেতি॥ ১৪ ॥

উরুর মধ্যে মনের সহিত প্রাণসংস্থাপন করিয়া প্রাণবিমোচন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ "আমি যে মর্ম্মস্থানে অবস্থিত আছি" এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিরালম্বভাবে অবস্থান করিবে। এইরূপে অন্যান্য স্থান হইতেও প্রাণ বিমোচন করিতে হইবে। অথবা সর্ব্বত্র ব্যবধায়ক নাড্যাদি বিদারণ করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত করিবে। অনন্তর উরুর উত্তরে, অর্থাৎ গুহ্য, শিশ্ন, নাভি ও হৃদয় এই স্থান চতুষ্টয়ে অভ্যাসবশতঃ নাম, রূপ, মর্ম্ম ও প্রাণছেদ করিবে, অথবা চতুরাবৃত্তি ক্রমে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও নিশীথসময়ে অভ্যাসযোগে অনভিশঙ্কিত হইয়া সর্ব্বস্থানে নাড়ীছেদ করিতে হইবে। এইরূপ নাড়ীচ্ছেদ ও দেহাভিমান ত্যাগেও দেহপাতের সম্ভব নাই, কারণ কেবল অভিমান ত্যাগে দেহপাত হয় না, সুষুম্নাদিনাড়ীভেদ ও চক্রাদিভেদে দেহপাতের দর্শন নাই॥ ১৪॥

ততঃ কণ্ঠান্তরে যোগী সমূহন্ নাড়িসঞ্চয়ম্।
একোত্তরং নাড়িশতং তাসাং মধ্যে বরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫ ॥
ইড়া রক্ষতু বামেন পিঙ্গলা দক্ষিণেন তু।
তয়োর্ম্মধ্যে বরং স্থানং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৬ ॥
সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিণী।
দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি প্রতি নাড়ীষু তৈতিলম্ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি। তদনন্তরং যোগী কণ্ঠান্তরে কণ্ঠমধ্যে নাড়ীসঞ্চয়ং সমূহন্ সঞ্চয়ীকুর্ব্বন্ ছিন্দেদিত্যনুষঙ্গঃ। কিয়ত্যো নাড্যঃ সন্তি? ইত্যপেক্ষায়াং মধ্যমসঙ্খ্যামাহ একেতি বরাঃ উত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

ইড়া বামেন পিঙ্গলা দক্ষিণেন ইত্যেবং বক্তব্যে রক্ষতু শব্দযোগঃ শিষ্যাণামাশিষে বিদ্যাসম্প্রদায়োচ্ছেদো মাভূদিতি। বরং স্থানং সুষুম্নাখ্যং তং তদধিষ্ঠাতারং পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাৎ ॥ ১৬ ॥

কিং তং স্থানং? কশ্চ তদধিষ্ঠাতা? ইত্যপেক্ষায়ামাহ সুষুম্নেতি। সুষুম্না পরে পরপুরুষে ব্রহ্মণি লীনা বিরজা নির্ম্মলা ব্রহ্মরূপিণী ব্রহ্মস্থানত্বাৎ সুষুম্নৈব বরং স্থানং পর এব তদধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ। কথম্ভুতা সুষুম্না? নাড়ীষু মধ্যে দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি নাড়ীঃ প্রতি তৈতিলম্ উচ্চৈর্গং গণ্ডুকং

অনন্তর যোগিগণ কণ্ঠমধ্যে নাড়ীসকলকে সঞ্চিত করিয়া ছেদ করিবে। শরীরমধ্যে যে প্রধানভূতা একাধিক শতনাড়ী আছে, তাহাদিগের মধ্যেও নাড়ীত্রয়ই উত্তম; সুতরাং সেই সকল নাড়ীচ্ছেদই কর্ত্তব্য। ১৫ ॥

ইড়ানাড়ী বামভাগে এবং পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণভাগে থাকিয়া শরীর রক্ষা করে। উক্ত নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে, তাহাকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বামদক্ষিণস্থিত ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীদ্বয়ের মধ্যেবর্ত্তীস্থান মাত্র উক্ত হইয়াছে, এইশ্লোকে সেই মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম কি? এবং তাহার অধিষ্ঠাতা কে? তাহা কথিত হইতেছে। উক্ত স্থানের নাম

ছিদ্যতে ধ্যানযোগেন সুষুম্নৈকা ন ছিদ্যতে।
যোগনির্ম্মলধারেণ ক্ষুরেণানলবর্চ্চসা॥ ১৮॥
ছিন্দেন্নাড়ীশতং ধীরঃ প্রভাবাদিহ জন্মনি।
জাতীপুষ্পসমাযোগৈর্যথা বাস্যন্তি তৈতিলম্॥ ১৯॥
এবং শুভাশুভৈর্ভাবৈঃ সা নাড়ী তাং বিভাবয়েৎ।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে পুনর্জ্জন্মবিবর্জ্জিতাঃ॥ ২০॥

যথা গণ্ডুকাধারে উত্তমাঙ্গং তিষ্ঠতি এবং সুষুম্নাধারে সর্ব্বা নাড্যঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ। "তৈতিলো গণ্ডুকে প্রোক্তস্তৈতিলং করণান্তরে"। ইতি বিশ্বঃ॥ ১৭॥

ন ছিদ্যতে তস্যাঃ পরমসূক্ষ্মত্বেন মনোবিষয়ত্বাযোগ্যত্বাৎ মনোবিষয়স্যৈব যোগেন ছেদ্যত্বাৎ ঋজুতয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাচ্চ। ১৮॥

তৈতিলেন সুষুম্নায়াঃ সাদৃশ্যান্তরমাহ। জাতীতি। জাতী বাসন্তী তস্যাঃ পুষ্পাণাং সমাযোগৈঃ সংযোগৈঃ কৃত্বা যথা প্রসাধকাঃ তৈতিলং গণ্ডুকং বাস্যন্তি বাসেন পরিমলেন যুক্তং কুর্ব্বন্তি এবং সা নাড়ী শুভাশুভৈ-

---

সুষুম্না। এই সুষুম্না পরব্রহ্মে লীনা আছে এবং এই নাড়ী নির্ম্মলা ও ব্রহ্ম স্থান প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপা, অতএব ইহাই পরম স্থান বলিয়া জানিবে। পরম ব্রহ্মই এই স্থানের অধিষ্ঠাতা। শরীর মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে, এই সুষুম্নানাড়ী তাহাদিগের শীর্ষভূতা। ১৭।

যোগিগণ ধ্যানযোগে সকল নাড়ী ছেদ করিবে, কিন্তু এক সুষুম্না নাড়ী ছিন্ন হয় না। ঐ নাড়ী অতি সূক্ষ্ম এবং মনোবিষয়ের অযোগ্য। যাহা মনের বিষয়ীভূত, তাহাই যোগদ্বারা ছেদ করা যায়। অতএব অনলের ন্যায় তেজস্বী এবং যোগনির্ম্মলধার ক্ষুরদ্বারা তাহাকে ছেদ করিতে পারে না॥ ১৮॥

যোগিগণ আপন যোগ প্রভাবে ইহ জন্মেই শতনাড়ী ছেদ করিবে। যেমন প্রসাধকেরা প্রসাধন বস্তুকে জাতীপুষ্পের সৌগন্ধদ্বারা সুগন্ধি করিয়া

ততো বিদিতচিত্তস্তু নিঃশব্দং দেশমাস্থিতঃ।
নিঃসঙ্গস্তত্ত্বযোগজ্ঞো নিরপেক্ষঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২১ ॥
পাশং ছিত্বা যথা হংসো নির্ব্বিশঙ্কঃ খমুৎক্রমেৎ।
ছিন্নপাশস্তথা জীবঃ সংসারং তরতে তদা ॥ ২২ ॥
যথা নির্ব্বাণকালে তু দীপো দগ্ধ্বা লয়ং ব্রজেৎ।
তথা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যোগী দগ্ধ্বা লয়ং ব্রজেৎ ॥ ২৩ ॥

র্ভাবৈঃ বাস্যতে ইতি বিপরিণামঃ। পুষ্পাদিবাসাশ্রয়ো যথা গণ্ডুকং ভবতি তথেয়ং নাড়ী বাসনাশ্রয় ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং কার্য্যম্? অত আহ তামিতি। চিন্তনফলমাহ তদিতি। প্রপদান্তে সম্পদান্তে ॥ ১৯-২০ ॥

তত ইতি। বিদিতং চিত্তং যেন স বিদিতচিত্তঃ। মাত্রাধারেণ মাত্রাঃ দ্বাদশাদিসংখ্যাঃ প্রণবমাত্রাঃ তা এব ধারা যস্য মনঃ-ক্ষুরস্য স তথা। তস্য বাসনারূপম্। দ্বিরুক্তির্নিশ্চয়ার্থঃ সমাপ্ত্যর্থ ইতি শব্দঃ। অয়মারোহপ্রকার উৎক্রান্তিসময়ে খেচরীপটলে উক্তঃ যথা—"যদা তু

থাকে, সেইরূপ সেই সুষুম্নানাড়ীকে শুভাশুভ ভাবনাদ্বারা বাসিত করিবে, ইহাই নাড়ী সকলের বিপরিণাম। যেমন প্রসাধন দ্রব্য পুষ্পগন্ধের আশ্রয় হয়, সেইরূপ এই নাড়ী বাসনাশ্রয় হইয়া থাকে। এইরূপে নাড়ী শোধন করিয়া তাহাকে চিন্তা করিলে সাধকবর্গ সম্পন্ন হইতে পারে এবং তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥১৯-২০॥

অনন্তর যোগজ্ঞসাধক আপন চিত্ত জানিয়া নিঃশব্দ দেশ আশ্রয়পূর্ব্বক নিঃসঙ্কচিত্তে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব চিন্তা করিবে ॥ ২১ ॥

যেমন হংসের পাশচ্ছেদ হইলে সেই হংস নিঃসঙ্কচিত্তে অনায়াসে আকাশে উৎক্রমণ করিতে পারে, সেইরূপ জীবের সংসারপাশ ছিন্ন হইলেই সেই জীব অনায়াসে সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে ॥২২॥

যেমন দীপ নির্ব্বাণকালে আপন বর্ত্তি দগ্ধ করিয়া লয় পায়, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম দগ্ধ করিয়া পরব্রহ্মে লয় পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

প্রাণায়ামসুতীক্ষ্ণেন মাত্রাধারেণ যোগবিৎ।
বৈরাগ্যোপলঘৃষ্টেন ছিত্ত্বা তন্তুং ন বধ্যতে॥ ২৪॥
অমৃতত্বং সমাপ্নোতি যদা কামান্ স মুচ্যতে।
সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তশ্ছিত্ত্বা তন্তুং ন বধ্যতে॥
ছিত্ত্বা তন্তুং ন বধ্যতে॥ ২৫॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদগতা ক্ষুরিকোপনিষৎ সমাপ্তা॥

যোগিনো বুদ্ধিস্ত্যক্তুং দেহমিমং ভবেৎ। তদা স্থিরাসনো ভূত্বা মূলাচ্ছক্তিং সমুজ্জ্বলাম্। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং ভাবয়েচ্চিরমাত্মনঃ। আপাদতলপর্য্যন্তং প্রসৃতং জীবমাত্মনঃ॥ সংহৃত্য ক্রমযোগেন মূলাধারপদং নয়েৎ। তত্র কুণ্ডলিনীং শক্তিং সম্বর্ত্তানলসন্নিভাম্। জীবং নিজক্ষেন্দ্রিয়াণি গ্রসন্তীং চিন্তয়েদ্ধিয়া। সম্প্রাপ্য কুম্ভকাবস্থাং তড়িজ্জ্বলনভাস্বরাম্॥ মূলাধারাদ্যতির্দ্দেবি! স্বাধিষ্ঠানপদং নয়েৎ। তত্রস্থং জীবমখিলং গ্রসন্তীং চিন্তয়েদ্‌ব্রতী। তড়িৎকোটিপ্রতীকাশাং তস্মাদুন্নীয় সত্বরম্। মণিপূরপদং প্রাপ্য তত্র পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ উন্নীয় তস্মাদ্‌ভ্রূমধ্যে নীরক্ষরং গ্রসেৎ

যোগবিৎ সাধক প্রাণায়ামদ্বারা সুতীক্ষ্ণ প্রণবের দ্বাদশমাত্রারূপ ধারবিশিষ্ট এবং বৈরাগ্য রূপ পাষাণে শাণিত জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা সংসারপাশ ছেদ করিতে পারে। যেব্যক্তি প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা জ্ঞানবান হইয়া সংসার তন্তু ছেদ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি আর সংসারে বিলিপ্ত হয় না॥ ২৪॥

সাধকবর্গ যখন জ্ঞান বলে সকল কামনা পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। বাসনাবিনির্ম্মুক্ত হইলেই জীব সংসার তন্তুচ্ছেদ করিয়া নির্ব্বাণ পদ পায়, আর কখনও সে সংসার মায়ায় আবদ্ধ হয় না। খেচরী বিদ্যায় লিখিত আছে যে, যখন যোগিগণের এই দেহ ত্যাগের বুদ্ধি হয়, তখন তাহারা স্থিরচিত্ত হইয়া

পুনঃ। গ্রস্তং ক্ষীরং মহাশক্ত্যা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা। মনসা সহ বাগীশা ভিত্বা ব্রহ্মার্গলং ক্ষণাৎ। পরামৃতমহাম্ভোধৌ বিশ্রান্তিং তত্র কারয়েৎ॥ তত্র স্থং পরমং দেবং শিবং পরমকারণম্। শক্ত্যা সহ সমাযোজ্য তয়োরৈক্যং বিভাবয়েৎ॥"—ইতি জ্ঞাতমৃৎক্রান্তিকালং বঞ্চয়িত্বা যদি জীবিতুমিচ্ছেৎ তদাবরোহং কুর্য্যাদিত্যপি তত্রোক্তম্। তদ্‌যথা—"যদি বঞ্চিতুমুদ্‌যুক্তঃ কালং কালবিভাগবিৎ। কালস্ত যাবদ্-ব্রজতি তাবত্তত্র সুখং বসেৎ॥ ব্রহ্মদ্বারার্গলস্থাধো দেহং কালপ্রয়োজনম্। তস্মাদূর্দ্ধপদং দেয়ং ন হি কালপ্রয়োজনম্॥ যদা দেব্যাত্মনঃ কালমতিক্রান্তং প্রপশ্যতি। তদা ব্রহ্মার্গলং ভিত্বা শক্তিং মূলপদং নয়েৎ॥ শক্তিদেহ-প্রসৃতস্তু স্বজীবক্ষেন্দ্রিয়ৈঃ সহ। ততৎ কর্ম্মণি সংযোজ্য স্বস্থদেহঃ সুখং ব্রজেৎ॥ অনেন

কোটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল আপন মূল শক্তিকে চিরকাল চিন্তা করিতে থাকে। যোগিগণ পাদতল পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত জীবকে ক্রমশ সংহরণ করিয়া মূলাধারে সংবর্ত্তাগ্নি সদৃশী কুণ্ডলিনী শক্তিকে নিজ জীব ও ইন্দ্রিয়গণের গ্রাসকারিণী বলিয়া চিন্তা করিবে। পরে কুম্ভকাবস্থাপন্না এবং বিদ্যুতের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমানা কুণ্ডলিনীকে পাইয়া মূলাধার হইতে তাহাকে স্বাধিষ্ঠান স্থানে আনয়ন করিবে। সেই স্থানে দেবী সমস্ত জীবকে গ্রাস করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া কোটি বিদ্যুৎপ্রতীকাশা দেবীকে তথা হইতে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মণিপূরে আনয়ন করিয়া সেই স্থানেও পূর্ব্ববৎ চিন্তা করিবে। পরে যোগমার্গবিৎ সাধক দেবীকে সেই স্থানে ক্ষণকাল স্থাপন করিয়া অনাহত চক্রে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ভাবনা করিতে থাকিবে। অনন্তর অনাহত চক্র হইতে উন্নয়ন করিয়া ভ্রূমধ্যে আনীত করিবে। অনন্তর মনের সহিত কুণ্ডলিনীর যোগসাধন করিয়া ব্রহ্মার্গল ভেদপূর্ব্বক পরমামৃতপূর্ণ মহাম্ভোধিমধ্যে বিশ্রাম করাইবে। সেই স্থানে পরমকারণ পরম শিবের সহিত দেবীর যোগ করিয়া উভয়ের ঐক্য ভাবনা করিবে। এইরূপ করিয়াও যদি কিছু কাল সাধক জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাহইলে উক্ত স্থানে অবরোহণ করিবে। এই বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি কালবিভাগজ্ঞ সাধক কালকে বঞ্চনা

দেবি! যোগেন বঞ্চয়েৎ কালমাগতম্। ইতি। আরোহাবরোহাভ্যাং স এব সর্ব্বযোগশাস্ত্রেষু মুখ্যো যোগ ইতি দ্রষ্টব্যম্। স চ ক্ষুরিকায়াং প্রকাশিতঃ॥ ২১ ২৫॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রালম্বিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা ক্ষুরিকাভিধে॥

ইতি ক্ষুরিকোপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা॥

করিতে উদ্‌যুক্ত থাকে, তাহাহইলে যাবৎকাল গমন করে, তাবৎ সেই স্থানে সুখে বাস করিবে। ব্রহ্মার্গলের অধোদেশে দেহ স্থাপনই কালের প্রয়োজন, তাহার ঊর্দ্ধে কালের প্রয়োজন নাই। যখন দেখিবে দেহ ও আত্মার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখনই ব্রহ্মার্গল ভেদ করিয়া শক্তিকে মূলপদে স্থাপন করিবে। আত্মশক্তি দেহপ্রসূত জীবকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সেই সেই কর্ম্মে নিযোজিত করিয়া স্বস্থদেহ হইয়া সুখলাভ করে। এইরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া যোগিগণ কাল বঞ্চন করিয়া থাকেন। ২৫।

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় ক্ষুরিকোপনিষৎ সমাপ্ত॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

যোগতত্ত্বোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড় দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

যোগতত্ত্বোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ নমো বাসুদেবায় ॥

ওঁ ॥ যোগতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যোগিনাং হিতকাম্যয়া।
যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥
বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী মহাকায়ো মহাতপাঃ।
তত্ত্বমার্গে যথা দীপো দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২ ॥
যঃ স্তন্যং পূর্ব্বং পীত্বাপি নিষ্পীড্য চ পয়োধরান্।

যোগতত্ত্বোপনিষদোদীপিকা।

ওঁ ॥ যোগিনাং মুক্তিকামানাং মুক্তিমার্গ প্রদর্শিকা।
ত্রয়োবিংশা তূপনিষদ্‌যোগতত্ত্বং নিরূপ্যতে ॥

গ্রন্থস্য তাবৎ ফলমাহ, যচ্ছ্রুত্বেতি। মঙ্গলার্থে যোগসিদ্ধয়ে চ পরমদেবতাং স্তৌতি বিষ্ণুরিতি। মহাকায়ঃ যদ্দেহে ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো বসন্তি। তত্ত্বমার্গে পরমার্থদৃষ্টিমার্গে যথা দীপঃ প্রকাশকঃ তথা বিষ্ণুঃ দৃশ্যত ইত্যন্বয়ঃ। পুরুষোত্তমঃ তদুক্তম্ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে দেবে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ইতি। ১-২ ॥

এক্ষণ যোগিদিগের হিতসাধনার্থ যোগতত্ত্ব বলিতেছি, যাহা শ্রবণ বা পাঠ করিলে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১ ॥

সর্ব্বদা পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে দর্শন করিবে, ইনি মহাযোগী ও মহাকায়, ইহার দেহে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। এই বিষ্ণুপ্রদীপের ন্যায় তত্ত্বমার্গ প্রকাশক। পরমার্থ-সাধন-তৎপর যোগিগণ এই পুরুষোত্তম বিষ্ণুর ধ্যান করিলেই পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে ॥ ২ ॥

যস্মিন্ জাতে ভগে পূর্ব্বে তস্মিন্নেব ভগে রমেৎ ॥ ৩ ॥
যা মাতা সা পুনর্ভার্য্যা যা ভার্য্যা জননী হি সা।
যঃ পিতা স পুনঃ পুত্রো যঃ পুত্রঃ স পুনঃ পিতা ॥ ৪ ॥

যোগপ্রবৃত্ত্যঙ্গং বৈরাগ্যং তাবদাহ যঃ স্তন্যমিতি। যো বিবেকো স্তনেষু ভবং স্তন্যং দুগ্ধং শরীরাবয়বাং যৎ পূর্ব্বং বাল্যদশায়াং পীত্বাপি পয়োধরান্ নিষ্পীড্য রমেৎ বালা হি ধয়ন্তো মাতুঃ পয়োধরৌ মর্দ্দয়ন্তি। পশ্চাৎ যস্মিন্নে বাত্মনা পূর্ব্বে ভগে জাতঃ তস্মিন্নেব তজ্জাতীয়ে এব ভগে রমেৎ রমেত অত্রাপি নিষ্পীড্য চ পয়োধরানিতি সম্বধ্যতে স কথং পরং পশ্যেদিতি শেষঃ। যোষিদাসক্ত-চিত্তানাং মাতৃগামিনাং জ্ঞানলেশোঽপি দুর্ল্লভ ইতি ভাবঃ ।৩।

সাংসারিক ধর্ম্ম-ব্যবহারোঽপি সিকতাসেতুপ্রায় ইত্যাহ যা ইতি। জন্মান্তরে ইতি ভাবঃ। এবমিতি এবম্ উক্তেন প্রকারেণ সংসারস্য জন্মনঃ চক্রেণ বৃত্তিলক্ষণেন কূপচক্রম্ যন্ত্রম্ অরঘট্টাখ্যং তস্য ঘটাঃ ঘট্য ইব তে যথা উপরিস্থা অধোযান্তি অধস্থাশ্চোপরি তদ্বৎ ভ্রমন্তো জীবাঃ যানি জন্মানি

বৈরাগ্যই যোগপ্রবৃত্তির প্রধান অঙ্গ। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কখনও যোগসাধন সম্ভবে না। সংসারাশক্ত ব্যক্তিরা পরমার্থসাধন বৈরাগ্যভাজন হইতে পারে না। প্রথমতঃ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্তন পীড়ন পূর্ব্বক বাল্যাবস্থাতে স্তনপান করে, পরে পুনর্ব্বার স্তনমর্দ্দনপুরঃসর যোনিতে রমণ করিয়া থাকে। যে বিবেকী ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করেন, তিনি কিরূপে পরমপদ দর্শন্ করিতে পারেন। যোষিদাশক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগকে মাতৃগামী বলা যায়। কারণ তাঁহারা যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যে স্তনপান করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, পরে তৎ সজাতীয় যোনিতে রমণ করেন এবং তৎ সজাতীয় স্তন পীড়ন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিবেকহীন সংসারশক্ত যোষিদনুরক্ত ব্যক্তিদিগের জ্ঞানলেশও দুর্ল্লভ ॥ ৩ ॥

সাংসারিক ধর্ম্মব্যবহারও বালুকাসেতুর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। সাংসারিক ধর্ম্মব্যবহারের স্থিরতা নাই। যিনি জন্মান্তরে মাতা ছিলেন, তিনি ইহজন্মে ভার্য্যা এবং যিনি ইহজন্মে ভার্য্যা, পরজন্মে তিনি জননী হইতে পারেন। এইরূপ যিনি ইহজন্মে পিতা, তিনি জন্মান্তরে পুত্র এবং যিনি

এবং সংসারচক্রেণ কূপচক্র-ঘটা ইব।
ভ্রমন্তো যানি জন্মানি শ্রুত্বা লোকান্ সমশ্নুতে ॥ ৫ ॥
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ঃ সুরাঃ।
ত্রয়োঽগ্নয়ো গুণাস্ত্রীণি স্থিতাঃ সর্ব্বে ত্রয়াক্ষরে ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্তানি তানি যান্তি ইতি শেষঃ। তানি শ্রুত্বা লোকান্ পিতৃলোক দেবলোকাদীন্ পুণ্যোদয়েন সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ইতি শ্রবণফলম্। ৪ ৫।

ইদানীমেতৎ সংসারতরণোপায়ং প্রণবাক্ষরোপাসনমাহ ত্রয় ইতি। অকারাদীনাং ক্রমেণ পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌশ্চেতি ত্রয়ো লোকাঃ বেদাঃ ঋগ্‌যজুঃ সামানি ত্রয়ঃ সন্ধ্যাঃ তিস্রঃ সন্ধ্যা ইত্যর্থঃ ত্রয়ঃ সুরাঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ ব্রহ্ম-রুদ্র-বিষ্ণবো বা ত্রয়ঃ অগ্নয়ঃ গার্হপত্য দক্ষিণাগ্ন্যাহবনীয়াঃ গুণাস্ত্রীণি গুণাস্ত্রয় ইত্যর্থঃ সত্ত্ব রজস্তমাংসি ত্রয়াক্ষরে ত্রয়াত্মকমক্ষরম্ অকারাদি যত্র প্রণবে। ৬ ॥

পূর্ব্বজন্মে পুত্রছিলেন, তিনিও পরজন্মে পিতা হইতে পারেন। এইরূপে জীব সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে, যেমন কূপযন্ত্রস্থ ঘটী সকল উপরি ও অধোদিগে প্রত্যাবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উপরিস্থ ঘটী সকল অধোদিগে এবং অধোবর্ত্তী ঘটী সকল উপরিভাগে গমন করে, সংসারচক্রস্থ জীবও সেইরূপ জানিবে। এইরূপে পূর্ব্বজন্ম বিগত হইলে পরজন্ম উপস্থিত হয়। এই সকল শ্রবণ করিয়াই জীবগণ পিতৃলোক কি দেবলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব পুণ্য পাপানুসারে পিতৃলোকাদি ভোগ করে; সুতরাং সংসারাশক্ত ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে। ৪ ৫।

এক্ষণ সংসার তরণের উপায়ভূত প্রণবাক্ষরের উপাসনা বলিতেছেন।—অকার, উকার, মকার প্রণবের এই অক্ষরত্রয়ে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়;—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়; প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই সন্ধ্যাত্রয়; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতাত্রয়; গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিদ্যমান আছে ॥ ৬ ॥

ত্রয়াণামক্ষরে প্রান্তে যোঽধীতেঽপ্যর্দ্ধমক্ষরম্।
তেন সর্ব্ব মিদং প্রাপ্তং লব্ধং তৎপরমং পদম্॥ ৭ ॥
পুষ্পমধ্যে যথা গন্ধং পয়োমধ্যেঽস্তি সর্পিবৎ।
তিলমধ্যে যথা তৈলং পাষাণেষ্বিব কাঞ্চনম্॥ ৮ ॥
হৃদি স্থানে স্থিতং পদ্মং তচ্চ পদ্মমধোমুখম্।
ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুং তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ॥ ৯ ॥

ত্রয়াণামিতি ত্রয়াণাম্ অক্ষদাণাং মধ্যে প্রান্তে অক্ষরে মকারে অধীতে সতি যঃ অর্দ্ধম্ অক্ষরম্ অধীতেঽপি অপিঃ অল্পীভাবে তেনাধিকারিণাং সর্ব্বমিদং প্রাপ্তব্যং প্রাপ্তম্ ইহ লোকে যচ্চ পরমং পদং মোক্ষাখ্যং তদপি লব্ধং প্রাপ্তম্॥ ৭ ॥

নমু পরমং পদং ক বর্ত্ততে সর্ব্বত্রাস্তি চেৎ কথং নোপলভ্যতে সদা মকারেণ উপলভ্যত এবামুষ্মতং কো দৃষ্টান্তঃ উচ্যতে পুষ্পেতি সর্পিবৎ ছান্দসো বর্ণলোপঃ যথা এতে দৃষ্টান্তাস্তদ্বদমুষ্যতমস্তীত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

ইদানীং হৃৎপদ্মং ধ্যানস্থানমাদর্শয়তি, হৃদীতি। পদ্মং স্থিতম্ বর্ত্ততে, তচ্চ পদ্মমধোমুখং বর্ত্ততে অধোবিন্দুম্ অধোমুখা বিন্দবো যস্য। তদুক্তম্ সততং শীকরাভিশ্চ ইতি। তস্য মধ্যে মনঃ স্থিতং পক্ষীব কুলায়ে॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি অক্ষরত্রয়াত্মক প্রণবের অন্তর্গত অক্ষরত্রয়ের মধ্যে প্রান্তবর্ত্তী অর্দ্ধাক্ষর মকার অধ্যয়ন করেন, তিনি ইহলোকে সকল প্রাপ্য লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন; পরমপদ মোক্ষ লাভ হইলে এই সংসারে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না॥ ৭ ॥

যেমন পুষ্পমধ্যে গন্ধ বিদ্যমান আছে, যেমন দুগ্ধ মধ্যে ঘৃতের অবস্থান আছে, যেমন তিলমধ্যে তৈলের অবস্থিতি আছে, যেমন পাষাণ মধ্যে কাঞ্চন বিদ্যমান আছে, সেইরূপ সর্ব্বত্র পরমপদ পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন॥৮।

পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও হৃদয়স্থানই তাঁহার ধ্যানের আস্পদ, অর্থাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে পরমাত্মার ধ্যান করিবে। জীবগণের হৃদয়স্থানে একটী পদ্ম বিদ্যমান আছে, ঐ পদ্ম ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ। যেমন কুলায় মধ্যে পক্ষী অবস্থিতি করে, সেইরূপ ঐ হৃৎপদ্মমধ্যে মনঃ অবস্থিতি করিতেছে॥ ৯ ॥

অকারেণোচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে।
মকারে লভতে নাদমর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা ॥ ১০ ॥
শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশং কিঞ্চিৎ-সূর্য্যমরীচিবৎ।
লভতে যোগযুক্তাত্মা পুরুষোত্তম-তৎপরঃ ॥ ১১ ॥
কূর্ম্মবৎ পাণিপাদাভ্যাং শিরস্যাত্মনি ধারয়েৎ।
এবং সর্ব্বেষু দ্বারেষু বায়ুঃ পূরত পূরত ॥ ১২ ॥

উদ্ঘাটনোপায়মাহ, অকার ইতি অকারে উচ্চারিতে সতি শোচিতং দ্রবীভূতং চলনোচিতং জাতম্ উকারেণ উচ্চারিতেনৈব ভিদ্যতে বিকসতি মকারে উচ্চারিতে সতি নাদং রবম্ অব্যক্তশব্দং লভতে অনাহত গ্রহণোচিতং ভবতি ছান্দসত্বাদ্বিভক্তিপ্রক্রমভঙ্গো ন দোষঃ। অর্দ্ধমাত্রা তু নিশ্চলা অর্দ্ধমাত্রায়াম্ উচ্চারিতায়াং নিশ্চলা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ধ্যেয়স্বরূপমাহ শুদ্ধেতি। যোগযুক্তাত্মা যোগেন অষ্টাঙ্গেন যুক্তোঽভিযন্ত্রিতঃ আত্মা মনো যস্য পুরুষোত্তমঃ বাসুদেবঃ তত্র তৎপরঃ তৎপরায়ণঃ, উজ্জ্বলং নির্ম্মলং ধ্যেয়ং স্বরূপং লভতইত্যন্বয়ঃ সগুণধ্যানান্নির্গুণরূপং ভাতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

ইদানীং প্রত্যাহার ধারণে আহ কূর্ম্মবদিতি। পাণিপাদব্যাপারাভ্যাং সহ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ। শিরসি সহস্রদলে স্থিতে আত্মনি মনসি ধারয়েৎ।

কিরূপে উক্ত হৃৎপদ্মের উদ্ঘাটন হইতে পারে? তাহাই বলিতেছেন, অকার উচ্চারণ করিলে হৃৎপদ্ম চঞ্চল, অর্থাৎ প্রকাশোন্মুখ হইতে থাকে উকার উচ্চারণ করিলেই উহা বিকসিত হয় এবং মকার উচ্চারণ করিলে ঐ পদ্ম হইতে অব্যক্ত শব্দ হইতে থাকে, এবং অর্দ্ধমাত্র মকারের উচ্চারণে উহা নিশ্চল হয় ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা মনকে অভিযন্ত্রিত করিয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবে অনুরক্ত হইয়াছেন, তিনি ধ্যান করিলে হৃদয় মধ্যে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল এবং সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ধ্যেয় স্বরূপ লাভ করেন ॥১১॥

প্রত্যাহার ও ধারণা বলিতেছেন।—শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলে মনঃ-

নিষিদ্ধে তু নবদ্বারে উচ্ছ্বসন্নিশ্বসংস্তথা।
ঘটমধ্যে যথা দীপং নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ॥ ১৩॥

এবং সেন্দ্রিয়ে মনসি শিরসি নীতে সর্ব্বেষু দ্বারেষু নবসু বায়ুঃ বায়ুং পূরত পূরয়ত যোগিনো য়য়ং পূরত পূরতেতি প্রেরণা। ১২॥

ততো বায়ুপূর্ণে উদরে সতি নবদ্বাররোধঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ নবদ্বার ইতি। নবদ্বারে নিষিদ্ধে সত্যন্তরেবোচ্ছ্বসন্ নিশ্বসংস্তিষ্ঠেৎ ইমং কুম্ভকং নির্ব্বাণং মোক্ষদং বিদুঃ ঘটনিক্ষিপ্তদীপোপমম্। অয়ং কেবলকুম্ভকঃ। তদুক্তং, রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্। প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ। কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে। ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ইতি। অয়মষ্টবিধ-কুম্ভকানামন্ত্যো মুখ্যঃ। তদুক্তং, সূর্য্যভেদনমুজ্জায়ী শীৎকারী শীতলী তথা। ভস্ত্রিকা ভ্রমরী মূর্চ্ছা কেবলাশ্চাষ্টকুম্ভকাঃ ইতি। গোরক্ষোঽপি দ্বারাণাং নবকং নিরুদ্ধ্য মরুতং পীত্বোদরে ধারিতং নীত্বাকাশমপান-বহ্নি সহিতং

স্থাপন করিয়া হস্তপদাদির ব্যাপারের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক কূর্ম্মবৎ অবস্থান করিবে, এইরূপে নবদ্বারে বায়ু পূরণ কর্ত্তব্য॥ ১২॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ু পূর্ণ করিয়া নবদ্বার রুদ্ধ করিবে, এইরূপে নবদ্বার রুদ্ধ হইলে দেহাভ্যন্তরে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ঘটমধ্যস্থিত দীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে। যোগিগণ ইহাকে মোক্ষপ্রদ কুম্ভকযোগ বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, রেচক ও পূরক পরিত্যাগ করিয়া সুখেতে বায়ুধারণ করিবে। এইরূপ বায়ুধারণই প্রাণায়াম বলিয়া কথিত আছে, এইরূপ প্রাণায়ামই কেবল কুম্ভক শব্দে অভিহিত হয়। রেচক ও পূরক বর্জিত কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হইলে, তাহার ত্রিলোকেতে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। অষ্টবিধ কুম্ভকের মধ্যে উক্ত প্রকার কুম্ভকই প্রধান। অন্যশাস্ত্রে সূর্য্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রমরী, মূর্চ্ছা ও কেবল এই অষ্ট প্রকার কুম্ভক উক্ত আছে। গোরক্ষ বলিয়াছেন যে, নবদ্বার রোধ করিয়া বায়ুপান পূর্ব্বক উদর মধ্যে ধারণ করিবে। অনন্তর বহ্নি সহিত

পদ্মপত্রমিবাচ্ছিন্ন মূর্দ্ধবায়ু-বিমোক্ষণে।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যস্থং তজ্জ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্ ॥ ১৪ ॥

শক্ত্যা সমুচ্চালিতম্। আত্মধ্যানযুতস্বনেন বিধিনা মূর্দ্ধ্নি ধ্রুবং বিন্যসেৎ যাবত্তিষ্ঠতি তাবদে মহতাং সঙ্ঘেন সংস্তূয়তে ইতি। যদ্বা কূর্ম্মবদিত্যু-ত্তান কূর্ম্মাসনেন শিরস্থারোপিতাভ্যাং পাণিপাদাভ্যাম্ আত্মনি মনসি ধারয়েৎ ধারণং কুর্য্যাৎ। এবং কৃত্বা পবনাভ্যাসে কৃতে নির্ব্বাণকুম্ভক-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। উত্তানকূর্ম্মাসনং যথা পদ্মাসনং সুসংস্থাপ্য জানূর্ব্বোরন্তরে করৌ নিবেশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য বোমস্থঃ কুক্কুটাসনম্। কুক্কুটাসনবন্ধস্থো দোর্ভ্যাং সম্বধ্য কন্ধরাম্। শেতে কূর্ম্মবদুত্তান এতদুত্তানকূর্ম্মকম্। ইতি ।১৩॥

ইদানীং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ গমনোপায়মাহ, ঊর্দ্ধেতি। ঊর্দ্ধবায়ুবিমোক্ষণে সতি পদ্মপত্রমিব তনীয়ো ব্রহ্মরন্ধ্রার্গলং ছিন্নং ভবতি তস্মিন্ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে কূর্ম্মস্থানে নিরঞ্জনং শুদ্ধং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং জ্ঞেয়শ্চ বায়ুর্দ্ধগমন-প্রকারস্ত্বমৃত-বিন্দাবুক্তঃ ভ্রূমধ্যে দেবস্য স্থানমুক্তং গোরক্ষেণ আকাশং যৎপরং স্থানং

অপান বায়ুকে আকাশে আনয়ন করিয়া শক্তিদ্বারা সমুচ্চালিত করিবে, এইরূপে আত্মধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি মস্তকে আত্মবিন্যাস করিয়া যাবৎ অবস্থিতি করে, তাবৎ সেই ব্যক্তি মহাযোগিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হয়। অথবা উত্তান কূর্ম্মাসনে অবস্থিত হইয়া মস্তকোপরি বিন্যস্ত পাণি পাদদ্বারা মনেতে ধারণা করিবে। এইরূপে বায়ুযোগ অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণ দায়ক কুম্ভকসিদ্ধি হইয়া থাকে, উত্তানকূর্ম্মাসন যথা।—পদ্মাসন স্থাপন করিয়া জানু ও উরুর মধ্যে করদ্বয় স্থাপন করিবে। ঐ করদ্বয় ভূমিতে নিবেশিত করিয়া ব্যোমস্থ হইবে, ইহাকে কুক্কুটাসনও কহে। এইরূপ কুক্কুটা-সনে সম্বদ্ধ হইয়া বাহুদ্বয়দ্বারা গ্রীবাদেশ ধারণ পূর্ব্বক উত্তান ভাবে কূর্ম্মবৎ শয়ন করিবে। ইহার নাম উত্তান কূর্ম্মাসন। ১৩॥

এইক্ষণ ব্রহ্মদ্বারে গমনোপায় নিরূপণ করিতেছেন।—ঊর্দ্ধ বায়ুর বিমোক্ষণ হইলে পদ্মপত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম রন্ধ্রার্গল ছিন্ন হইবে। সেই ছিদ্রদিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে কূর্ম্মস্থানে পরব্রহ্ম ধ্যান করিলে তাঁহাকে জানিতে পারিবে। বায়ুর ঊর্দ্ধগমন প্রকার অমৃতবিন্দূপনিষদে উক্ত আছে। গোরক্ষ

নিষিদ্ধে তু ন নির্ব্বাতে নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে।
নিশ্চিতঞ্চাত্মভূতানামরিষ্টং যোগসেবয়া ॥ ১৫ ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় যোগতত্ত্বোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যত্রাজ্ঞাচক্রমুচ্যতে। তত্রাত্মানং শিবং ধ্যাত্বা যোগী মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ। ইতি। ১৪ ॥

যোগসাধনস্থানং কিম্ ইত্যত আহ। নিষিদ্ধেতি। নিষিদ্ধে স্থলে ন কর্ত্তব্যং ক অহি নির্ব্বাতে দেশে উপবিশ্য আত্মভূতানাং সর্ব্বাত্মভাব মাপন্নানাং নিশ্চিতং নির্দ্ধারিতং যোগসেবয়েতি যোগাভ্যাসেন ন রিষ্ট- মরিষ্টং বস্তু জ্ঞেয়মিত্যন্বয়ঃ; দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। নিষিদ্ধস্থলানি তু সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে। একান্তে মঠিকামধ্যে স্থাতব্যং হঠযোগিনা॥ ইত্যাদ্যুক্তেভ্যোঽন্যানি। নারায়ণেন রচিতা স্মৃতিমাত্রোপজীবিনা। অস্পষ্টপদবাক্যানাং যোগতত্ত্বস্য দপিকা॥ ১৫।

ইতি যোগতত্ত্বোপনিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা॥

বলিয়াছেন, আকাশাখ্য যে পরমস্থান আছে, ইহাকে আজ্ঞাচক্র বলে। এই স্থানে ধ্যান করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ১৪।

যোগসাধন স্থান কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। নিষিদ্ধস্থানে যোগসাধন করিবে না। নির্ব্বাত, নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব প্রদেশে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাসদ্বারা আত্মনির্ণয় করিবে। এইরূপে যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন সকল আত্মময় বোধ হইবে, তখনই তাহার আত্মজ্ঞান হইল নিশ্চয় করা যায়। এইরূপ আত্মভাবপ্রাপ্ত যোগিগণের কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না। যে দেশে সৌরাজ্য বিদ্যমান আছে, সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, অথচ সেই দেশ যদি সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব হয়, তাহাহইলে সেই দেশের নির্জ্জন স্থানে মঠমধ্যে হঠযোগী অবস্থান করিবে। এতদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষাদি পীড়িত স্থানই যোগসাধন পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবে। ১৫॥

ইতি যোগতত্ত্বোপনিষৎ দীপিকা।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

যোগশিখোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

যোগশিখোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ যোগশিখাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বজ্ঞানেষু চোত্তমাম্।
যদা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽভিজায়তে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় যোগশিখোপনিষদ্দীপিকা।

যোগমূর্দ্ধপ্রতিষ্ঠেয়মুক্তা যোগশিখা ততঃ।
ত্রিখণ্ডা গ্রন্থসন্দোহে দ্বাত্রিংশতিতমী মতা ॥ ১ ॥
যদ্বা বহ্নিশিখা ধ্যানযোগাদ্যোগশিখা মতা।
সাঙ্গোপাঙ্গো যোগযুক্তস্তথা তৎসাধনানি চ ॥ ২ ॥

সম্প্রতি দেহান্তে যোগিনো গমনপ্রকারো বক্তব্যঃ এতদর্থং যোগ-শিখারভ্যতে যোগশিখামিতি। মন্ত্রং প্রণবং গাত্রকম্পঃ শ্রদ্ধাতিশয়সূচকঃ যদ্বা কম্পো ভবতি মধ্যমঃ ইতি বচনাদ্‌যদা মধ্যমঃ প্রাণবিজয়ো ভবতি তদা ॥ ১ ॥

সংপ্রতি যোগিদিগের দেহান্তে গমনপ্রকার বলিবেন, এই অভিপ্রায়ে যোগশিখোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে। অনন্তর যোগশিখা বলিব,— এই যোগশিখা সর্ব্বজ্ঞানের প্রধান। যখন যোগিগণ প্রণবমন্ত্র ধ্যান করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের গাত্রকম্প উপস্থিত হয়। এই

আসনং পদ্মকং বদ্ধা যচ্চান্যদ্বাপি রোচতে।
কুর্য্যান্নাসাগ্রদৃষ্টিঞ্চ হস্তৌ পাদৌ চ সংযুতৌ ॥ ২ ॥
মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য ওঙ্কারং তত্র চিন্তয়েৎ।
ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞো হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৩ ॥
একস্তম্ভে নবদ্বারে ত্রিস্থূণে পঞ্চদৈবতে।
ঈদৃশে তু শরীরে বা মতিমানুপলক্ষয়েৎ ॥ ৪ ॥

পদ্মাসনং বদ্ধা অন্যৎ সিদ্ধাদি সংযতৌ কুর্য্যাৎ॥ ২ ॥

সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং সদিতিশেষঃ হৃৎ হৃদি পরমেষ্ঠিনং কমলাসনং পরমেষ্ঠী পিতামহ ইতি কোষঃ। একমূর্ত্তিত্বাদ্ধরিহরবৎ পরমেষ্ঠিধ্যানমপি মুক্তিহেতুঃ অগ্নির্ব্বা পরমেষ্ঠীতি ॥ ৩ ॥

একস্তম্ভঃ সুষুম্নাশ্রয়ো মূণ্ডাধারদণ্ডঃ ক্রোড়াখ্যো যস্য তৎ তস্মিন্ ইড়া পিঙ্গলাসুষুম্নাখ্যাস্তিস্রঃ স্থূণা যস্মিন্ ত্রিস্থূণে ত্রিগুণাত্মকে বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা এব দৈবতানি প্রাণাদয়ো বা যত্র তস্মিন্ পঞ্চদৈবতে শরীরে বেতি হৃদয়াপেক্ষো বিকল্পঃ। ৪ ॥

গাত্রকম্প উপস্থিত হইলে সাধকের শ্রদ্ধা জানা যায়। অথবা "কম্পো-ভবতি মধ্যমঃ" এই বচনে জানা যায় যে, যখন সাধকের মধ্যম প্রাণায়াম সাধিত হয়, তখনই গাত্রকম্প হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অনন্তর পদ্মাসন, অথবা আপন ইচ্ছানুসারে সিদ্ধাদি অন্য কোন আসন বদ্ধ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়সংযুক্ত করিবে ॥২॥

পরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান মনকে সংযত করিয়া, অর্থাৎ বিষয় হইতে মনঃ সমাকর্ষণপূর্ব্বক ওঙ্কার চিন্তা করিবে। অনন্তর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হৃদয়মধ্যে কমলাসন পিতামহকে চিন্তা করিবে। একমূর্ত্তিত্বপ্রযুক্ত হরিহরের ন্যায় ব্রহ্মার ধ্যানও মুক্তির কারণ হয় ॥ ৩ ॥

অথবা একস্তম্ভ, অর্থাৎ সুষুম্নারূপমূণ্ডাধারদণ্ডবিশিষ্ট, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ ত্রিগুণান্বিত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাযুক্ত, পঞ্চপ্রাণাশ্রিত ও নবদ্বারসহিত শরীরমধ্যে মতিমান ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪ ॥

আদিত্যমণ্ডলং দিব্যং রশ্মিজ্বালাসমাকুলম্।
তস্য মধ্যগতো বহ্নিঃ প্রজ্বলেদ্দীপবর্ত্তিবৎ॥ ৫ ॥
দীপশিখায়াং যা মাত্রা সা মাত্রা পরমেষ্ঠিনঃ।
ভিন্দন্তি যোগিনঃ সূর্য্যং যোগাভ্যাসেন বৈ পুনঃ॥ ৬ ॥

হৃদি ধ্যানপ্রকারমাহ আদিত্যেতি দিব্যমাদিত্যমণ্ডলং রশ্মীনাং কিরণানাং জ্বালাভিঃ সমাকুলম্ অনেন চন্দ্রোপ্যুক্তো দ্রষ্টব্যঃ তস্মিন্ সূর্যেন্দুপাবকান্ ইত্যুক্তত্বাৎ। বহ্নিমেব ধ্যেয়তয়া নির্দ্দিশতি। তস্যেতি তস্য আদিত্যস্য মধ্যে গতঃ প্রবিষ্টো বহ্নিঃ দীপবর্ত্তিবৎ প্রজ্বলেৎ প্রজ্বলতি॥ ৫ ॥

মাত্রা পরিমাণং সা পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণো বহ্নের্বা দেহাধিষ্টাতুর্মাত্রা ইদং বহ্নের্ধ্যানং যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তং তদ্‌যথা—"হৃৎসরোরুহমধ্যেঽস্মিন্ প্রকৃত্যাত্মককর্ণিকে। অষ্টৈশ্বর্য্যদলোপেতে বিকারময়কেসরে॥ জ্ঞাননালে বৃহৎকন্দে প্রাণায়ামপ্রবোধিতে। বিশ্বার্চ্চিষং মহাবহ্নিং জ্বলন্তং বিশ্বতো মুখম্। বৈশ্বানরং জগদ্যোনিং শিখা তন্বিজমীশ্বরম্। তাপয়ন্তং স্বকন্দেহমাপাদতলমস্তকম্॥ নির্ব্বাতদীপবত্তস্মিন্ দীপিতং হব্যবাহনম্।

এইক্ষণ হৃদয়মধ্যে ধ্যানপ্রকার কথিত হইতেছে।—হৃদয়মধ্যে কিরণজ্বালাসমাকুল দিব্য আদিত্যমণ্ডল আছে এবং এই আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে দীপবর্ত্তির ন্যায় অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে। উক্ত বহ্নিই ধ্যেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়॥ ৫।

পূর্ব্ব মন্ত্রোক্তদীপশিখার যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মা কিম্বা অগ্নিরও সেই পরিমাণ জানিবে। এইরূপে হৃদয়স্থ বহ্নির ধ্যান করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিময় কর্ণিকাবিশিষ্ট অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলসমন্বিত বিকারময় কেশরযুক্ত জ্ঞানরূপনালসমন্বিত বৃহৎকন্দসংযুক্ত এবং প্রাণায়ামদ্বারা প্রকাশিত হৃদয় পুণ্ডরীকমধ্যে সর্ব্বতেজোময়, জাজ্জ্বল্যমান, সর্ব্বাভিমুখ জগৎকারণ বৈশ্বানরাখ্য মহাবহ্নির ধ্যান করিবে। এই বহ্নি আপাদতল মস্তকান্ত স্বীয় দেহ পরিতাপিত করিতেছে, আর এই স্থানে নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে

দ্বিতীয়ং সুষুম্নাদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসর্পতি।
কপালসম্পুটং ভিত্বা ততঃ পশ্যতি তৎপরম্ ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা তস্য শিখামধ্যে পরমাত্মানমক্ষরম্ ॥ নীলতোয়দমধ্যস্থং বিদ্যুল্লেখেব রাজতে। নীবারশূকবদ্রূপং পীতাভং সর্ব্বকারণম্ ॥ জ্ঞাত্বা বৈশ্বানরং দেবং সোঽহমাস্মেতি যা মতিঃ। সগুণেষূত্তমেষ্বেতদ্ধ্যানং যোগবিদো বিদুঃ ॥ বৈশ্বানরত্বং সম্প্রাপ্য মুক্তিং তেনৈব গচ্ছতি" ইতি। ইদানীমেতদ্ধ্যানবিশুদ্ধাত্মনঃ সুষুম্নাপশ্চিমমার্গেণ ষট্চক্রভেদদ্বারোর্দ্ধাং গতিমাহ ভিন্দন্তীতি। সূর্য্যং সহস্রদলস্থমধিদেবতামাদিত্যঞ্চ ভিন্দন্তি যোগাভ্যাসেন উপায়েন ॥ ৬ ॥

ভেদনে উপায়মাহ দ্বিতীয়মিতি সুষুম্নায়াঃ দ্বিতীয়ং পশ্চিমং পরিশুদ্ধং নির্গুণং বিসর্পতি প্রবিশতি মনঃপ্রবেশোপায়োঽমৃতবিন্দাবুক্তঃ দ্বিতীয়মিতি বচনাৎ সুষুম্নায়া দ্বৌ মার্গাবিতি লক্ষ্যতে পূর্ব্বমার্গঃ পশ্চিমমার্গশ্চ তত্র পূর্ব্বমার্গঃ প্রবৃত্তিবিষয়ঃ পশ্চিমো নিবৃত্তিবিষয়ঃ অতএব পরিশুদ্ধঃ উক্তঞ্চ স্বাত্মারামেণ পূরয়েন্মারুতং দিব্যং সুষুম্নাপশ্চিমে মুখে ইতি।

হব্যবাহন (অগ্নিদেব) অবস্থিত আছেন। ইহাঁর শিখামধ্যে অব্যয় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া নীলজলধরমধ্যগত বিদ্যুল্লেখার ন্যায় বিরাজমান নীবারকণাবৎ সূক্ষ্ম পীতবর্ণ সর্ব্বকারণ বৈশ্বানর দেবকে সোহংজ্ঞানে ধ্যান করিবে। যোগবিৎ পণ্ডিতগণ সগুণ উত্তমাধিকারীদিগের এইরূপ ধ্যান বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈশ্বানরকে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। যোগিগণ এইরূপ ধ্যানদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া যোগাভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সুষুম্নাপশ্চিমার্গে ষট্চক্রভেদদ্বারা উর্দ্ধগতি অভ্যাস করিবে এবং সহস্রদলমধ্যস্থ সূর্য্যকেও ভেদ করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত ভেদপ্রকার বলিতেছেন।—সুষুম্নার দুইটি মার্গ আছে, পূর্ব্বমার্গ ও পশ্চিমমার্গ, ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বমার্গ প্রবৃত্তিবিষয় এবং পশ্চিমমার্গ নিবৃত্তিবিষয়, এই পশ্চিমমার্গে মন প্রবেশ করিলেই বিশুদ্ধ হইতে পারে। এই প্রবেশের নিয়ম অমৃতবিন্দু-উপনিষদে উক্ত

অথ নাধ্যায়য়েজ্জন্তুরালস্যাচ্চ প্রসাদতঃ।
যদি ত্রিকালমাবর্ত্তেৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥ ৮॥
পুণ্যমেতৎ সমাসাদ্য সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
লব্ধযোগেন বোদ্ধব্যং প্রসন্নং পরমেষ্ঠিনম্॥ ৯॥

পশ্চিমমুখস্য যোগমার্গত্বাৎ পূর্ব্বমুখং কর্ম্মমার্গং কাপালসম্পুটং ভিত্বা বিদার্য্য অধ্যাত্মং শিরোঽস্থি অধিদৈবতং ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধশকলং ততঃ তদনন্তরং তৎ পরং পদং পশ্যন্তি সাক্ষাৎকুর্ব্বন্তি তদুক্তং খেচর্য্যাং। "মনসা সহ বাগীশ্বা ভিত্বা ব্রহ্মার্গলং ক্ষণাৎ। পরামৃতমহাম্ভোধৌ বিশ্রান্তিং তত্র কারয়েৎ॥" ইতি॥ ৭।

উক্তযোগসমর্থং প্রতি সুগমোপায়মাহ অথেতি। অথশব্দঃ পক্ষান্তরে ন ধ্যায়েত ন ধ্যানং কুর্য্যাৎ জন্তুঃ দেহী আলস্যাৎ অলসত্বাৎ প্রমাদতো বা যদি ন ধ্যানং কুর্য্যাৎ তর্হি যদি এতৎ গ্রন্থরূপং ত্রিকালং ত্রিসন্ধ্যম্ আবর্ত্তেৎ আবর্ত্তয়েৎ পঠেৎ স পরমং পদং গচ্ছেৎ। ৮।

কথিতং ময়া ইতি আচার্য্যো জাতসাক্ষাৎকারঃ শিষ্যান্ প্রতি বদতি এতৎ পুণ্যং পবিত্রং যোগতত্ত্বং ময়া সংক্ষেপাৎ অবিস্তরেণ কথিতং ভব-

---

আছে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, সুষুম্নার পশ্চিমমুখে দিব্য বায়ুপরিপূর্ণ রহিয়াছে, অতএব জানা যায় যে, ঐ পূর্ব্বমুখ যোগমার্গ এবং পশ্চিমমুখ কর্ম্ম মর্গ। এইরূপ জানিয়া কপালসম্পুটভেদ করিতে পারিলে পরমপদ দর্শন হইয়া থাকে। খেচরীতে লিখিত আছে যে, মনের সহিত ব্রহ্মদ্বারভেদ করিয়া আত্মা পরমামৃত পূর্ণ মহাম্ভোধিমধ্যে বিশ্রামলাভ করে॥ ৭।

যাহারা উক্তপ্রকার যোগাভ্যাসে অসমর্থ, তাহাদিগের নিমিত্ত সুগমোপায় কথিত হইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত যোগসাধনে অসমর্থ জন্তুগণ যদি আলস্য বা প্রমাদবশত পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যান করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই জন্তুগণ এই গ্রন্থ ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিবে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি পরমপদ পাইতে পারে। ৮।

লব্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকার আচার্য্য শিষ্যদিগের প্রতি কহিতেছেন।—আমি ব্রহ্মার প্রসন্নতালাভ করিয়া যোগলাভপূর্ব্বক অতি সংক্ষেপে এই পবিত্র

জন্মান্তরসহস্রেষু যদা নাশ্নাতি কিল্বিষং।
তদা পশ্যন্তি যোগেন সংসারচ্ছেদনং পরম্।
সংসারচ্ছেদনং পরমিতি ॥ ১০ ॥
ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদগতা যোগশিখোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

স্তির্ব্বোদ্ধব্যস্ কথম্ভূতেন ময়া প্রসন্নং পরিমেষ্ঠিনং ব্রহ্মাণং সমাসাদ্য প্রাপ্য লব্ধযোগেন ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ময়া যোগো লব্ধঃ ইতি ঋষের্ব্বাক্যম্ ॥ ৯ ॥

অস্য যোগস্য দুষ্প্রাপতাং শ্রদ্ধাজননায়াহ জন্মেতি জন্মান্তরসহস্রেষু তপাংসি চরতঃ পুংসো যদা কিল্বিষং নাশ্নাতি ন ভক্ষয়তি ন গ্রসতি তদা যোগেন পরং সংসারচ্ছেদনং ব্রহ্ম পশ্যন্তি তদুক্তম্—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" ইতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ইতি শব্দশ্চ ॥ ১০ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা যোগশৈখরী ॥

ইতি যোগশিখোপনিষদোদীপিকা সম্পূর্ণা ॥

যোগতত্ত্ব তোমাদিগের নিকট বলিলাম, তোমরা ইহার অর্থবোধ করিয়া যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে ॥ ৯ ॥

এই যোগ অতি দুষ্প্রাপ্য, আর ইহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকিলে কার্য্য সফল হয় না। যে পুরুষ সহস্রজন্ম পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছে এবং কোন পাপকার্য্য করে নাই, সেই ব্যক্তিই এই যোগ অভ্যাস করিয়া সংসার-বন্ধছেদনপূর্ব্বক পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভকরিতে পারে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, ভগবান্ বলিয়াছেন, বহুবহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা আমাকে পাইতে পারে। বাসুদেবই সর্ব্বময়, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ ॥ ১০ ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় যোগশিখোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

হংসোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগ্বাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

হংসোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ রুদ্রায় নমঃ ॥ ওঁ ॥

গৌতম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ।

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধো হি কেনোপায়েন জায়তে ॥ ১ ॥

হংসোপনিষদোদ্দীপিকা।

ওঁ হংসোপনিষদং বিদ্যাদষ্টত্রিংশত্তমীং ততঃ।

আথর্ব্বণে চতুঃখণ্ডাং হংসজ্ঞান-পটীয়সীম্॥

শাস্ত্রতো ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সতি তৎসাক্ষাৎকারোপায় উপদিশ্যতে। তত্রাপি প্রামাণ্যদার্ঢ্যায় আখ্যায়িকারভ্যতে ভগবন্নিতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রবোধঃ ॥ ১ ॥

বেদ বেদান্তাদিশাস্ত্র পর্য্যালোচনদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে কিরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে? তাহার উপদেশ কর্ত্তব্য, এইক্ষণ উপ-দেশিতব্য বিষয়ের প্রামাণার্থে আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতেছেন।—সনৎ-সুজাত নামক মুনির নিকট গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই জানিতেছেন এবং সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞানে আপনার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, কি উপায়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইতে পারে? তাহার উপদেশ করুন ॥ ১ ॥

সনৎসুজাত উবাচ।

বিচার্য্য সর্ব্ববেদেষু মতং জ্ঞাত্বা পিণাকিনঃ।
পার্ব্বত্যা কথিতং তত্ত্বং শৃণু গৌতম! তন্মম ॥ ২ ॥
অনাখ্যেয়মিদং গুহ্যং যোগিনাং কোষসন্নিভম্।
হংসস্যাগতিবিস্তারং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥

অথ হংস-পরমহংস-নির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ ব্রহ্মচারিণে শান্তায় দান্তায় গুরুভক্তায় হংসহংসেতি সদা অয়ং সর্ব্বেষু

"আদিশান্তদলস্থার্ণান্ সংহরেৎ কমলাসনঃ" ইত্যাদি কুণ্ডল্যনুসারেণ বায়োরপিচোর্দ্ধং গচ্ছতঃ ত্রিঃ পরিবৃত্তিঃ মণিপূরকং নাভিচক্রং গত্বা প্রাপ্য অনাহতম্ অনাহতচক্রং হৃদি চক্রং অতিক্রম্য উল্লংঘ্য বিশুদ্ধৌ কণ্ঠদেশে প্রাণান্ বায়ূন্ নিরুধ্য আজ্ঞাম্ আজ্ঞাচক্রং ভ্রূমধ্যবর্ত্তি অনুধ্যায়ন্ ব্রহ্মরন্ধ্রঃ সহস্রদলপঙ্কজে ধ্যায়ন্ ত্রিমাত্রঃ ওঙ্কারঃ অহমিত্যেব সর্ব্বদা নিত্যং ধ্যায়ন্। অথো নাদং ধ্যায়ন্ কীদৃশং? আধারাৎ আধারমারভ্য

সনৎসুজাতনামা মহামুনি গৌতমের অভিপ্রায় জানিয়া কহিতেছেন,—গৌতম! আমি সর্ব্ববেদের মত বিচার করিয়া পিণাকির মতানুসারে পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক কথিত পরব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে আমার নিকট সেই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ কর। ২।

আমি যে পরমতত্ত্ব তোমার নিকট বলিতেছি, ইহা অবক্তব্য, যোগিগণ ইহা সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, এই তত্ত্বোপদেশ যোগিদিগের কোষ স্বরূপ। এই হংসমন্ত্রের নির্ণয় ও বিস্তার সাধকদিগের ভুক্তি মুক্তি-ফলপ্রদ ॥ ৩ ॥

অনন্তর হংস ও পরমহংস নির্ণয় বিস্তার করিব, যাহারা ব্রহ্ম বিচারণে সমুৎসুক শান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ও গুরুভক্ত তাহাদিগের নিকটই এই হংস-নির্ণয় উপদেশ করিবে। হংস সর্ব্বদেহেতে সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত আছেন। যেমন কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি এবং তিল মধ্যে তৈল বিদ্যমান আছে, সেইরূপ

দেহেষু ব্যাপ্তো বর্ত্ততে যথা হ্যগ্নিঃ কাষ্ঠেষু তিলেষু তৈল-মিব। স্তং বিদিত্বা ন মৃত্যুমেতি গুদমবষ্টভ্য আধারা-দ্বায়ুমুত্থাপ্য স্বাধিষ্ঠানং ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মণিপূরকঞ্চ গত্বা অনাহতমতিক্রম্য বিশুদ্ধৌ প্রাণান্ নিরুধ্য আজ্ঞা-মনুধ্যায়ন্ ব্রহ্মরন্ধ্রং ধ্যায়ন্ ত্রিমাত্রোঽহমিত্যেব সর্ব্বদা ধ্যায়ন্। অথো নাদমাধারাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশং স বৈ ব্রহ্ম পরমাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অথ হংস-ঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতাঽহ-মিতি বীজং স ইতি শক্তিঃ সোঽহমিতি কীলকং ষট্-

---

ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং প্রতীয়মানং তথা উজ্জ্বলং স বৈ ব্রহ্ম আত্মা পরমা-ত্মৈব। ২-৪।

হংসমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ অথ হংস ইতি। অন্যত্র তু ঋষ্যাদয় উক্তাঃ যথা,—"ঋষির্ব্রহ্মা স্মৃতো দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা জগতা-

---

সর্ব্বদেহে হংসের বিদ্যমানতা জানিবে। এই হংসতত্ত্ব জানিতে পারিলে সেই ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর বশীভূত হয় না। প্রথমে গুহ্যদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া আধার চক্র হইতে বায়ু উত্থাপন পূর্ব্বক বারত্রয় স্বাধিষ্ঠান চক্র প্রদক্ষিণ করিবে। তৎপরে মণিপুর চক্রে গমন করিয়া হৃদিস্থ অনাহত চক্র অতিক্রমণ পূর্ব্বক কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধাখ্যচক্রে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিয়া ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্র ও সহস্রদল কমলে ব্রহ্মরন্ধ্র ধ্যান করিবে এবং আমিই ত্রিমাত্র ওঙ্কার এইরূপে সর্ব্বদা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। অনন্তর আধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত নাদের ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপে যিনি আধার পর্য্যন্ত প্রতীয়মান শুদ্ধ স্ফটিকবৎ সমুজ্জ্বল পরব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। ৪।

এইক্ষণ হংসমন্ত্রের ঋষ্যাদি নিরূপিত হইতেছে।—এই হংসমন্ত্রের ঋষি হংস, ছন্দঃপংক্তি, দেবতা পরমহংস, বীজ অহং, শক্তি সঃ, কীলক সোঽহং।

সংখ্যয়া অহোরাত্রয়োরেকবিংশতিসহস্রাণি ষট্‌শতান্য-ধিকানি ভবন্তি। সূর্য্যায় সোমায় নিরঞ্জনায় নিরাভাসায় তনুসূক্ষ্মপ্রচোদয়াদিতি অগ্নীষোমাভ্যাং বৌষট্‌ হৃদ-য়াদ্যঙ্গন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ ভবত এবং কৃত্বা হৃদয়ে অষ্টদলে হংসাত্মানং ধ্যায়েৎ ॥ ৫ ॥

মাদিঃ সম্প্রোক্তো গিরিজাপতিঃ।" ইতি। তৎ হংসস্য বাহ্যপুরশ্চরণ-বিষয়ং জ্ঞাতব্যম্‌। ষট্‌সংখ্যয়া ঋষ্যাদয়ো জ্ঞেয়া ইতি শেষঃ। যদ্বা ষট্‌-শতানি ষট্‌সংখ্যয়া অধিকানি ভবন্তীত্যয়ঃ ষট্‌শতোপরি ষট্‌ ইত্যর্থঃ। অমৃতবিন্দৌ তু—"অশীতিঃ ষটশতঞ্চৈব সহস্রাণি ত্রয়োদশ। লক্ষশ্চৈকো-ঽপি নিশ্বাসা অহোরাত্রপ্রমাণতঃ॥" ইতি সংখ্যাভেদ উক্তঃ স তত্রৈব সমাহিতঃ। ষড়ঙ্গান্যাহ অং সূর্য্যায় হৃদয়ায় নমঃ ওঁ সোমায় শিরসে স্বাহা ওঁ নিরঞ্জনায় শিখায়ৈ বষট্‌ ওঁ নিরাভাসায় কবচায় হুং ওঁ তনু সূক্ষ্মনেত্রত্রয়ায় বৌষট ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্‌। এভিরেবাদৌ কর-ন্যাসঃ। হসাং হসীমিত্যাদিনা ষড়ঙ্গানীত্যপরে। হসাং সর্য্যাত্মনে হুং

অন্যত্র হংসমন্ত্রের বিভিন্ন ঋষ্যাদি উক্ত আছে, যথা—হংসমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃগায়ত্রী এবং দেবতা জগতের আদিদেব গিরিজাপতি শঙ্কর। এইরূপ ঋষ্যাদি বাহ্য পুরশ্চরণ বিষয়ে জানিবে। বাস্তবিক ষট্‌ সংখ্যায় ঋষ্যাদি জানিতে হইবে। দিবারাত্রিতে এই হংসমন্ত্রের একবিংশতিসহস্র ছয়শত ছয়বার জপ হইয়া থাকে। অমৃতবিন্দুপনিষদে উক্ত আছে যে, অহোরাত্র মধ্যে মানবের একলক্ষ, ত্রয়োদশসহস্র ছয়শত আশীবার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ইহাই হংসমন্ত্র। উক্ত হংসমন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস এই "ওঁ সূর্য্যায় হৃদয়ায় নমঃ ওঁ সোমায় শিরসে স্বাহা, ওঁ নিরঞ্জনায় শিখায়ৈ বষট্‌ ওঁ নিরা ভাসায় কবচায় হুঁ ওঁ তনুসূক্ষ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্‌" এইরূপ মন্ত্রে আদিতে অঙ্গন্যাস করিয়া করন্যাস করিবে। যথা—"ওঁ সূর্য্যায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ সোমায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ওঁ নরঞ্জ নায় মধ্যমাভ্যাং বষট ওঁ নিরাভাসায় অনামিকভ্যাং হুঁ ওঁ তনুসূক্ষ্ম কনি-

অগ্নীষোমৌ পক্ষাবোঙ্কারঃ শিরো বিন্দুস্তু নেত্রং মুখং রুদ্রো রুদ্রাণী চরণৌ বাহূ কালশ্চাগ্নিশ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ। পশ্যত্যনাগারশ্চ শিষ্টোভয়পার্শ্বে ভবতঃ ॥ ৬ ॥

হসীং সোমাত্মনে শির ইত্যাদিনেত্যন্তে। অগ্নীষোমাভ্যাং বৌষড়িতি যন্ত্রাং শেষঃ। হস অগ্নিঃ সঃ সোমঃ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ ইতি চোক্তম্ হৃদয়াদীনি যানি অঙ্গানি তেষাং ন্যাসঃ করন্যাসশ্চ তৌ ভবতঃ। এবং ন্যাসং কৃত্বা হৃদয়ে অষ্টদলং তত্র হংসাত্মানং ধ্যায়েৎ ॥ ৫ ॥

ধ্যেয়স্বরূপমাহ অগ্নীষোমাবিতি। হংসস্য পক্ষিত্বাৎ পক্ষিরূপেণ ধ্যানং তাভ্যাং জগৎ প্রবৃত্তেঃ। ওঙ্কারঃ শিরঃ উত্তমাঙ্গত্বাৎ বিন্দুস্তু নেত্রং প্রকাশকত্বাৎ মুখং রুদ্রো বক্তৃত্বাৎ রুদ্রাণী চরণৌ সর্ব্বাধারত্বাৎ বাহূ কালশ্চ সর্ব্বদাতৃত্বাৎ অগ্নিশ্চোভে পার্শ্বে ভবতঃ পূর্ব্বাপরে দক্ষিণোত্তরে বাসৌ সত্ব-সামান্যাৎ পশ্যতি দৃশধাতুঃ লক্ষণয়া জ্ঞানম্ অনাগারঃ অনিকেতঃ বৈরাগ্যং তে অবশিষ্টে উপয়পার্শ্বে ভবতঃ পূর্ব্বাপরে দক্ষিণোত্তরে বা ॥ ৬ ॥

ষ্টাভ্যাং বৌষট্ ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্" এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অন্যমতে "হসাং হৃদয়ায় নমঃ হসীং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস উক্ত আছে। মতান্তরে "হসাং সূর্য্যাত্মনে হুঁ হৃদয়া নমঃ হসীং সোমাত্মনে শিরসে স্বাহা" ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস ও কর-ন্যাস কর্ত্তব্য। হৃদয়াদি অঙ্গসমূহে এবং করেতে ন্যাস করিয়া হৃদয়স্থিত অষ্টদলপদ্মে হংসাত্মা পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে। ৫।

কিরূপে হংসের ধ্যান করিতে হইবে? এইক্ষণ তাহাই বলিতেছেন।—হংস পক্ষিরূপ, অতএব পক্ষিরূপেই তাহার ধ্যান কর্ত্তব্য। অগ্নি ও সোম, ইহারাই তাহার পক্ষদ্বয়, যেহেতু এই পক্ষদ্বয় হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়। ওঙ্কার ইহার শির, অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ, জগতের প্রকাশকত্বপ্রযুক্ত বিন্দু, উহার নেত্র। সর্ব্ববচনকর্ত্তৃত্বহেতু রুদ্র, ইহার মুখ, সর্ব্বাধারহেতু রুদ্রাণী উহার চরণ এবং সর্ব্বদাতৃত্বপ্রযুক্ত কাল ও অগ্নি ইহারাই হংসের বাহু-

এষোঽহংসৌ পরমহংসো ভানুকোটিপ্রতীকাশঃ যেনেদং ব্যাপ্তম্ তস্যাষ্টধা বৃত্তির্ভবতি। পূর্ব্বদলে পুণ্যে মতিঃ আগ্নেয়্যাং নিদ্রালস্যাদয়ো ভবন্তি যাম্যে ক্রূরে মতিঃ নৈঋতে পাপে মনীষা বারুণ্যাং ক্রীড়া বায়ব্যে গমনাদৌ বুদ্ধিঃ সৌম্যে রতিপ্রীতিঃ ঈশানে দ্রব্যাদানং মধ্যে

ধ্যানমুপসংহরতি এষোঽহংসাবিতি। তস্যাষ্টসু দলেষু স্থিতস্য অষ্টধা বৃত্তিমাহ তস্যেতি। তত্র দিক্‌পালবৃত্ত্যনুসারেণ ফলং বোদ্ধব্যম্। ইদঞ্চ দিগভিপ্রায়েণ সামান্যতঃ ফলমুক্তম্ তত্তদ্দলাভিপ্রায়েণ তু বিশেষফলমধ্যাত্ম বিবেকে উক্তম্ তদ্‌যথা—গুদ-লিঙ্গান্তরে চক্রমাধারন্ত চতুর্দ্দলম্। পরমঃ সহজস্তদ্বদানন্দো বীরপূর্ব্বকঃ। যোগানন্দশ্চ তস্য স্যাদীশানাদিদলে ফলম্। স্বাধিষ্ঠানং লিঙ্গমূলে ষটপত্রং চক্রমস্য তু। পূর্ব্বাদিষু দলেষাহঃ ফলান্যেতান্যনুক্রমাৎ। প্রশ্রয়ঃ ক্রূরতা গর্ব্বনাশো মূর্চ্ছা ততঃ পরম্।

দ্বয়। এই বাহুদ্বয় উভয়পার্শ্বে বিদ্যমান আছে, এই হংস সর্ব্বজ্ঞ ও ইহার কোন নিকেতন নাই। বৈরাগ্য ইহার দক্ষিণোত্তর ভাগে রহিয়াছে।৬॥

এই পরমহংস কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী, ইনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই হংস অষ্টদলে অবস্থিত আছেন; সুতরাং অষ্টদলেই ইহার বৃত্তি আছে। দিকপতি জ্ঞানানুসারে ইহার ফল জানিতে হইবে। পূর্ব্বদলে পুণ্যমতি, আগ্নেয় দলে নিদ্রা আলস্যাদি, দক্ষিণদলে ক্রূরমতি, নৈঋতদলে পাপাভিলাষ, পশ্চিমদলে ক্রীড়া, বায়ুদলে গমনাদি বুদ্ধি, উত্তরদলে রতি ও প্রীতি, ঈশানদলে দ্রব্যগ্রহণ, মধ্যে বৈরাগ্য, কেশরে জাগ্রদবস্থা, কর্ণিকাতে স্বপ্ন, লিঙ্গে সুষুপ্তিরূপবৃত্তি বিদ্যমান আছে। দিক্‌পতি ক্রমে এই সকল বৃত্তি উক্ত হইল, অধ্যাত্ম বিবেকে যে বিশেষ ফল উক্ত আছে, তাহা এই,—গুহ্য ও লিঙ্গের অভ্যন্তরে যে আধারাখ্য চতুর্দ্দল চক্র আছে, তাহার চারিপত্রে ঈশানাদিক্রমে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্দ এই আনন্দচতুষ্টয় রহিয়াছে। লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষট্‌পত্রান্বিতচক্রের পূর্ব্বাদিদলে প্রশ্রয় ক্রূরতা, গর্ব্বনাশ,

বৈরাগ্যং কেশরে জাগ্রদবস্থা কর্ণিকায়াং স্বপ্নং লিঙ্গে সুষুপ্তিঃ পদ্মত্যাগে তুরীয়ং যদা হংসো নাদে লীনো ভবতি তদা তুর্য্যাতীতমুন্মনন-মজপোপসংহারমিত্যভিধীয়তে ॥ ৭ ॥

অবজ্ঞা স্যাদবিশ্বাসো জীবস্য চরতো ধ্রুবম্। নাভৌ দশদলং পদ্মং মণিপূরকসংজ্ঞকম্॥ সুষুপ্তিরত্র তৃষ্ণা স্যাদীর্ষ্যা পিশুনতা তথা। লজ্জাভয়ঘৃণামোহকুধিয়োঽথ বিষাদিতা। হৃদয়েঽনাহতং চক্রং দলৈর্দ্বাদশভির্যুতম্। লৌল্যপ্রকাশঃ কপটং বিতর্কোঽপ্যনুতাপিতা। আশাপ্রকাশশ্চিন্তা চ সমীহা সমতা ততঃ। ক্রমেণ দম্ভো বৈকল্যং বিবেকো হ্যহঙ্কৃতিস্তথা। ফলান্যেতানি পূর্ব্বাদিদলস্থস্যাত্মনো বিদুঃ। কণ্ঠেঽস্তি ভারতীস্থানং বিশুদ্ধিঃ ষোড়শচ্ছদম্। তত্র প্রণব উদ্‌গীথ হুং ফড়্‌বষড়থ স্বধা। স্বাহা নমোঽমৃতং সপ্ত স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ো মতাঃ। ইতি পূর্ব্বাদিপত্রস্থে কলান্যাত্মনি ষোড়শ॥ ইতি। স্থানান্তরেষু নিয়মমাহ মধ্য ইতি। লিঙ্গে নালে পদ্মত্যাগে পদ্মাদূর্দ্ধং নিরালম্ব প্রদেশে নাদে বক্ষ্যমাণে তুর্য্যাতীতং তুরীয়াৎ পরম্ উন্মননম্ মননরহিতম্ অজপোপসংহারং প্রাণব্যাপার রহিতম্। ত্রয় এতে পর্য্যায়াঃ ॥ ৭ ॥

মূর্চ্ছা, অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস এই সকল বৃত্তি আছে। নাভিতে যে দশদল পদ্ম আছে, উহার নাম মণিপুর, এই পদ্মের পত্রসমূহে সুষুপ্তি, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, পিশুনতা, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, মোহ, কুবুদ্ধি ও বিবেক এইসকল বৃত্তির অবস্থান জানিবে। হৃদয়ে অনাহত নামক পদ্ম আছে, ঐ পদ্ম দ্বাদশদলযুক্ত। ইহার দলসমূহে লৌল্যপ্রকাশ, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপিতা, আশাপ্রকাশ, চিন্তা, সমীহা, সমতা, দম্ভ, বৈকল্য, বিবেক ও অহঙ্কার এই সকল বৃত্তি পূর্ব্বাদিক্রমে বর্ত্তমান আছে। কণ্ঠ বাগ্দেবীর স্থান, ইহার নাম বিশুদ্ধ চক্র, এই চক্র ষোড়শপত্রযুক্ত। এই পদ্মের দলসমূহে, প্রণব, উদ্গীথ, হুঁ, ফট, বষট্, স্বধা নমঃ এবং ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর আছে। এই সকল কলাও পদ্মের পূর্ব্বাদিক্রমে রহিয়াছে। আর ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে মননরহিত

এবং সর্ব্বং হংসবশাৎ তস্মাম্মনো হংসো বয্যিচাতে স এব জপকোটিয়া নাদমনুভবতি এবং সর্ব্বং হংস-বশাৎ ॥ ৮ ॥

নাদো দশবিধো জায়তে। চিণীতি প্রথমং চিঞ্চিণীতি দ্বিতীয়ং ঘণ্টানাদস্তৃতীয়ঃ শঙ্খনাদশ্চতুর্থঃ পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ

এবং সর্ব্বমিত্যাদি এবং তুরীয়াতীতপর্য্যন্তমুক্তং সর্ব্বং ফলং হংসবশাৎ হংসজপনিবেদনাধীনং বেদিতব্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বফলদত্বাৎ মনো হংসঃ হন্তি গচ্ছতি হংসঃ সপ্তদশকং লিঙ্গং মনো বিচার্য্যতে মনঃস্বরূপকে বিচার্য্য নিশ্চেতব্যম্ যেন স্বমর্থোঽবভাসতে স এব হংসোপাসকঃ জপ কোট্যা কোটিসংখ্যকজপনিবেদনপূর্ব্বকমনো-নিয়মে সতি নাদং বক্ষ্য-মাণম্ অনুভবতি। তস্যৈবেতি পাঠে হংসস্যৈব পুনরেবমিত্যাদিরূপ-সংহারঃ নাদহেতুত্বস্যাধিকস্যোক্তত্বাৎ ॥ ৮ ॥

সপ্রকারাং নাদোৎপত্তিমাহ নাদ ইতি। চিণ্যাদয়োঽনুকরণশব্দাঃ ইতি শব্দা অনুকরণত্বদ্যোতকাঃ ঘণ্টানাদঃ ঘণ্টায়া ইব নাদঃ এবমগ্রেঽপি

পরব্রহ্ম যখন সেই হংসনাদে বিহীন হয়েন, তখনই তাঁহার প্রাণব্যাপারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত ফলসমুদায়ই হংসের অধীন; অর্থাৎ হংসমন্ত্র জপদ্বারা জানা যায়। অতএব জানা যায় যে, হংসই সর্ব্বফল প্রদান করেন। সেই হংস মনঃ স্বরূপ। মনের স্বরূপ বিচার করিলেই হংসপরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। কোটিসংখ্যক জপ নিবেদনপূর্ব্বক মনোনিয়ম সাধিত হইলেই বক্ষ্যমাণ নাদ অনুভব করিতে পারে। ৮।

এইক্ষণ নাদোৎপত্তি কহিতেছেন,—নাদ, অর্থাৎ শব্দ দশবিধ হইয়া থাকে, প্রথম চিনী এবং দ্বিতীয় চিঞ্চিনীরূপ অব্যক্ত শব্দ। তৃতীয় নাদ ঘণ্টা-ধ্বনিসদৃশ, চতুর্থ নাদ শঙ্খশব্দ তুল্য, পঞ্চম নাদ বীণাশব্দের ন্যায়, ষষ্ঠনাদ করতালিজনিত শব্দতুল্য, সপ্তমনাদ বেণুশব্দবৎ, অষ্টম নাদ মৃদঙ্গশব্দের ন্যায়, নবম নাদ ভেরীশব্দ সদৃশ, দশম নাদ মেঘশব্দতুল্য। এই নবম নাদ

ষষ্ঠস্তালনাদঃ সপ্তমো বেণুনাদঃ অষ্টমো মৃদঙ্গনাদঃ নবমো ভেরীনাদঃ দশমো মেঘনাদঃ নবমং পরিত্যজ্য দশমমেবাভ্যসেৎ ॥ ৯ ॥

প্রথমে চিঞ্চিণী গাত্রং দ্বিতীয়ে গাত্রভঞ্জনম্। তৃতীয়ে স্বেদনং যাতি চতুর্থে কম্পতে শিরঃ। পঞ্চমে শ্রবতে তালু ষষ্ঠেঽমৃতনিষেবণম্। সপ্তমে গূঢ়বিজ্ঞানং পরা বাচা তথাষ্টমে। অদৃশ্যং নবমে দেহং দিব্যং চক্ষুস্তথামলম্। দশমে পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্‌ব্রহ্মাত্ম-সন্নিধৌ তস্মিন্ মনো

নবমং পরিত্যজ্যেতি নবমপর্য্যন্তান্ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মভবনফলং দশমমেব অভ্যসেৎ ॥ ৯ ॥

দশানাং প্রত্যেকং লক্ষণানি ফলানি চাহ প্রথমে ইতি। চিঞ্চিণীশব্দাকারং তদ্বদিদং ভবতি। গাত্রভঞ্জনং গাত্রভঙ্গঃ ইব ভবতি স্বেদনং স্বিন্ন ইব ভবতি অমৃতনিষেবণম্ অমৃতপানমিব। দশমমিতি দশমঞ্চেদভ্যস্যতি পরমং ব্রহ্ম ভবেৎ। তস্য ফলমাহ ব্রহ্মাত্মেতি তস্মিন্ ব্রহ্মণ আত্মনঃ সন্নিধৌ সতি মনো বিলীয়তে বিলীনং ভবতি মনসি সঙ্কল্পবিকল্প-

---

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণীভূত দশমনাদ অভ্যাস করিবে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত দশবিধ নাদের লক্ষণ ও ফল বলিতেছেন।—প্রথম নাদে গাত্রে চিঞ্চিন্ শব্দ হয়, দ্বিতীয় নাদে গাত্রভঞ্জন, তৃতীয় নাদে স্বেদ, চতুর্থ নাদে শিরঃকম্প, পঞ্চমনাদে তালুস্রাব, ষষ্ঠনাদে অমৃতনিষেবন সপ্তমনাদে গূঢ়বিজ্ঞান, অষ্টমনাদে পরমবাক্য, নবমনাদে অদৃশ্যদেহ ও নির্ম্মল দিব্যচক্ষু এবং দশমনাদে পরব্রহ্মের সান্নিধ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ দশমনাদ অভ্যাস হইলে পরম ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ হইলেই তাহাতে মন বিলীন হইয়া থাকে। অনন্তর মনের সঙ্কল্প বিকল্প

বিলীয়তে মনসি সঙ্কল্প-বিকল্পে দগ্ধে পুণ্যপাপে সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ প্রকাশতে ইতি ॥ ১০ ॥

রূপে গতে সতি পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ তয়োঃ সমাহারে দগ্ধে সতি সদাশিবো ভবতি। শক্ত্যাত্মা চ শিবশক্তিরূপো ভূত্বা সর্ব্বত্রাবস্থিতাদিরূপো ব্রহ্মরূপঃ প্রকাশতে ব্রহ্মৈব ভবতি। ইতি শব্দো হংসবর্ণনসমাপ্ত্যর্থঃ। সনৎসুজাতেন গৌতমং প্রতি পার্ব্বতীপরমেশ্বরসংবাদে হংসবর্ণনমুক্তম্। স সংবাদো যথা—ওঁ ঈশ্বর উবাচ। অজপারাধনং দেবি! কথয়ামি তবানঘে! যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। হংসং পরং মহেশানি! প্রত্যহং জপতে নরঃ। মোহান্ধো যো ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে। শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি! জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা। তস্যোচ্ছ্বাসৈস্তু নিশ্বাসৈস্তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ। উচ্ছ্বাসে চৈব নিশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। তস্মাৎ প্রাণস্তু হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ। ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্প্রাণা

বিগত হইলে পুণ্য ও পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন পুরুষ সদাশিব স্বরূপ হয় এবং শিবশক্তিরূপী হইয়া সর্ব্বত্রাবস্থিত ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ সেই পুরুষই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। সনৎসুজাত ঋষি এইরূপ গৌতমের নিকট পার্ব্বতীশ্বর সংবাদরূপ হংসবর্ণন কহিয়াছিলেন, সেই পার্ব্বতীশ্বর সংবাদ এই। ঈশ্বর কহিলেন, দেবি! আমি তোমার নিকট অজপামন্ত্রের আরাধনা বলিতেছি, ইহার বিজ্ঞানমাত্র সাধক পরব্রহ্মকে পাইতে পারে। মহেশ্বরি মনুষ্যগণ প্রতিদিন হংসমন্ত্র জপ করিতেছে। যে মোহান্ধ ব্যক্তি এই হংসমন্ত্র জানে না, তাহার কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। দেবি! শ্রীগুরুর কৃপাতেই এই হংসমন্ত্র জানিতে ও জপ করিতে পারে। যে ব্যক্তি হংসমন্ত্র জানিয়া জপ করে, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসে ভববন্ধনের মোচন হইতে থাকে। শ্বাসে এবং প্রশ্বাসে হংসঃ এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারিত হয়, অতএব হংসই প্রাণ এবং হংসই আত্মারূপে দেহ মধ্যে অবস্থিত আছে। নাভির ঊর্দ্ধ হইতে শ্বাস উৎপন্ন হইয়া হৃদয়াগ্রে অবস্থিত হয়, ষষ্টিবার

নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা হ্যহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ। একবিংশতি সাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি! প্রত্যহং জপতে প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্। উৎপত্তির্জ্জপ আরম্ভোমৃতিরস্য নিবেদনম্। বিনা জপেন দেবেশি! জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী। এবং জপং মহেশানি! প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ। গণেশ-ব্রহ্ম-বিষ্ণুভ্যো হরায় পরমেশ্বরি। জীবাত্মনে ক্রমেণৈব তথা চ পরমাত্মনে। ষট্ শতানি সহস্রাণি ষড়েব চ তথা পুনঃ। ষট্ সহস্রাণি চ পুনঃ সহস্রঞ্চ সহস্রকম্। পুনঃ সহস্রং গুরবে ক্রমেণ বিনিবেদয়েৎ। আধারে স্বর্ণবং স্মৃত্বা বাদি সান্তানি সংস্মরেৎ। দ্রুতসৌবর্ণবর্ণানি দলানি পরমেশ্বরি! স্বাধিষ্ঠানে হি হেমাভে বাদিলান্তানি চ স্মরেৎ। বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভাভানি সুনীলমণিপূরকে। ডফান্তানি মহানীলপ্রভানি চ বিচিন্তয়েৎ। পিঙ্গবর্ণ-মহাবহ্নি-

---

শ্বাস প্রশ্বাসে এক প্রাণ, ছয় প্রাণে এক নাড়ী এবং ষষ্টিনাড়ীতে এক অহোরাত্র হয়। এইরূপে হংসমন্ত্রের জপসংখ্যার ক্রম জানিবে। প্রতিদিন প্রাণ একবিংশতি সহস্র ছয় শতবার হংসমন্ত্র জপ করে। এই হংসই সান্দ্রানন্দময়ী পরমাদেবতা। এই হংস মন্ত্রের জপারম্ভেই উৎপত্তি এবং ইহার নিবৃত্তিতেই মরণ হয়। সাধারণ জপের ন্যায় জপ না করিলেও এই হংস মন্ত্রের জপ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাকে অজপামন্ত্র বলে। এই অজপা ভবপাশ ছেদন করে। মহেশ্বরি! এইরূপে প্রতিদিন গণেশ, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে অজপা নিবেদন করিবে। অনন্তর জীবাত্মাকে ছয় সহস্র, ছয়শত ও ছয়বার অজপা জপ নিবেদন করিয়া পুনর্ব্বার ষট্-সহস্র জপ গুরুকে নিবেদন করিতে হইবে। আধার চক্রকে সুবর্ণ বর্ণ স্মরণ করিয়া তাহাতে ব, শ, ষ, স এই চারিবর্ণ স্মরণ করিবে। হে পরমেশ্বরি! ঐ আধার পদ্মের পত্র সকল গলিত সুবর্ণের ন্যায় চিন্তা করিবে। তদূর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান চক্র আছে, তাহা হেমাভ, এই পদ্মে ব, ভ, ম, য, র ও ল এই ছয় বর্ণ স্মরণ করিবে। বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সুনীলবর্ণ মণিপূর চক্রে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প ও ফ এই দশবর্ণ আছে, এই সকল বর্ণ ঘননীল প্রভ। এই পদ্মের কর্ণিকা অগ্নির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ

কর্ণিকাভানি চিন্তয়েৎ। কাদিঠান্তানি পত্রাণি চতুর্থেঽনাহতে প্রিয়ে! বিশুদ্ধৌ ধূম্রবর্ণে তু রক্তবর্ণান্ স্বরান্ স্মরেৎ। আজ্ঞায়াং বিদ্যুদাভায়াং শুভৌ হক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। কর্পূরদ্যুতিসংরাজৎসহস্রদলনীরজে। নাদাত্মকং ব্রহ্মরন্ধ্রং জানীহি পরমেশ্বরি! এতেষু সপ্তচক্রেষু স্থিতেভ্যঃ পরমেশ্বরি! জপং নিবেদয়েদেনমহোরাত্রভবং প্রিয়ে! অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। অস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। অস্য পুরশ্চরণরূপেণাপি সারদাতিলকে বিধানমুক্তম্ তদ্‌যথা—বিদয়র্দ্ধেন্দুললিতস্তদাদিঃ সর্গসংযুতঃ অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তোদ্ব্যক্ষরঃ সুরপাদপঃ। ঋষির্ব্রহ্মা স্মৃতো দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা জগতামাদিঃ প্রোক্তোঽত্র গিরিজাপতিঃ।

চিন্তা করিবে। দেবি চতুর্থ অনাহত চক্রে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট এবং ঠ এই দ্বাদশবর্ণরূপ পত্র চিন্তা করিবে। তৎপর ধূম্রবর্ণ বিশুদ্ধাখ্য চক্রে রক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ চিন্তা করিবে এবং বিদ্যুদ্বর্ণ আজ্ঞাচক্রে হ ক্ষ এই বর্ণদ্বয় চিন্তা করিতে হইবে, তদূর্দ্ধে কর্পূরের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সহস্রদল পদ্ম আছে, তাহাতে নাদাত্মক ব্রহ্মরন্ধ্র জানিবে। পরমেশ্বরি! উক্ত সপ্তচক্রে অবস্থিত দেবতাদিগকে দিবারাত্র অজপাজপ নিবেদন করিবে। অজপানাম গায়ত্রী যোগিদিগের মোক্ষপ্রদান করে। এই অজপার সঙ্কল্প মাত্র মানবগণ পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। এই বিদ্যার সদৃশী বিদ্যা নাই, এই মন্ত্র জপের সদৃশ জপ নাই এবং এই অজপামন্ত্র জপে যেরূপ পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্য কখনই হয় না এবং হইবে না। এই অজপামন্ত্রের পুরশ্চরণ যাহা সারদা তিলকে লিখিত আছে, তাহা এই।—হংস, এই মন্ত্রই অজপানামে প্রসিদ্ধ, এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দগায়ত্রী জগতের আদি গিরিজাপতি দেবতা। এইরূপ ঋষ্যাদি জানিয়া কার্য্য করিবে। হসাং হৃদয়ায় নমঃ, হসীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই মন্ত্রের দেবতার ধ্যান এইরূপ, এই অম্বিকেশ্বর উদিত ভানুর

হংসা ষড়্দীর্ঘযুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ। উদ্যম্ভানুস্ফুরিত-তড়িদাকার মূর্দ্ধাগ্নিকেশং পাশাভীতী বরদপরশূ সন্দধানং করাব্জৈঃ। দিব্যাকল্পৈর্নব-মণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূল' সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু নশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্। ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সেন সসর্পিষা। দশাংশং জুহুয়াৎ সম্যক্ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ। দীপ্তাদীপুজিতে পীঠে প্রাগুক্তে প্রযজেদ্বিভুম্। মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য যজেদঙ্গাদিভিঃ সহ। ঋতুং সংবৎসরঞ্চৈব দিগ্দলেষু বিদিক্ষু চ। অর্চ্চয়েদ্দৃতজাং গোজামব্জাক্যামদ্রিজাং পুনঃ। লোকেশ্বরাং-স্তদস্ত্রানি পূজয়েদ্দেবমন্বহম্। অর্ঘ্যঞ্চ বিধিবদ্দদ্যাৎ প্রাক্ প্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা। মন্ত্রাঢ্যমাতৃকাপদ্মে পূর্ণকুম্ভং নিধায় তম্। পিধায় বামহস্তেন ততো মন্ত্রেণ সংযতঃ। অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং জপেৎ তোয়ং সুধাময়ম্। স্মৃত্বা তেনাভিষিঞ্চেদ্যঃ স ভবেদ্বিগতাময়ঃ। আয়ুরারোগ্যবিভবানমিতা-ল্লভতে নবঃ। অনেনৈব বিধানেন বিষার্ত্তো নির্ব্বিষো ভবেৎ। ইন্দুভ্যাং বিগলৎসুধাপরিচিতং মন্ত্রাস্ত্যবীজং ততঃ প্রশ্নোতৎপরমামিতার্হ-শশিনা

ন্যায় জাজ্বল্যমান, ইহার মূর্দ্ধাদেশ বিদ্যুতের ন্যায় প্রস্ফুরিত। ইনি চতু-র্ভুজ, হস্ত চতুষ্টয়ে পাশ, অভয় মুদ্রা, বর মুদ্রা ও পরশু ধারণ করিয়াছেন, ইনি নব মণিময় বিদ্যায় সুশোভিত ও ত্রিনয়ন। ইহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে, শরীর অতি প্রশান্ত। এইরূপ ভগবান্ ভবানীপতি আমা-দিগকে রক্ষা করুন। এইরূপে ধ্যান করিয়া দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর পায়সদ্বারা দশাংশহোম করিলেই সিদ্ধ হইতে পারে, দীপ্তাদীপুজিত পীঠে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে মন্ত্রজপ করিবে। মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া অঙ্গদেবতার সহিত মূলদেবতার পূজা করিতে হইবে। পূর্ব্বাদিদল চতু-ষ্টয় এবং অগ্ন্যাদিদল চতুষ্টয়ে এই সকল পূজা করিবে। অনন্তর লোকপাল ও অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে, পরে পূর্ব্বোক্তক্রমে অর্ঘ্য দিবে। তৎপর মন্ত্রযুক্ত মাতৃকাপদ্মে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া বামহস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক জলোপরি অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। অনন্তর সেই জল সুধাময় জ্ঞান করিয়া সেই জলদ্বারা যাহাকে সিঞ্চন করা যায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বরোগ বিহীন হইতে পারে এবং আয়ু, আরোগ্য ও অপরিমিত বিভব লাভ

ওঁ ॥ বেদপ্রবচনং বেদপ্রবচনম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদগতা হংসোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

সংসিক্তমাদ্যং স্মরন্। মন্ত্রী মন্ত্রমিমং জপন্ বিষগদোন্মাদাপমৃত্যুজ্বরান্ জিত্বা বর্ষশতং সমগ্রবিভবো জীবেৎ সুখং বন্ধুভিঃ ইতি। ১০ ॥

ওঁ ॥ বেদপ্রবচনমিতি। ইদং হংসনিরূপণম্ অকারাদ্যাত্মকস্য বেদস্য প্রবচনং নির্ব্বচনহেতুঃ। তদ্‌যথা হংসমন্ত্রস্যৈব পুম্প্রকৃত্যাত্মকস্য বর্ণবিপর্য্যাসে সোঽহং ভবতি। স চ পরমাত্মমন্ত্রঃ তস্য চতুষ্টয়বদ্ব্যঞ্জনপরিত্যাগে পূর্ব্বরূপে চ ওমিতি ভবতি স চ শুদ্ধব্রহ্মবাচী তৎপ্রতীকশ্চ ওঙ্কারাচ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ তাভ্যস্ত্রিপদা ত্রিভ্যঃ পদেভ্যস্ত্রয়ো বেদাঃ বেদেভ্যো লোকত্রয়মিতি দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং হংসোপনিষদ্দীপিকা। ১১ ॥

ইতি হংসোপনিষদোদীপিকা সমাপ্তা ॥

হইয়া থাকে। এই বিধানে কার্য্য করিলে বিষার্ত্ত ব্যক্তি নির্ব্বিষ হইতে পারে। আর এই অজপামন্ত্র জপ করিলে মানব বিষরোগ, উন্মাদ, অপমৃত্যু ও জ্বররোগ পরাজয় করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে।১০॥

এই হংসমন্ত্রনিরূপণ অকারাদ্যাত্মকবেদের নির্ব্বাচনহেতু। প্রকৃতিপুরুষাত্মক হংসমন্ত্রের বর্ণবিপর্য্যাসে "সোঽহং" এইরূপ হইয়া থাকে, ইহাই পরমাত্মমন্ত্র, আর ইহার ব্যঞ্জনবর্ণ পরিত্যাগ করিলে ওম্ হয়। এই ওম্‌শব্দই শুদ্ধব্রহ্মবাচী, এই ওঙ্কার হইতেই চারি ব্যাহৃতির উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ব্যাহৃতি হইতে বেদ এবং বেদ হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে।১১।

ইতি শুক্লযজুর্ব্বেদীয় হংসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

ঋগ্বেদীয়-

নাদবিন্দূপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নাদবিন্দূপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওম্ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা ॥ ১ ॥

নাদবিন্দূপনিষদো-দীপিকা।

প্রণবঃ পঞ্চধাকারোকারমৈর্ব্বিন্দনাদযুক্।
অন্ত্যো নাদস্ততো বর্ণস্ত্রিখণ্ডে নাদবিন্দুনি।

তত্রাদ্যমাত্রাত্রয়ং সার্দ্ধমাত্রহংসাভিধানপক্ষিরূপকেণ তাবদ্বিবিনক্তি ওঁ অকার ইতি। পক্ষঃ পতত্রং যেন পক্ষীত্যুচ্যতে পুচ্ছম্ অন্ত্যত্বাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ শিরঃ উত্তমাঙ্গম্ উর্দ্ধলোকফলত্বাৎ ॥ ১ ॥

প্রণব অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চবর্ণ যুক্ত। এই প্রণবকে হংস নামক পক্ষীরূপে বিবৃত করিতেছেন।—অকার উক্ত পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ, উকার উহার উত্তর পক্ষ, মকার তাঁহার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্র, অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু এই বর্ণদ্বয় সেই প্রণবাত্মক হংস পক্ষীর উত্তমাঙ্গ ॥ ১ ॥

পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ ॥ ৩ ॥
জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

রজস্তমঃ পাদৌ অধস্ত্বসামান্যাৎ। সত্ত্বং শরীরং সর্ব্বাধারত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চক্ষুষী গতিহেতুত্বাৎ। ২ ॥

সপ্ত লোকান্ হংসশরীরে বিভজ্য দর্শয়তি ভূর্লোক ইত্যাদিনা। ঔত্তরাধর্য্যসাম্যাৎ ভূরাদীনাং পাদাদ্যাশ্রয়ত্বম্। ভুবো লোক ইতি ভুবশ্চ মহাব্যাহৃতেরিতি সকারস্য উত্বরেফয়োর্ব্বিধানাৎ উত্বপক্ষে উত্বে গুণে চ রূপম্। মহর্জ্জগৎ মহর্লোকঃ। ৩ ॥

ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যে চ সত্যলোকঃ তুঃ চার্থে। ৪ ॥

রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় অধোবর্ত্তী প্রযুক্ত ইহারাই প্রণবের পাদদ্বয়, সর্ব্বাধার হেতু সত্ত্বগুণই ইহার শরীর, আর গতিহেতুপ্রযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মই উহার চক্ষুঃ স্বরূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম দক্ষিণ চক্ষু এবং অধর্ম্ম বাম চক্ষু। ২।

উক্ত প্রণবাত্মক হংস পক্ষীর শরীরে সপ্তলোকবিভাগ দেখাইতেছেন।—ভূরাদি লোক সকল উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধবর্ত্তীপ্রযুক্ত পাদাদির আশ্রিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভূর্লোক এই হংস পক্ষীর পাদদ্বয়ে অবস্থিত আছে, ভুবর্লোক, তাঁহার জানুদ্বয়ে, স্বর্লোক কটীদেশে এবং নাভিদেশে মহর্লোক বিদ্যমান আছে ॥ ৩ ॥

উক্ত প্রণব স্বরূপ হংস পক্ষীর হৃদয়ে জনলোক, তাঁহার কণ্ঠদেশে তপোলোক এবং ললাটমধ্যে ভ্রূদ্বয়ের অভ্যন্তরে সত্যলোক বর্ত্তমান আছে ॥ ৪ ।

সহস্রাক্ষমিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসং যোগবিচক্ষণঃ॥ ৫ ॥

সহস্রাক্ষমিতি চাত্র মন্ত্র এব প্রদর্শিতঃ। সম্প্রতিরূপেণ স যথা সহস্রাক্ষং বিয়তাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গং সদেবাসুরস্যুপদধ্য সাক্ষী সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ইতি। স্বশাখায়াং পূর্ব্বকাণ্ডে গতত্বাৎ সম্পূর্ণো নোদাহৃতঃ। অস্যার্থঃ সহস্রমক্ষাণি কিরণাঃ যস্য স সহস্রাক্ষঃ সূর্য্যঃ এক ঋষিঃ স চ মূর্দ্ধাধিষ্ঠানঃ তদুক্তম্ প্রাণাগ্নিহোত্রে। তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম সূর্য্যমণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত এক ঋষির্ভূত্বা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি ইতি তমর্হতি সহস্রাক্ষং স্বর্গং দ্যুলোকং পততঃ গচ্ছতঃ অস্য হরেঃ বিষ্ণুরূপস্য হংসস্য ওঙ্কাররূপস্য বিয়তৌ পূর্ব্বাপরাবকাশভাগৌ অকারোকাররূপৌ পক্ষৌ পতত্রে জ্ঞাতব্যৌ স ওঙ্কারঃ সর্ব্বান্ দেবান্ সাত্বিকান্ উরসি হৃদয়ে সত্ত্বরূপে উপদধ্য নিধায় বিশ্বানি ভুবনানি সাক্ষাৎ পশ্যন্ যাতি শাশ্বতং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্। তদারূঢ় উপাসকোঽপি তদ্যাতীতি ভাবঃ। সমারূঢ়স্তচ্চিন্তনাৎ॥ ৫ ॥

সহস্রাক্ষ ইত্যাদি মন্ত্র প্রদর্শিত আছে, যথা "সহস্রাক্ষং বিয়তা যস্য পক্ষৌ হরেঃ হংসস্য পততঃ স্বর্গং দেবাসুরস্যুপদধ্য সাক্ষী সম্পশ্যন্ অতি ভুবনানি বিশ্বা" এই সম্পূর্ণ মন্ত্র শাখার পূর্ব্বকাণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব এইস্থলে উক্ত মন্ত্র উদাহৃত হয় নাই। উক্ত মন্ত্রের অর্থ এই—সহস্রাক্ষ, অর্থাৎ সহস্র কিরণবিশিষ্ট এক সূর্য্যই ঋষি, ইনি সেই হংসের মূর্দ্ধপ্রদেশে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষতে লিখিত আছে যে, সূর্য্যই অগ্নি নামে সূর্য্যমণ্ডলাকৃতি সহস্রকিরণে পরিবৃত হইয়া ঋষিরূপে মূর্দ্ধ, অর্থাৎ মস্তকপ্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। আকাশে গমনশীল বিষ্ণুরূপ হংসের, অর্থাৎ ওঙ্কার রূপের অকার ও উকার ইহারাই উভয় পক্ষ। সেই ওঙ্কার সর্ব্বসাত্তিক দেবগণকে হৃদয়দেশে সত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়া সমস্ত ভুবন দর্শন করিতে করিতে নিত্যধাম ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে।

ন বধ্যতে কর্ম্মচারী পাপকোটিশতৈরপি।
আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা ॥ ৬ ॥
ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৭ ॥
কলাত্রয়াননা বাপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এষ ওঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধত ॥ ৮ ॥

ওঙ্কারস্য হংসরূপেণোপাসনাং ফলঞ্চোক্ত্বা চতসৃণাং মাত্রাণাং দেবতা মাহ আগ্নেয়ীতি। এষা মধ্যমা মধ্যবৃত্তিত্বাদুভয়োঃ বশানুগা বশবর্ত্তিনী উত্তরা মকারাখ্যা ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা অর্থাৎ ভানুদেবত্যা অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী ॥ ৬-৭ ॥

ইদানীং চতসৃণামুদাত্তাদিভেদেন লক্ষণং প্রত্যেকং তিস্রস্তিস্রো মাত্রা দর্শয়িতুমাহ কলাত্রয়াননা বেতি। বা শব্দশ্চার্থে তাসাং চতসৃণাং

যে বিচক্ষণ যোগীরা উক্ত হংসে আরোহণ করিতে পারে, অর্থাৎ চিন্তা করিতে থাকে, তাহারাও সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত হংসারূঢ় ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি নিয়ত হংসরূপী ওঙ্কারের চিন্তা করেন, তিনি শতকোটি পাপেও আবদ্ধ হয়েন না, এই প্রকারে হংসরূপে ওঙ্কারের উপাসনা করিবে। ওঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত মাত্রা চতুষ্টয়ের দেবতা জানিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারের দেবতা বায়ু এবং দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দেবতা অগ্নি। এই দ্বিতীয় মাত্রা মধ্যবর্ত্তীপ্রযুক্ত উহা পূর্ব্ব ও পরমাত্রাদ্বয়ের বশবর্ত্তী। উত্তর মাত্রা মকার ভানুমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী, অর্থাৎ সূর্য্যই উক্ত তৃতীয় মাত্রা মকারের দেবতা। আর এই ওঙ্কারের যে অর্দ্ধমাত্রা, তাহাই চতুর্থী মাত্রা জানিবে। অর্দ্ধমাত্রাকে পরমামাত্রা বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন ॥ ৬-৭ ॥

এইক্ষণ ওঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত মাত্রা চতুষ্টয়ের উদাত্তাদি ভেদে লক্ষণ এবং প্রত্যেকের তিন তিন মাত্রা প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত চারি-

ঘোষিণী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালা তথাপরা।
পতঙ্গী চ তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী ॥ ৯ ॥
পঞ্চমী নামধেয়া চ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শঙ্করী চ তথাষ্টমী ॥ ১০ ॥

মাত্রাণাং মধ্যে একৈকা মাত্রা কলাত্রয়াননা চ প্রতিষ্ঠিতা নিশ্চিতা কলাত্রয়েণ মাত্রাত্রয়েণ আননম্ প্রাণনং যস্যাঃ সা মাত্রাত্রয়শরীরা ইত্যর্থঃ। এষঃ ইত্যুপসংহারঃ। ইদানীং দ্বাদশানাং কলানাং মধ্যে স্থানতো নামতশ্চিন্তারূপাং ধারণাং দর্শয়তি ধারণাভিরিতি ॥ ৮ ॥

ঘোষঃ প্রজ্ঞা তৎফলা ঘোষিণী বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজঃ তল্লোকপ্রদা বিদ্যুন্মালী পতঙ্গী পক্ষিণী আকাশগতিপ্রদত্বাৎ বায়ুবেগিনী শীঘ্রগতিপ্রদা ॥ ৯ ॥

নামধেয়া পিতৃলোকপ্রদত্বাৎ পিতরো হি নামভিরিজ্যন্তে যন্নাম্না পাত·

মাত্রার মধ্যে এক এক মাত্রাই কলাত্রয়াননা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক মাত্রা ত্রিমাত্রান্বিত জানিবে। এইরূপে ওঙ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব ওঙ্করের দ্বাদশ মাত্রা জানা যায়। চিন্তা দ্বারাই এই দ্বাদশ মাত্রা জানিতে হইবে। নাম ও স্থানভেদেই উক্ত দ্বাদশ মাত্রার নাম হইয়াছে। তাহা পরশ্রুতিতে বিবৃত হইবে ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশমাত্রার নাম ও স্বরূপ বিবৃত হইতেছে।— প্রথম মাত্রার নাম ঘোষিণী, এই মাত্রা ঘোষ. অর্থাৎ প্রজ্ঞাপ্রদায়িনী। দ্বিতীয় মাত্রার নাম বিদ্যুন্মালা, এই মাত্রাই যক্ষরাজত্ব এবং তল্লোকপ্রদায়িনী। তৃতীয় মাত্রার নাম পতঙ্গী, অর্থাৎ পক্ষিণী, এই মাত্রা আকাশগতি প্রদান করে। চতুর্থী মাত্রা বায়ুবেগিনী, এই মাত্রা শীঘ্রগতি প্রদান করিয়া থাকে। ৯।

পঞ্চমী মাত্রা পিতৃলোক প্রদান করে; অতএব ঐ মাত্রার নাম নামধেয়া। যেহেতু নামোল্লেখপূর্ব্বক পিতৃযজ্ঞ করিতে হয়। শাস্ত্রান্তরে কথিত

নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা॥ ১১॥
প্রথমায়ান্তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে॥ ১২॥

য়েৎ পিণ্ডং তং নয়েৎ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ইত্যুক্তেঃ। ঐন্দ্রীং ইন্দ্রসাযুজ্যপ্রদত্বাৎ বৈষ্ণবী বিষ্ণুলোকপ্রদত্বাৎ শাঙ্করী শিবলোকপ্রদত্বাৎ॥ ১০॥

মহতী মর্হলোকপ্রদত্বাৎ ধ্রুবা ধ্রুবলোকপ্রদত্বাৎ মৌনী মুনীনাং লোকং তপোলোকং প্রদদাতি তেন ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকং গময়তি তেন ততঃ পরন্তু ফলং নাদান্তে ন লভ্যতে। ১১।

ইদানীং তত্তদ্ধারণাসু স্থিতান্তঃকরণস্য প্রাণবিয়োগে ফলবিশেষং নামভিঃ সূচিতুমাহ প্রথমায়ামিত্যাদিনা। ১২॥

আছে যে, যাহার নামে পিণ্ডপাত করা যায়, তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ষষ্ঠীমাত্রার নাম ঐন্দ্রী, এই মাত্রা ইন্দ্রসাযুজ্যপ্রদান করে। সপ্তমী মাত্রাকে বৈষ্ণবী বলা যায়, এই মাত্রা বিষ্ণুলোক প্রদান করিয়া থাকে। অষ্টমী মাত্রার নাম শাঙ্করী, এই মাত্রা সাধককে শিবলোক প্রদান করে॥ ১০॥

নবমী মাত্রাকে মহতী বলে, এই মাত্রা মহর্লোক প্রদান করিয়া থাকে। দশমী মাত্রার নাম ধ্রুবা, এই মাত্রা সাধককে ধ্রুবলোকে লইয়া যায়। একাদশী মাত্রার নাম মৌনী, এই মাত্রা মুনিলোক, অর্থাৎ তপোলোক প্রদান করিয়া থাকে। দ্বাদশী মাত্রাকে ব্রাহ্মী বলা যায়, এই মাত্রা সাধককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। এইরূপে ওঙ্কারের মাত্রা জানিয়া উপাসনা করিলে উক্ত মাত্রা সকলের নামানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিতে পারে॥ ১১।

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মাত্রা, অর্থাৎ ধারণাসমূহে অন্তঃকরণ স্থাপন করিয়া প্রাণবিয়োগ হইলে স্বস্ব নামানুসারে যে যে ফলবিশেষ হয়, তাহাই

দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্॥ ১৩॥
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
ওষিতঃ সহদেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে॥ ১৪॥
ষষ্ট্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিস্তথা॥ ১৫॥
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবং ব্রজেৎ।

বলিতেছেন।—প্রথম মাত্রা হৃদয়স্থিত হইলে যদি সাধকের মরণ হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম রাজা হয়॥ ১২॥

দ্বিতীয়া মাত্রা হৃদয়স্থিত হইলে যে সাধকের মৃত্যু হয়, সেই সাধক পরকালে মহাত্মা যক্ষরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তির মরণকালে তৃতীয় মাত্রা হৃদয়স্থিত থাকে, সেই ব্যক্তি মরণের পর বিদ্যাধর কুলে উৎপন্ন হয়। আর চতুর্থ মাত্রাতে যাহার অন্তঃকরণ নিরত থাকে, তাহার মরণের পর গন্ধর্ব্বলোকে উৎপত্তি হয়॥ ১৩॥

পঞ্চমী মাত্রাতে অন্তঃকরণ নিরত থাকিলে যাহার প্রাণবিয়োগ হয়, সেই ব্যক্তি দেবগণের সহিত বাস করিয়া পরকালে সোমলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১৪।

ষষ্ঠী মাত্রা হৃদয়স্থিত হইলে যাহার মৃত্যু হয়, সেই ব্যক্তির ইন্দ্রসাযুজ্য হইয়া থাকে। সপ্তমী মাত্রাতে অন্তঃকরণ অবস্থিত হইলে যদি কাহারও মরণ হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবপদ পাইয়া থাকে। অষ্টমী মাত্রা হৃদয়স্থিত হইলে যাহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহার পরকালে শিবলোক প্রাপ্তি হয় এবং সেই ব্যক্তি পশুপতি হইতে পারে। ১৫॥

নবমী মাত্রাতে অন্তঃকরণ নিরত থাকিলে যদি কোন ব্যক্তির মরণ হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির মহর্লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর দশমী মাত্রাতে চিত্তস্থাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে সেই ব্যক্তি ধ্রুবলোকে গমন করিতে পারে। একাদশী মাত্রা হৃদয়স্থিত হইলে যদি

একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১৬ ॥
ততঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।
সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ ॥ ১৭ ॥

চতুর্থিকাং প্রাপ্য সমুৎক্রান্ত ইত্যন্বয়ঃ। দেবত্বং প্রাপ্য সহ দেবৈঃ ওষিতঃ আ উষিতঃ সন্ ব্রহ্মলোকং শাশ্বতং ব্রহ্মায়ুঃপরিমিতম্ ॥ ১৩-১৬ ॥

পঞ্চমাক্ষরস্য নাদান্তস্য বিন্দুনামকস্য ফলমাহ তত ইতি। ততঃ পরতরং পরং ব্রহ্ম ইত্যন্বয়ঃ জ্ঞেয়মিতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তং ফলং পরং তস্মাদিদমুৎকৃষ্যতে ইতি পরতরং নিষ্কলং কলা দ্বাদশমাত্রাঃ তদ্বিষয়াতিগং নিষ্কলং যদ্বা কলাঃ ষোড়শ ষষ্ঠপ্রশ্নোক্তাঃ তদ্রহিতম্ যতো জ্যোতিষাং মন আদীনাং চক্ষুরাদীনাঞ্চ উদয়ঃ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতেঃ। কথমিদং লভ্যতে? যদা তদেতদ্ধাবণা ভবতি কিং নাদধারণয়া ফলং? মনোলয় এব তদুক্তম্। "কাষ্ঠে প্রবর্ত্তিতো বহ্নিঃ কাষ্ঠেন সহ শাম্যতি। নাদে প্রবর্ত্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে ॥" ইতি ॥ ১৭ ॥

কোন ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি তপোলোকে গমন করে এবং দ্বাদশী মাত্রাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলে সেই ব্যক্তি মরণান্তে শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ বিন্দুনামক নাদান্ত ওঙ্কারের পঞ্চমাক্ষরের ফল বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মাত্রা অতিক্রম করিয়া অন্তনাদাক্ষরে চিত্ত স্থাপন করিলে পরাৎপর ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। এই ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং সর্ব্বব্যাপক। ইনি নিষ্কল, অর্থাৎ দ্বাদশমাত্রারহিত। এই ব্রহ্ম হইতেই চক্ষুরাদি ও সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ উদয় হইতেছে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মতেজেই সর্ব্ব পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধারণা সকলের নানাবিধ ফল উক্ত হইয়াছে। পরন্তু মনোলয়ই নাদধারণার ফল জানিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠেতে উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠের সহিত শান্ত হয়, সেইরূপ চিত্ত নাদে প্রবর্ত্তিত হইয়া নাদের সহিত লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাদিশেৎ ॥ ১৮ ॥
তদ্ভক্তস্তৎসমাসক্তঃ শনৈর্ম্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বাদশান্তে তদেবাহ মনো লীনমিতি। নন্থ মনোলয়ে মাধ্যমিকবচ্ছূন্য-মেব তত্ত্বং ফলং স্যাদিত্যত আহ আদিশেদিতি। যদা মনো লীনং ভবেত্তদা আদিশেৎ উপদিশেৎ গুরুঃ তদৈব হি পরমোঽধিকারঃ ন তু মনাগপি বিষয়াভিলাষে সতি মুখ্যোঽধিকারঃ। অথবা তদাদিশেৎ লব্ধমিতি কথ-য়েৎ মধ্যস্থঃ মধ্যে মনোবিশেষণানি। উপমৈব ঔপম্যম্ স্বার্থে ষ্যণ ন ঔপম্যং যস্য মনসঃ অনৌপম্যম্ ন ভাবয়তি চিন্তয়তি ইত্যভাবম্ জীবপর-মাত্মনোরৈক্যং যোগঃ তদ্‌যুক্তম্ অথবা যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তদ্‌যুক্তম্ অথবা যোগযুক্তস্য মনসঃ কিং লক্ষণম্। অত আহ মন ইতি যদা মনো লীনং ভবেৎ তথা অনৌপম্যমভাবং ভবেৎ তদা যোগযুক্তম্ প্রাপ্তযোগ-মিতি আদিশেৎ কথয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ ভক্তির্যস্য স তদ্ভক্তঃ। ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যথা ইত্যুক্তত্বাৎ। তস্মিন্ মনো যস্য তন্মনাঃ অসক্তঃ বিষয়েষু ছান্দসঃ সন্ধিঃ অথবা তন্মনাঃ সক্তঃ

যখন মনোলয় হয়, তখনই গুরু উপদেশ করিবেন। মনোলয় হই-লেই তাহার আত্মোপদেশে অধিকার জন্মে, পরন্তু যাবৎ মন বিষয়ে আশক্ত থাকে, তাবৎ তাহার আত্মতত্ত্বোপদেশ গ্রহণে অধিকার হয় না। অতীন্দ্রিয় গুণাতীত মনোলয় হইলেই যোগমুক্ত অনৌপম্য ভাবের উপ দেশ কর্ত্তব্য। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যই যোগ, অথবা চিত্তবৃত্তি নিরো-ধই যোগ, মন এইরূপ যোগযুক্ত হইলেই তাহার অনৌপম্যভাব উপ-স্থিত হইয়া থাকে। অথবা মনের অনৌপম্যভাব হইলে তাহাকে যোগ-যুক্ত বলা যায় ॥ ১৮ ॥

পরমাত্মাতে যাহার ভক্তি আছে, তাহাকেই তদ্ভক্ত বলা যায়, শাস্ত্রা-ন্তরে উক্ত আছে যে, পরমাত্মা কেবল ভক্তিলভ্য, তদ্ভিন্ন অন্য উপায়ে

ততো বিলীনপাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ।
তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে।
পরমানন্দমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

ইতি ঋগ্বেদগতা নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইতি পঠনীয়ম্ সক্তঃ আসক্তস্তত্রৈব। যোগচারেণ যোগমার্গেণ সুস্থিতঃ সুস্থোভূতঃ। ১৯ ॥

পাশাঃ কর্ম্মাণি কেবলঃ প্রভুঃ জীবভাবরহিতঃ। দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা। অত্র প্রণবস্য নাদবিন্দোর্নিরূপণাদকারাদিত্রয়ে সত্যপি প্রাধান্যান্নাদবিন্দূষৎ সংজ্ঞা ॥ ২০ ।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা নাদবিন্দুকে ॥

ইতি নাদবিন্দূপনিষদ্দীপিকা সম্পূর্ণা ॥

তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাহাতে যাহার মন সমাশক্ত আছে, তাহাকে তৎসমাসক্ত বলিয়া থাকে, উক্তরূপ ব্যক্তি সর্ব্বসঙ্গবিহীন ও যোগাচারে সুস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, যোগরত ব্যক্তি স্বইচ্ছায় কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহাই যোগাচরণের ফল জানিবে ॥ ১৯ ॥

উক্তরূপে যোগাচারদ্বারা দেহ বিসর্জ্জন করিলেই সেই ব্যক্তির সংসারপাশ বিমোচন হয় এবং তখন তাহার কেবল প্রভুভাব উপস্থিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীবভাব পরিত্যাগ হইয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি বিমল, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পাপবিহীন হইতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মভাব উপস্থিত হইলেই তাহার পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হয়। উপনিষৎ সমাপ্তিকালে শেষবাক্য বারদ্বয় উচ্চারণ করিতে হয়, এই নিমিত্ত "পরমানন্দমশ্নুতে" এই বাক্যের দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ইতি ঋগ্বেদীয় নাদবিন্দু উপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

অথর্ব্ববেদীয়-

শ্রীরামোপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"

"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

শ্রীরামোপনিষৎ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

॥ ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ ॥ সনকাদয়ো যোগীন্দ্রা অন্যে চ ঋষয়স্তথা।
প্রহ্লাদাদ্যা বিষ্ণুভক্তা হনূমন্তমিদং ব্রুবন্ ॥ ১ ॥
বায়ুপুত্র মহাবাহো কিং তত্ত্বং ব্রহ্মবাদিনাম্।
পুরাণেম্বষ্টাদশস্থ স্মৃতিম্বষ্টাদশস্বপি ॥ ২ ॥

শ্রীরামোপনিষদোদীপিকা।

পূর্ব্বতাপনীয়ে সাঙ্গস্তারকো বর্ণিতঃ। উত্তরতাপনীয়ে প্রণবস্থাপি তারকত্বমুক্তম্ রামস্থ পরব্রহ্মণঃ প্রণববীজাভ্যাঞ্চ বাচ্যত্বমুক্তম্। ইদমিদানীং সন্দিহ্যতে কিং বিঘ্নরাজাদয়ঃ পঞ্চাপি তুল্যসামর্থ্যা এব আহোস্বিদন্যতরস্মিন্ বিশেষোঽস্তি কিং শ্রেষ্ঠং নাম অথ কে চ রামস্যাঙ্গমন্ত্রাঃ তথা

পূর্ব্বতাপনীয়ে সাঙ্গ তারকব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন এবং উত্তর তাপনীয়ে প্রণবের তারকব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে। আর ইহাও কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মস্বরূপ রামই প্রণবেরবাচ্য, এক্ষণ সনকাদিঋষিগণের সন্দেহ হইতেছে যে, বিঘ্ননাশন প্রভৃতি পঞ্চদেবতাই কি তুল্য সামার্থ্যশালী? অথবা ইহাদিগের মধ্যে ইতরবিশেষ আছে? বিঘ্নরাজ প্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রামের অঙ্গমন্ত্র কি? প্রণবমন্ত্রে গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের অধিকার

চতুর্ব্বেদেষু শাস্ত্রেষু সর্ব্বাধ্যাত্ম-বিদ্যাসু চ।
সর্ব্বেষু বিষ্ণ্বভিধানেষু বিঘ্ন-সূর্য্যেশ-শক্তিষু।
এতেষু মধ্যে কিং তত্ত্বং কথয় ত্বং মহাবল ॥ ৩ ॥

প্রণবে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণানামধিকারোঽস্তি উত যতীনামেবেতি। অধিকার-পক্ষে কিয়াংশ্চ প্রণবো জপ্যঃ কিয়াংশ্চ ষড়ক্ষরঃ ইতি। বিভীষণকৃতা রামস্তুতিশ্চ কিমিত্যপ্রসিদ্ধা কিয়তা চ পুরশ্চরণেন পরম-পুরুষার্থসিদ্ধিঃ কে চ পুরশ্চরণানুকল্পাঃ ইতি। তদর্থং রামোপনিষদারভ্যতে ওঁ সনকা· দয় ইতি। অত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ। অন্যে চ নারদাদয়ঃ ব্রুবন্ অব্রুবন্, বহুলং ছন্দসীত্যমাঙ্‌যোগেঽপ্যড্‌ভাবঃ। ব্রহ্মবাদিনামভিমতমিতি শেষঃ। পুরাণাদিষু প্রতিপাদ্যং কিং তত্ত্বং সর্ব্বেষু বিষ্ণোঃ অভিধানেষু নামসু মধ্যে কিং তত্ত্বং শ্রেষ্ঠং নাম। বিঘ্নঃ গণেশ্বরঃ সূর্য্যঃ আদিত্যঃ ইশঃ রুদ্রঃ শক্তিঃ চণ্ডী প্রকৃতত্বাৎ বিষ্ণুশ্চ এতেষু মধ্যে কিং তত্ত্বং পরম দৈবতম্ ॥ ১৩ ॥

আছে কি না? কিম্বা ঐ প্রণবমন্ত্রে কেবল যতিদিগেরই অধিকার? অধি· কারী স্থিরীকৃত হইলেও কতসংখ্যক প্রণবমন্ত্র জপ করিবে, আর ষড়ক্ষর মন্ত্রই বা কি? এবং বিভীষণ যে রামের স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপ? কতসংখ্যক পুরশ্চরণদ্বারা পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয় এবং পুরশ্চরণের অনুকল্প কি হইতে পারে? ইত্যাদি সন্দেহ নিরাসার্থা রামোপনিষদের আরম্ভ হইল। একদা সনকাদি·যোগীন্দ্র, অন্যান্য ঋষিপ্রবর এবং প্রহ্লাদাদি বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণ সমবেত হইয়া স্ব স্ব সন্দেহ নিরাসার্থ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে পবননন্দন! ব্রহ্মবাদিদিগের অভিমত পরম তত্ত্ব কি? মহাবাহো! অষ্টাদশ পুরাণে, অষ্টাদশ স্মৃতিতে, বেদ চতুষ্টয়ে, অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে, সর্ব্বপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যাতে, সর্ব্ববিধ বিষ্ণুনামমধ্যে পরমতত্ত্ব কি? এবং বিঘ্নেশ্বর, সূর্য্য, ঈশান, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ তুল্য সামার্থ্যশালী দেবগণ উক্ত আছেন। হে মহাবল! ইহাদিগের মধ্যে পরম তত্ত্ব কি? তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১-৩ ॥

ভো ভো যোগীন্দ্রা ঋষয়ো বিষ্ণুভক্তাস্তথৈব চ।
শৃণুত মামকীং বাচং ভববন্ধ-বিনাশিনীম্॥ ৪॥
এতেষু চৈব সর্ব্বেষু তত্ত্বঞ্চ ব্রহ্ম তারকম্।
রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম্॥ ৫॥

বায়ুপুত্রেণোক্তা যোগীন্দ্রা ঋষয়ো বিষ্ণুভক্তাঃ পুনঃ পপ্রচ্ছুর্হনূমন্তং রামস্যাঙ্গান্ নো ব্রূহি হনূমন্। স

ভো ভো ইত্যাদরে বীপ্সা। এতেষু শাস্ত্রেষু তত্ত্বং প্রতিপাদ্যং, দেবেষু তত্ত্বং পরমদৈবতং নামসু তত্ত্বং সর্ব্বাধিকফলং ব্রহ্ম তারকং, রাম এব শ্রীরাম এব তারকং ব্রহ্ম॥ ৪-৫॥

রামমন্ত্রং জপতা কে চাঙ্গমন্ত্রা জপ্তব্যাঃ ইতি তৃতীয়ং সন্দেহং পৃচ্ছন্তি, বায়ুপুত্রেণোক্তা ইতি। অঙ্গান্ অঙ্গস্থানীয়ান্ মন্ত্রান্ দেবাংশ্চ ব্রূহি হে হনূমন্। বাণী সরস্বতী বিঘ্নাদয়ো বারাহান্তা দশাঙ্গদেবতাঃ অঙ্গাংশ্চ

হনূমান্ সনকাদির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে যোগীন্দ্রগণ ঋষিগণ বিষ্ণুভক্তগণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিলে আপনাদিগের ভববন্ধন বিনাশ পাইবে। ৪॥

আপনারা যে সকল শাস্ত্র, পুরাণ, অধ্যাত্মবিদ্যা ও দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিলেন ইহাদিগের মধ্যে রামই পরমতত্ত্ব এবং তারকব্রহ্ম। রামই পরব্রহ্ম, রামই পরম তপস্যা, রামই পরমতত্ত্ব এবং শ্রীরামই তারকব্রহ্ম। ৫॥

হনূমান্ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তত্ত্বোপদেশ করিলে সনকাদি যোগীন্দ্র, অন্যান্য ঋষিগণ ও প্রহ্লাদাদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রামমন্ত্রজপ করিয়া কি কি অঙ্গমন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই সন্দেহ নিরাসার্থ সকলে সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার হনূমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হনূমন্! রামের অঙ্গমন্ত্র আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর।

হোবাচ বায়ুপুত্রঃ বিঘ্নং বাণীং দুর্গাং ক্ষেত্রপালং সূর্য্যং চন্দ্রং নারায়ণং নারসিংহং বাসুদেবং বারাহম্ অন্যাংশ্চ কাংশ্চিৎ সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ শ্রীসীতাং লক্ষ্মণং হনূমন্তং শত্রুঘ্নং বিভীষণং সুগ্রীবম্ অঙ্গদং জাম্ববন্তং ভরতং এতান্ রাম-স্যাঙ্গান্ জানীয়াৎ। অঙ্গান্ বিনা রামো বিঘ্নকরো ভবতি॥৬॥

পুনর্ব্বায়ুপুত্রেণোক্তাস্তে হনূমন্তং পপ্রচ্ছুঃ। আঞ্জনেয়

কাংশ্চিৎ বশিষ্ঠবামদেবাদীন্ অন্যেষামপ্রাধান্য-সূচনায় সামান্যশব্দ-প্রয়োগঃ। শ্রীবীজ-পূর্ব্বিকাং সীতাং, সীতাশব্দং চতুর্থ্যন্তং স্বাহান্তং সীতা-দয়ঃ প্রণবান্তা দশ এতান্ রামস্য অঙ্গান্ অঙ্গমন্ত্রান্ জানীত। এষাং প্রণবাদি বিন্দ্বন্তমাদ্যক্ষরং বীজং, চতুর্থ্যন্তং নাম মন্ত্রঃ। তদুক্তং ডামরে। "ওঙ্কার-বিন্দু মধ্যস্থং নামধেয়াদ্যমক্ষরম্। দেবতানাং স্ববীজং তৎ পূজায়া-মৃদ্ধি সিদ্ধিদম্" ইতি। এতন্মন্ত্রোল্লঙ্ঘনে বাধকমাহ অঙ্গান্ বিনেতি। বিঘ্নকারিত্বে জপ পূজনাদিকমেব ন সিধ্যতি॥ ৬॥

চতুর্থং সংশয়ং পৃচ্ছন্তি আঞ্জনেয়েতি। অঞ্জনায়া অপত্যম্ আঞ্জনেয়ঃ,

---

বায়ুনন্দ হনুমান্ ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন; বিঘ্নরাজ, বাণী, দুর্গা, ক্ষেত্রপাল, সূর্য্য, চন্দ্র, নারায়ণ, নরসিংহ, বাসুদেব, বরাহ, সীতা, লক্ষ্মণ, হনূমান, শত্রুঘ্ন, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান ও ভরত ইহারাই রামের প্রধান অঙ্গদেবতা এবং বশিষ্ঠ, বামদেবাদিকেও রামের অঙ্গদেবতা বলিয়া জানিবে। উক্ত দেবতা সকলের চতুর্থ্যন্ত নামের আদিতে প্রণব এবং বিন্দুযুক্ত নামের আদ্যক্ষর যোগ করিলেই অঙ্গমন্ত্র হইবে,অর্থাৎ "ওঁ বং বিঘ্নায়" ইত্যাদি মন্ত্রকে উক্ত অঙ্গদেবতাদিগের মন্ত্র বলিয়া জানিবে। অঙ্গমন্ত্র জপ ও অঙ্গদেবতার পূজা ব্যতিরেকে কেবল রামমন্ত্রজপ ও রামের অর্চ্চনা করিলে সেইজপ ও অর্চ্চনা বিঘ্নকর হইয়া উঠে॥ ৬॥

বায়ুনন্দন হনুমান্ ঋষিদিগের নিকট রামের অঙ্গদেবতা ও অঙ্গম[illegible] কীর্ত্তন করিলে, ঋষিগণ পুনর্ব্বার হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাব[illegible]

মহাবল বিপ্রাণাং গৃহস্থানাং প্রণবাধিকারঃ কথং স্যাৎ ইতি ॥ ৭ ॥

পুনরুবাচ হনুমান্।

অযোধ্যানগরে রম্যে সমাসীনো রামো ময়া পৃষ্টঃ, সীতাপতে যোগি-মানস-হংস বিপ্রাণাং গৃহস্থানাং প্রণ-বাধিকারঃ কথং স্যাৎ ইতি। স হোবাচ রামঃ। যেষা-মেষ ষড়ক্ষরাধিকারো বর্ত্ততে তেষাং প্রণবাধিকারঃ স্যাৎ নান্যেষাম্। প্রণবং কেবলম্ অকারোকারমকারার্দ্ধ-

তৎ সম্বোধনম্। মহাবলেতি সংশয় নিরাকরণসামর্থ্যং সূচিতম্। কথং স্যাদিতি যতীনামেব স্বাতন্ত্র্যেণ তদুপাসন-বিধানাৎ ॥ ৭ ॥

সীতাপতে ইত্যাদি হনুমদুক্তং রামস্য সম্বোধনম্। যেষামিতি গৃহস্থ-সাধূনাং ষড়ক্ষরাধিকারঃ সম্প্রতিপন্নঃ প্রণবস্যাঙ্গত্বাৎ, তৎসমান-যোগক্ষেম প্রণবাধিকারঃ, নান্যেষাং ষড়ক্ষরেণাদীক্ষিতানাম্। প্রণবজপং বিনা

অঞ্জনানন্দন! গৃহস্থ ব্রাহ্মণবর্গের প্রণবাধিকার আছে কি না? আমা-দিগের এইরূপ সংশয় হইতেছে। আমরা কেবল যতিদিগেরই প্রণবো-পাসনার বিধান দেখিতেছি, তুমি আমাদিগের সংশয় খণ্ডনার্থ সদুপদেশ প্রদান কর ॥ ৭ ॥

পুনর্ব্বার হনুমান্ কহিতেছেন, একদা রমণীয় অযোধ্যানগরে শ্রীরাম চন্দ্র সমাসীন ছিলেন। আমি সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সীতাপতে! আপনি যোগিগণের মানস সরোবরে হংসের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন, এইক্ষণ আমার অভিলষিত বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। গৃহস্থ বিপ্রগণের প্রণবাধিকার আছে কিনা? তাহা জানিতে বাসনা করি। শ্রীরাম হনুমানের মনোগত জানিয়া কহিতেছেন, বৎস! যাহাদিগের ষড়ক্ষরাধিকার আছে, তাহাদিগের প্রণবাধিকারও আছে। ষড়ক্ষর দীক্ষা বিহীন ব্যক্তিদিগের প্রণবাধিকার নাই, প্রণবের অঙ্গত্ব প্রযুক্ত গৃহস্থ সাধুদিগের ষড়ক্ষরাধিকার প্রতিপন্ন

মাত্রা-সহিতং জপিত্বা যো রামচন্দ্রমন্ত্রং জপতে তস্য শুভকরোঽহং স্যাৎ তস্মাৎ প্রণবস্য চাকারস্য চোকারস্য চ মকারস্য চার্দ্ধমাত্রস্য চ ঋষিচ্ছন্দো-দেবতাঃ তদ্বৎ বর্ণ চতুঃস্থান-স্বর-বেদাগ্নি-গুণাদীন্যুচ্চার্য্য ন্যাসং কৃত্বা প্রণব মন্ত্রান্ দ্বিগুণং জপ্ত্বা পশ্চাদ্রামমন্ত্রমাদ্যন্ত-প্রণবং যো জপতে স রামো ভবেৎ। ইতি রামেণোক্তম্ তস্মাৎ রামাঙ্গং প্রণবঃ কথিত ইতি বায়ুপুত্রেণোক্তাঃ পুনর্হনূমন্তং পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৮ ॥

রামমন্ত্রজপেঽধিকার এব নাস্তীত্যাহ প্রণবমিতি। অকারাদি চতুরক্ষর-সহিত-মিতিবক্তব্যম্। অকারাদিষু পৃথগ্‌বিভক্ত্যুচ্চারণং স্বাতন্ত্রেণ ছন্দ-ঋষ্যাদ্যভিধানসূচনার্থম্। তদেবাহ তস্মাদিতি। এষামর্থাদয়োঽথর্ব্বশিরসি মাণ্ডূক্যে নারসিংহে চোক্তাঃ। ন্যাসং কৃত্বা প্রণবকলোক্ত মন্ত্রান্ ষড়ক্ষরান্ আদ্যন্ত-প্রণবম্ আদৌ অন্তে চ প্রণবোঽস্য তং প্রণব-পুটিত-মিত্যর্থঃ জপতে জপতি। উপসংহারঃ তস্মাদিতি। ইত্যমৃতকল্প উক্তাঃ। পুনঃ পঞ্চমং সংশয়ং পপ্রচ্ছুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদিগেরই প্রণবাধিকার জানিবে। প্রণবমন্ত্র জপ না করিলে রামমন্ত্র জপে অধিকার হয় না, কেবল অকার, উকার, মকারাত্মক প্রণবমন্ত্র জপ করিয়া যিনি রামমন্ত্র জপ করেন, আমি তাঁহাকে শুভফল প্রদান করি। অতএব প্রণবের অকার, উকার ও অর্দ্ধমাত্র মকারের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জানিয়া যথাবিধি ন্যাস সমাচরণ পূর্ব্বক রামমন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব সংযোগ করিয়া যিনি রামমন্ত্র জপ করেন, তিনি স্বয়ং রামস্বরূপ হইয়া থাকেন। আমি রামের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়াছি। অতএব ঋষিগণ! প্রণবই রামের অঙ্গমন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। বায়ুনন্দন হনূমান্ এইরূপে ঋষিগণের নিকট প্রণবমন্ত্রে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের অধিকার প্রতিপাদন করিলে পুনর্ব্বার সনকাদি যোগীন্দ্র প্রভৃতিরা হনূমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

স হোবাচ হনূমান্ রামভক্ত-বিভীষণকৃত-রামপরিচর্য্যায়াং সপ্ত সহস্রাণি সংস্কৃতবাক্যানি সপ্ত সহস্রাণি গদ্যানি পঞ্চশতান্যার্য্যাঃ অষ্টৌ সহস্রাণি শ্লোকাঃ চতুর্ব্বিংশতি-সহস্রাণি পদ্যানি দশ সহস্রাণি দণ্ডকাঃ ইত্যেব মনুক্রমং জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবেদিতি। ইতি হনুমদুপনিষৎ ॥ ৯ ॥

রামস্য ভক্তো যো বিভীষণঃ তেন কৃতা রামপরিচর্য্যা রামস্তুতিঃ, সা বিস্তরতঃ সম্প্রতি শ্রোতুমশক্যা বহুত্বাৎ উদ্দেশতস্তু বক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ, স হোবাচেতি। গদ্যানি সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাধারণানি আর্য্যা গণচ্ছন্দঃ শ্লোকাঃ বৃত্তানি পদ্যানি অনষ্টুপ্প্রায়াঃ, দণ্ডকা ষড়্বিংশত্যাদ্যক্ষরপাদাঃ। নন্থ উদ্দেশমাত্রেণ তদর্থাজ্ঞানাৎ ফলাসম্বন্ধঃ ইত্যাশঙ্ক্য ফলমাহ ইত্যেবমিতি। উদ্দেশেন অনুক্রমো জ্ঞাতঃ তাবতাপি কৃতার্থো ভবেদিত্যর্থঃ। ইতি হনুমদুক্তং রহস্যজ্ঞানম্। অতিবিস্তৃতত্বাৎ সা ন সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধেতিভাবঃ ॥ ৯ ॥

হনুমান্ কহিতেছেন।—রামভক্ত বিভীষণ যে রামের স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সংপ্রতি সেই স্তুতি শ্রবণ সকলেরই অশক্য দেখিতেছি। ঐ স্তুতিতে সপ্তসহস্র সংস্কৃতবাক্য, সপ্তসহস্র গদ্য, অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাকৃত উভয়বিধ বাক্য, পঞ্চশত আর্য্যা, অষ্টসহস্র শ্লোক, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র পদ্য, দশসহস্রদণ্ডকা, অর্থাৎ ষড়্বিংশত্যাক্ষর যুক্ত পদান্বিত শ্লোক আছে। বিভীষণ এই স্তুতিদ্বারা কৃত কৃত্যতা লাভ করিয়াছিলেন, এইক্ষণ সেই বিভীষণকৃত স্তবের কিয়দংশ তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরাও ইহার সারার্থ জানিতে পারিলে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

হনুমানুবাচ।

সিংহাসনে সমাসীনং রামং পৌলস্ত্যসূদনম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ পৌলস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
রঘুনাথ মহাবাহো কৈবল্যং কথিতং ময়া।
অজ্ঞানাং সুলভঞ্চৈব কথনীয়ঞ্চ সৌলভম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অথ পঞ্চ দণ্ডকাঃ পিতৃঘ্নো জারো গুরুহানেককোটি-যতিঘ্নোঽনেক-কৃতপাপো যো মম ষণ্ণবতি-কোটি-নামানি

ষ৹ং সন্দেহং নিরস্যতি হনুমানুবাচেতি। পৌলস্ত্যঃ পুলস্ত্যস্যাপত্যং রাবণ তস্য সূদনং নিরসিতারম্ সূদ্ নিরসনে। পৌলস্ত্যঃ বিভীষণ ঃকবল্যামতি। যন্ময়া সংস্কৃতবাক্যাদিষু কৈবল্যং কথিতং নিরূ৹পিতং তত অজ্ঞানানাম্ অকৃতবুদ্ধীনাম্ অসুলভং দুষ্প্রাপং চ শব্দে হেতৌ ততঃ সুলভং সুলভস্য জ্ঞানস্য ইদং কারণং সৌলভং সুলভজ্ঞান প্রাপ্তিসাধনং ত্বয়া কথনীয়মিতি প্রার্থিতো রাম উবাচ ॥ ১০-১১ ॥

অথ শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পঞ্চ দণ্ডকাঃ পঠনীয়াঃ বিভীষণোক্ত দশসহস্রেভ্য উদ্ধৃত্য পঞ্চ পঠনীয়াঃ। জারঃ গুরুতল্পগঃ চতুর্দ্দন-

---

হনুমান কহিলেন,—পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণ রাবণবংশধ্বংসকারী শ্রীরাম প্রভুকে সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন, রঘুনাথ! আমি যে সংস্কৃতবাক্যাদিতে কৈবল্যশব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, সেই কৈবল্য মন্দবুদ্ধিদিগের দুষ্প্রাপ্য, উহা কিরূপে তাহাদিগের সুলভ হইতে পারে? তাহার উপদেশ করুন্। এইক্ষণ ইহাই আমার প্রার্থনীয় ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীরাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন,—বিভীষণোক্ত দশসহস্র দণ্ডকা হইতে পঞ্চদণ্ডকা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিবে। পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, পরস্ত্রীগামী, গুরুহন্তা, কোটি কোটী যতিনাশক, অনেক

জপতে স তেভ্যঃ পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে স্বয়মেব সচ্চিদানন্দস্বরূপো ভবেন্ন কিম্॥ ১২॥

পুনরুবাচ বিভীষণঃ। তত্রাপ্যশক্তো যঃ স কিং করোতি। স হোবাচ রামঃ পঞ্চাশল্লক্ষ-মন্মন্ত্রমাদ্যন্ত-প্রণবং মন্মন্ত্রাদ্দ্বিগুণঃ প্রণবো যো জপতে স স্বয়মেবাহং ভবেন্ন কিম্। পুনরুবাচ কার্কশেয়ঃ। তত্রাপ্যশক্তা যে তে কিং কুর্ব্বন্তীতি। স হোবাচ রামঃ। অথ ত্রীণি পদ্যানি পুরশ্চরণানি তত্রাপ্যশক্তো যো মম গীতা মন্নামসহস্রং

শতকোটিনামানি রামেত্যাদীনি। সচ্চিদানন্দরূপঃ স্বয়মেব কিং ন ভবেৎ অপি তু ভবেদেব। ইদং মুখ্যং পুরশ্চরণম্॥ ১২॥

সপ্তমং সন্দেহং নিরস্যন্ অনুকল্পান্ প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ পুনরিতি। মন্মন্ত্রং যো জপতে ইত্যন্বয়ঃ। মন্মন্ত্রাচ্চ দ্বিগুণঃ প্রণবো জপ্তব্য ইতি

পাপাচারী ব্যক্তিও যদি আমার ষণ্ণবতী কোটিনাম জপ করে, তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত মহাপাপীরা সকলেই স্ব স্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে। ১২॥

পুনর্ব্বার বিভীষণ কহিলেন,—প্রভো! আপনি যেরূপ পাপীগণের নিস্তারোপায় কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। পরন্ত যাহারা ভবদুক্ত ষণ্ণবতী কোটিনাম জপে অনধিকারী তাহারা কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে? তাহার উপদেশ করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব সংযোগ করিয়া ঐ মন্ত্র পঞ্চাশৎলক্ষ জপ করে এবং আমায় মন্ত্র হইতে দ্বিগুণ প্রণবমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি আমার স্বরূপ হইতে পারে। পুনর্ব্বার বিভীষণ কহিলেন, যাহারা পঞ্চাশল্লক্ষ মন্ত্র ও তদ্দিগুণ প্রণবজপে অশক্ত, তাহারা কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিবে? তাহার উপদেশ করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন, পঞ্চাশল্লক্ষ জপে অশক্ত ব্যক্তিরা আমার স্তবর চতুশ্চরণ পদ্যত্রয় পাঠ করিবে। উক্ত পদ্যত্রয় পাঠে অশক্ত

মদ্বিশ্বরূপং মদষ্টোত্তরশতাভিধানং নারদোক্তং স্তবরাজং হনুমদুক্তং মন্ত্ররাজাত্মক-স্তবঞ্চ সীতাস্তবঞ্চ রাম রক্ষেত্যা-দিভিঃ স্তবৈরেতৈর্যো মাং নিত্যং স্তৌতি স মৎসদৃশো ভবেন্ন কিম্ ইতি ॥ ১৩ ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয় শ্রীরামোপনিষৎ সমাপ্তা।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শেষঃ। স স্বয়মেব অহং রামঃ কিং ন ভবেৎ। পক্ষান্তরং পুনর্বিতি। কর্কশায়া অপত্যং কার্কশেয়ঃ। ত্রীণি পদ্যানি শ্লোকাঃ গীতাদীন্যষ্ট ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং রামোপনিষদ্দীপিকা। ১৩ ॥

ইতি শ্রীভট্টরত্নাকরসূনু-ভট্টনারায়ণবিরচিতা শ্রীরামোপ
নিষদো দীপিকা সম্পূর্ণা।

মনুষ্য আমার গীতা পাঠ করিবে। যাহারা গীতা পাঠে অসমর্থ, তাহারা আমার সহস্রনাম জপ করিবে। সহস্রনাম জপে অশক্ত হইলে আমার বিশ্বরূপ ধ্যান করিবে। যাহারা বিশ্বরূপ ধ্যানে অক্ষম, তাহারা অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিবে। অষ্টোত্তর শতনাম জপে অপারগ হইলে নারদোক্ত স্তবরাজ পাঠ করিবে। নারদোক্ত স্তবরাজ পাঠে অশক্ত হইলে হনুমদ্র-চিত স্তব পাঠ করিবে। উক্ত স্তবপাঠে অসমর্থ ব্যক্তি সীতাকৃত স্তব পাঠ করিবে। সীতাকৃত স্তব পাঠে অশক্ত হইলে যে ব্যক্তি "হে রাম! রক্ষ" ইত্যাদি স্তবদ্বারা প্রতিদিন আমার স্তুতি করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মৎ সদৃশ হইতে পারে ॥ ১৩ ।

ইতি অথর্ব্ববেদীয় শ্রীরামোপনিষৎ সমাপ্ত।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

(শ্রুতি, দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ-সমেত।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী-সভা হইতে

শ্রীশ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাত্ত্বানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "বেদান্তসার"
"পঞ্চদশী" এবং ষড়্দর্শনাদিশাস্ত্র-প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(সভার কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

বাগবাজার, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮০৯, চৈত্র।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাববোধিকা ব্রহ্মবিন্দুপনিষদুচ্যতে।
অষ্টাদশী চতুঃখণ্ডা শৌনকগ্রন্থবিস্তরে ॥ ১ ॥

উক্তো যোগঃ তৎফলং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ তদ্‌ব্রহ্ম কীদৃশং কীদৃশঃ সাক্ষাৎকারঃ কীদৃশশ্চ লয়রূপঃ সমাধিঃ এতদর্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে মনো হি দ্বিবিধমিত্যাদিনা। তয়োর্লক্ষণমাহ শুদ্ধমিতি কামাৎ সঙ্কল্প-য়তে তৎ কামসঙ্কল্পম্ ॥ ১ ॥

যতপ্রকার যোগ উক্ত আছে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই তাহার ফল। এই-ক্ষণ ব্রহ্ম কীদৃশ ? ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কিরূপ ? লয়রূপ সমাধিই বা কিরূপ ? এই সকল আশঙ্কার নিরাসার্থ এই ব্রহ্মবিন্দুপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে। মনঃ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, কামনাসমন্বিত মনই অশুদ্ধ এবং নিষ্কামী মন শুদ্ধ ॥ ১ ॥

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥ ২॥
যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
তস্মান্নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥ ৩॥
নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমম্পদম্॥ ৪॥
তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্হৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতজ্জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ॥ ৫॥

মনসো মুক্তিঃ লয়ঃ হৃদি হৃৎকমলে উন্মনীভাবঃ নিঃসঙ্কল্পতা তদুক্তম্। যো মনঃসুস্থিরীভাবঃ সা চাবস্থা মনোন্মনী ইতি। নৈবেতি আদ্যপাদে বিধেয়দ্বয়ম্ দ্বিতীয়পাদে ক্রমেণোদ্দেশ্যদ্বয়ম্॥ ২-৫॥

মনই মনুষ্যগণের বন্ধমোক্ষের কারণ। বিষয়াশক্ত মন মনুষ্যগণকে সংসারে বদ্ধ করে এবং মন নির্ব্বিষয় হইলেই মানবগণের মুক্তি হইতে পারে॥ ২॥

যেহেতু মন নির্ব্বিষয় হইলেই মনুষ্যের মুক্তি হয়, অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিরা মনকে বিষয়শূন্য করিবে, অর্থাৎ যাহাতে মনের বিষয়াশক্তি নিবৃত্তি হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ৩।

যখন মন সমস্ত বিষয়াসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃদয়ে নিরুদ্ধ হইয়া উন্মনীভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। মনের নিঃসঙ্কল্পতাই উন্মনীভাব। শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে যে, মনের যে স্থিরীভাবরূপ অবস্থা, তাহাকে উন্মনীভাব বলা যায়॥ ৪।

যাবৎ মনঃ হৃদয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনের সঙ্কল্প নিবারিত হয়, তাবৎ মনকে নিরুদ্ধ করিবে, অর্থাৎ যাহাতে মন হইতে বিষয়াশক্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই করিবে। এইরূপ হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহাতেই মোক্ষলাভ হয়। ৫॥

নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৬ ॥
স্বরেণ সন্ধয়েদ্‌যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে ॥ ৭ ॥

নমু মনঃ কথং নির্ব্বিষয়ং স্যাৎ তত্ত্বস্য চিন্তনীয়ত্বাৎ অতত্ত্বস্য চ বিস্মরণীয়ত্বাচ্চ ইত্যত আহ অচিন্ত্যমিতি। অচিন্ত্যং চিন্তয়িতুমশক্যং যৎ তত্ত্বং তদৈব চিন্ত্যম্ অবিষয়ত্বাৎ চিন্ত্যমেব সর্ব্বদা চিন্তয়িতুং যোগ্যমেব যৎ বিষয়জাতং তদচিন্ত্যম্ চিন্তয়িতুমযোগ্যং বিস্মরণীয়ং নাস্তি অবস্তুত্বাৎ ন স্মর্ত্তব্যং নাপি বিস্মর্ত্তব্যম্ কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। পক্ষপাতস্তু তত্ত্বচিন্তনম্ অতত্ত্ববিস্মরণঞ্চ তেন বিনির্ম্মুক্তং রহিতং যদা ভবতি তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রথমাধিকারিণং প্রত্যাহ স্বরেণেতি। স্বরেণ শব্দেন গুরূপদেশেন প্রণবেন বা যোগং চিত্তনিরোধং সন্ধয়েৎ আরভেত অস্বরং শব্দাতীতং পরং বস্তু ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ। ভাবেন ভাব্যমানেন চিন্ত্যমানেন ভাবঃ বস্তু পরং ব্রহ্ম অভাবঃ শূন্যং নেষ্যতে কিন্তু অস্তীতি ইষ্যতে গম্যতে ইষ সর্পণে ব্রহ্মসাক্ষাদ্ভবতীত্যর্থঃ। যে গত্যর্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ। অথবা স্বরেণ অকারোকারোপলক্ষিতেন জাগ্রৎস্বপ্নাখ্যেন যোগং কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধাতিশয়েন

কিরূপে মনঃ নির্ব্বিষয় হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তত্ত্বচিন্তন ও অতত্ত্ব বিস্মরণ হইতেই মন নির্ব্বিষয় হইতে পারে। যাহা চিন্তার অযোগ্য, তাহার চিন্তা হইতে পারে না, যেহেতু অবিষয় চিন্তা অসম্ভব। আর যাহা চিন্তার যোগ্য, সর্ব্বদা তাহারই চিন্তা করিবে। বিষয় সকলই অচিন্ত্য, অতএব তাহা চিন্তা না করিয়া বিস্মৃত হইবে। যখন মন পক্ষপাত শূন্য, অর্থাৎ ইহা চিন্তনীয় এবং ইহা অচিন্তনীয়, এই-রূপ জ্ঞানবিবর্জ্জিত হয়, তখনই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

প্রথমাধিকারীর প্রতি বলিতেছেন।—সাধক ব্যক্তি প্রথমত গুরূপ-দেশ, অথবা প্রণব জপদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ অভ্যাস আরম্ভ

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥ ৮॥
নির্ব্বিকল্পমনন্তঞ্চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্॥ ৯॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধ্যো ন চ শাসনম্।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ১০॥

জাগ্রৎস্বপ্নেঽপি তদভ্যাসসম্ভবাৎ অস্বরং মকারোপলক্ষিতম্ আনন্দস্থানম্ পরম্ অগ্রেতনম্ ভাবয়েৎ। অস্বরেণ মকারাখ্যেন ভাবেন মাত্রয়া নাভাবঃ অভাবো ন কিন্তু পূর্ণো ভাবঃ তুরীয়ম্ ইষ্যতে গম্যতে ইতি। তদুক্তমমৃতবিন্দৌ "অস্বরেণ মকারেণ পদং সূক্ষ্মঞ্চ গচ্ছতি" ইতি। ৭।

তবেদেতি যৎ সাক্ষাৎ ভবতি তদেব ব্রহ্ম নতু তদেব নৈবমিতি শক্যতে। ৮ ৯॥

নিরোধঃ মরণম্ শাসনম্ উপদেশঃ ন মুক্তিশ্চ ইতি। এষা ইতি পদ-

করিবে। অনন্তর অস্বর, অর্থাৎ বাক্যের অতীত পরমবস্তু চিন্তা করিতে হইবে। সর্ব্বদা পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, ইহাই চিন্তা করিবে, কদাচ ঈশ্বর নাই, এইরূপ জ্ঞান করিবে না। অথবা অকারোকারোপলক্ষিত জাগ্রৎস্বপ্নরূপে যোগ করিবে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাতিশয়বশত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ৭॥

যাঁহার সাক্ষাৎকারে মোক্ষলাভ হয়, তিনিই পরব্রহ্ম। ইনি নিষ্কাম, অর্থাৎ সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত। সেই ব্রহ্মই আমি, এইরূপ জ্ঞান হইলেই নিশ্চয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৮॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প ও অনন্ত, তিনি হেতু ও দৃষ্টান্তবর্জ্জিত, অর্থাৎ তাহার কোন কারণ, বা হেতু নাই, আর কোনরূপ পরব্রহ্মের পরিমাণ করা যায় না, এইরূপ সর্ব্বমঙ্গলাকর পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৯॥

আত্মার মরণ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, উপদেশ নাই, মুক্তির ইচ্ছা

এক আত্মা চ মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১১ ॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ ১২ ॥
ঘটসম্ভৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো লীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥ ১৩ ॥
ঘটবদ্বিবিধাকারং ভিদ্যমানং পুনঃ পুনঃ।

চ্ছেদঃ ইদমর্থকো নিপাতঃ যদ্বা ইত্যেষা চেদ্‌বুদ্ধিঃ তর্হি পরমার্থতা সত্যার্থজ্ঞতা সম্পন্নেত্যর্থঃ॥ ১০ ॥

ব্যতীতস্য নিষ্ক্রান্তস্য অধিকারিণঃ নভোপমঃ আকাশতুল্যঃ ছান্দসঃ সন্ধিঃ নভশব্দোঽকারান্তঃ॥ ১১-১৩ ॥

ভিদ্যমানং দেহজাতং নিত্যশঃ নিত্যম্ আত্মানং স জানাতি দ্বিতীয়ান্তাৎ স্বার্থে শস্‌প্রত্যয়ঃ॥ ১৪ ॥

নাই এবং মুক্তি নাই, ইহাই পরমার্থতা, অর্থাৎ যাহার এইরূপ জ্ঞান আছে, তিনি প্রকৃতজ্ঞানী। ১০ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ে একই আত্মা জানিবে। উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। আত্মা উক্ত অবস্থাত্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১১ ॥

এক আত্মাই সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন, যেমন এক চন্দ্রই জলমধ্যে বহুবিধ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ একই আত্মা প্রতি ব্যক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২ ॥

যেমন ঘটমধ্যে যে আকাশ দৃষ্ট হয়, ঘট ভগ্ন হইলেও সেই আকাশ নষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহমধ্যে জীবের অবস্থান অনুমিত হয় বটে, কিন্তু সেই দেহই নষ্ট হইয়া থাকে, জীব কখনও নাশ পায় না। ১৩ ॥

যেমন ঘট পুনঃ পুনঃ নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ বিবিধাকার দেহই

তদ্ভগ্নং ন চ জানাতি স জানাতি চ নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

শব্দমায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে।

ভিন্নে তমসি চৈকত্বমেকমেবানুপশ্যতি ॥ ১৫ ॥

শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্।

তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্যদীচ্ছেচ্ছান্তিমাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শব্দেতি শব্দমাত্রং যা মায়া ন বাস্তবী বাচারম্ভণম্ ইতি শ্রুতেঃ তয়া আবৃতো যাবৎ তাবৎ পুষ্করে হৃৎপুণ্ডরীকে তিষ্ঠতি। ভিন্নে জ্ঞানেন নিবৃত্তে তমসি অজ্ঞানে একত্বং ভবতি একমেব চ অনুপশ্যতি "পুষ্কর পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃকরিকরাগ্রয়োঃ। ওষধীদ্বীপবিহগতীর্থরাগোরগান্তরে পুষ্করং তূর্য্যবক্তে চ কাণ্ডে খড়্গফলেঽপি চ॥" ইতি বিশ্বঃ ॥ ১৫ ॥

শব্দাক্ষরমিতি শব্দশ্চ তদক্ষরঞ্চ শব্দাক্ষরং শব্দব্রহ্ম ইত্যর্থঃ তথা পর ব্রহ্ম চৈতন্যঞ্চ এতদ্দ্বয়ং বর্ত্ততে। বিদ্বান্ পণ্ডিতঃ এতয়োর্ম্মধ্যে যস্মি ক্ষীণে সতি যৎ অক্ষরম্ অক্ষীণং ভবতি তৎ অক্ষরং যদি ধ্যায়েৎ চিন্তয়ে তথা যদি ইচ্ছেৎ বাঞ্ছেৎ তর্হি শান্তিম্ আপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

বিনাশ পায়। সেই ভিদ্যমান দেহ কিছুই জানিতে পারে না, কেব আত্মাই সকল জানিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মায়া কেবল শব্দমাত্র, যাবৎ জীব সেই মায়াদ্বারা সমাবৃত থাবে তাবৎ হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে অবস্থান করে। পরন্তু যখন অজ্ঞান নষ্ট হই যায়, তখন জীব একত্ব দর্শন করে, অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবের একীভা উপস্থিত হয়। ১৫ ॥

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম, এই উভয়ই বর্ত্তমান আছেন। এই দুয়ের ম যে ক্ষীণ হইলে যে অক্ষীণ থাকে, সেই অক্ষরব্রহ্মকে যদি পণ্ডিত ব্যা চিন্তা করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির শান্তিকামনা থাকিলে শান্তিলা করিতে পারেন। ১৬ ।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৭॥
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতত্ত্বতঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্‌গ্রন্থমশেষতঃ॥ ১৮॥
গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা॥ ১৯॥

তদেব স্পষ্টযতি দ্বে ইতি। নিষ্ণাতঃ কুশলঃ নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে ইতি যত্বম্। বিদ্যাস্নাত ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

মেধাবী গ্রন্থাভ্যাসেন কৃতবুদ্ধিঃ জ্ঞানং শাব্দং বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকারঃ উভয়োঃ তত্ত্বতঃ তত্ত্বং জ্ঞাত্বা ল্যবর্থে পঞ্চমী। ১৮॥

গবামিতি। গবাং সৌরভেয়ীণাম্ অনেকবর্ণানামপি সতীনাং যৎ ক্ষীরং তস্যৈকবর্ণতা ভবতি বিদ্বান্ গ্রন্থেষু ক্ষীরবজ্‌জ্ঞানং পশ্যতে পরীক্ষ্য গৃহ্লাতি। যথা লিঙ্গিনঃ বেত্রধারিণঃ আভীরাঃ গবাং ক্ষীরং গৃহ্লন্তি তদ্বৎ॥ ১৯॥

শব্দবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা, এই দ্বিবিধ বিদ্যাই প্রসিদ্ধ আছে। যে ব্যক্তি উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী, তিনিই পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মলাভ হইতে পারে না॥ ১৭।

যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণ সহিত ধান্য সংগ্রহ করিয়া ধান্যগ্রহণ পূর্ব্বক তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মেধাবী ব্যক্তি গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া থাকে॥ ১৮।

যেমন গো সকল অনেক বর্ণ হইলেও তাহাদিগের দুগ্ধ একবর্ণই হয়, সেইরূপ নানাবিধ গ্রন্থে একরূপ জ্ঞানই দৃষ্ট হয়। গোপগণ যেমন পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে, পণ্ডিতগণ সেইরূপ পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থ হইতে জ্ঞানলাভ করিবেন॥ ১৯॥

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ॥ ২০ ॥
জ্ঞাননেত্রং সমাদায় চরেদ্বহ্নিমতঃপরম্।
নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্‌ভূতেষু বসত্যধি।

সদৃষ্টান্তং জ্ঞেয়স্য গ্রহণোপায়মাহ ঘৃতমিবেতি। ২০ ॥

জ্ঞাননেত্রমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং তদেব নেত্রং দৃষ্টিঃ তৎ সমাদায় শাস্ত্রতো গুরুতশ্চ গৃহীত্বা ততঃ পরং বহ্নিং বৈশ্বানরম্ অনুভবরূপং চরেৎ সাধয়েৎ। সাক্ষাৎকারস্য বহ্নিতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা যথা—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইতি। যদ্বা বহ্নিং প্রণবং চরেৎ উচ্চরেৎ বক্ষ্যতি চ অগ্নিং শব্দমেবানুচিন্তয়েৎ। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি শব্দস্যাগ্নিতা মুখজত্বাৎ "মুখাদগ্নিরজায়ত" ইতি শ্রুতেঃ প্রকাশকত্বাচ্চ। অনুভবস্য বিষয়মাহ নিষ্কলমিতি। অনুভবস্য স্বরূপমভিনীয় দর্শয়তি তদিতি। তৎ জ্ঞানং ব্রহ্মাহমিত্যেবমাকারং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বেষাং ভূতানামধিবাসোঽস্মিন্ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ যচ্চ ভূতেষ্বধিবসতি যস্মাদধিতমিতি সপ্তমী সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তৃত্বেন বাসুদেব ইতি প্রসিদ্ধঃ তদহ

যেমন সকল দুগ্ধ মধ্যেই ঘৃত বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতেই বিজ্ঞান বাস করিতেছে। আর যেরূপ মন্থান দণ্ডদ্বারা দুগ্ধ মন্থন করিয়া ঘৃত গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ মনকে মন্থান দণ্ড করিয়া বিজ্ঞানলাভ করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

সাধকবর্গ গুরু, কিম্বা শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-স্বরূপ নেত্রসহকারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবে. অথবা প্রণব উচ্চা-রণ করিবে. তাহাহইলে আমিই নিষ্কল শান্ত ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বভূতে বাস করিতেছেন এবং

সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেব।
তদস্ম্যহং বাসুদেব ॥ ২২ ॥

ইতি ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা ॥

স্মি স এব বাসুদেব ইতি প্রসিদ্ধং তদহমস্মি স এব বাসুদেব ঈশ্বরোঽপি
ীবেশ্বরয়োর্ব্রহ্মণৈক্যমিত্যর্থঃ দ্বিরুক্তিঃ সমাপ্ত্যর্থা ॥ ২২ ।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা ব্রহ্মবিন্দুকে ॥

ইতি ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্দীপিকা সম্পূর্ণা ।

যিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আমি সেই বাসুদেব,
এইরূপ জ্ঞান হইলে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। ২২।

ইতি ব্রহ্মবিন্দু-উপনিষৎ সমাপ্ত ॥